মেঘনাদ।

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

৺মথুরানাথ সাহার যাত্রায় অভিনীত।

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস দ্বারা সুরলয়ে গঠিত।

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩২৬।

মূল্য ১৷৹ টাকা

কল্যাণপুর, হাওড়া ;
"পশুপতি প্রেস"
শ্রীরাজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পাত্র।

মহাদেব, ইন্দ্র, যম অগ্নি, দেবগণ, বিশ্রবা, (রাবণের পিতা) রাবণ, সারণ (মন্ত্রী) মেঘনাদ, (রাবণের পুত্র) সুবাহু (রাবণের পুত্র) কালনেমি (রাবণের মাতুল), আদিনাথ (ঐ অনুচর) বিভীষণ, বিদ্যুন্মালী (মেঘনাদের মায়াধর সখা) লম্বকর্ণ, রক্তমুখ, বজ্রদন্ত, প্রভৃতি রাক্ষসগণ, শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব. অঙ্গদ, হনুমান, হয়গ্রীব, হর্য্যাক্ষ, গবাক্ষ, পিঙ্গলাক্ষ, প্রভৃতি বানরগণ প্রেমমঙ্গল, (জনৈকরামভক্ত) ঋষিকুমারদ্বয়, পারিষদগণ, জনৈক অনাথ রক্ষবালক, রক্ষবালকগণ, দ্বাররক্ষকগণ, ছত্রধারী, দূতগণ, ভৈরবগণ, ভারবাহিগণ।

পাত্রী।

ভগবতী, নিকষা (রাবণের মাতা) মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা (রাবণের স্ত্রী) প্রমীলা (মেঘনাদের স্ত্রী) সূর্পণখা (রাবণের ভগ্নী) কালিন্দী (কালনেমির স্ত্রী) সীতা, সরমা, (বিভীষণের স্ত্রী.) প্রমীলার সঙ্গিনীগণ, রক্ষকুমারীবেশে ভগবতী, বেদিনীবেশে জনৈক বানর, চেড়িগণ, ভৈরবীগণ, বীরসঙ্গিনীগণ।
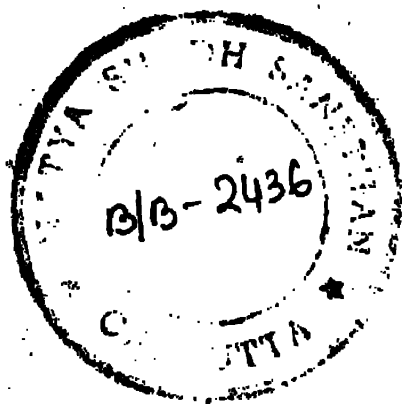
মেঘনাদ

[পৌরাণিক নাটক]

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

[রণভূমির পার্শ্ব]

অঙ্গদ, সুগ্রীব, বিভীষণ ও বানরসৈন্যগণের
দ্রুতপদে প্রবেশ।

অঙ্গদ। রক্ষচমূ পলায়িত, কিন্তু ধন্য বীর বীরবাহু!

সুগ্রীব। তা'হ'লে পুলকোজ্জলাননা বিজয়-লক্ষ্মী অজেয় রঘুকুলপতি শ্রীরামচন্দ্রের করতলগত!

বিভীষণ। নিশ্চয়, রণ-দুন্দুভি নীরব হ'য়েছে, অশ্ব-খুরোত্থিত ধূলিরাশির অন্ধকারময় ঘন আবিলতা তত পরিদৃষ্ট হ'চ্ছে না! দিগন্তমুখরিত হলহলাময় রক্ষসৈন্য-কোলাহল আর নাই! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জিগীষা-পরায়ণ বানরসৈন্যগণ তবে নিস্তব্ধ কেন?

লক্ষ্মণ সহ বীরবাহুর কর্ত্তিত মুণ্ডহস্তে হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। (অদূর হইতে) প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ! তিনি বীরশ্রেষ্ঠ বীরবাহুর মৃত্যুতে দুঃখিত হ'য়ে এইরূপ শোকাভিনয়ের আদেশ দান ক'রেছেন।

লক্ষ্মণ। বীরযোদ্ধৃ-বীরবাহুর অদ্ভুত মৃত্যু! বীরকুলর্ষভ রণদক্ষ মহাবীর আর্য্য অস্তকার সম্মুখ সংগ্রামে বীরবাহুকে নিহত ক'র্‌লেও সে বীরের সম্মানপূজা জগত হ'তে লুপ্ত হবার নয়! তাই বহুদর্শী সূর্য্যবংশালোক প্রভু রামচন্দ্র এ জয়ে আনন্দলাভ ক'র্‌তে পারেন নাই; তাই তাঁর এ জয়ে হরিষে বিষাদ!

হনুমান। এই দেখুন, ভক্ত বীরপুঙ্গব বীরবাহুর কর্ত্তিত মুণ্ড এখনও আবেগময় "শ্রীরাম শ্রীরাম" রবে এ বিশ্বের ভক্তিপ্রাণ ভক্তবৃন্দ আর ভক্তাধীন প্রভুকেও বিচলিত ক'র্‌চে।

দ্রুতপদে শ্রীরামচন্দ্রের প্রবেশ।

শ্রীরাম। সুমেরুকেও আকর্ষণ ক'র্‌চে! বৈকুণ্ঠের সিংহাসনও টলটলায়মান হ'চ্চে! কৈ বৎস হনুমন্ত! কৈ ভাই লক্ষ্মণ একবার দাও, একবার দেখি, পরমধার্ম্মিক ভক্তশ্রেষ্ঠের শ্রীমুখখানি একবার দেখি! হায় হায় একি, এই কি মহাবীরচূড়ামণি দশাননাত্মজ বীরেন্দ্র বীরবাহুর অবস্থা! এর শির-উষ্ণীষ হরণ ক'র্‌লে কে? কোন্ অনার্য্য হেয় এরূপ গর্হিত কার্য্য ক'রে আর্য্য সভ্যতানন্দা শ্রীহীন বিবর্ণ ক'র্‌লে? সে জীবাধম সমগ্র বীরনীতি

গভীর পবিত্র রাজ্য কলঙ্কিত ক'রেচে, এমন কি শ্রেষ্ঠবীরের কথা দূরে থাক্, সাধারণ বীরগণেরও ঘৃণার্হ ও দণ্ডার্হ হ'য়েচে। বৎস হনুমন্ত! ভ্রাতঃ লক্ষ্মণ! এই অস্ত্রের কৃতকার্য্যের নিয়ন্তা কে? তা কি জান? যদি অবগত থাক, তাহ'লে সেই বীরাপমানকারী পশুর পাপের প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন ক'র্‌তে বল এবং তাকে ধৃত ক'রে আমার সম্মুখে আনয়ন কর, আমি স্বয়ং তার শাস্তি-বিধান ক'র্‌ব।

সুগ্রীব। প্রভুগতপ্রাণ হনুমন্ত ও ঠাকুর লক্ষ্মণ যখন এখন পর্য্যন্ত মৌন, তখন তাঁরা এ বিষয়ে অনবগত, তাই আমি উচ্চকণ্ঠে যাবতীয় রঘুসৈন্যগণকে আহ্বান ক'র্‌চি এবং ব'ল্‌চি—সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা কর, অন্যথায় নিশ্চয় জেন যে, সত্যাবতার প্রভু রাম-চন্দ্রের কঠোর অমর আজ্ঞা ব্যর্থ হবে না। অপরাধী এখনও কৃতকার্য্য স্বীকার কর, তাতেও তা'র মহত্ব প্রকাশ পাবে। গর্ব্বে দেবার্চ্চনা হয় না, নির্ম্মলফুল্লারবিন্দগুচ্ছের ন্যায় নয়নাশ্রুই দেবপূজার শ্রেষ্ঠ উপকরণ! হস্তোত্তোলন ক'রে এখনও আত্মদোষ স্বীকার কর—পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

(জনৈক বানরসৈনিকের হস্তোত্তোলন)

শ্রীরাম। তুমি? তুমি বীরসহবাসের অযোগ্য! তবে তুমি হৃদয়বান্ অপরাধী, সহজে আত্মকৃত অপরাধ স্বীকার ক'রে নিজের মহত্ব দেখিয়েছ, তাই তোমায় ভৎর্সনা ক'র্‌ব না, কিন্তু তুমি দণ্ডনীয়।

চারিজন বানরসৈনিক। প্রভু, আমরাও দণ্ডের যোগ্য,

আমরাও অপরাধী, আমাদেরই পরামর্শে হয়গ্রীব এই দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়েছিল।

শ্রীরাম। উত্তম, তোমরাও হৃদয়বান্, তাই আত্মদোষ স্বীকার ক'র্‌লে। যাও, তোমরাও হয়গ্রীবের সহিত নিরস্ত্রাবস্থায় মুহূর্ত্তে এই বানরকটক ত্যাগ কর। এরূপ ঘৃণিত প্রাণীর রাঘবসৈন্যের অন্তর্ভুক্ত থাকা নিতান্তই অশোভনীয়।

অপরাধী বানরসৈন্যগণ। প্রভু, প্রভু, মার্জ্জনা ভিক্ষা করি।

গীত।

জয় তুমি পুণ্যসরস চির হরষশালী।
ভুবন-ভরসা তুমি, আকাশে বাতাসে দিয়েছ করুণা ঢালি।
তবে না পাব করুণা কেন, তোমার যে সব পুলক দেওয়া দান,
যতই পাতক করি না কেন, আছে ত জানা পাব পরিত্রাণ,
ওগো তোমার কোন্ জিনিষটা হরষ ছাড়া, নয় অমৃতমিশ্রিত তান,
নদীর জলে—বনের ফলে, পাতায় পাতায় জোছনা দুলে,
মনের সুখে সবাই খেলে, তবে কেন অধম ব'লে দাও হে তুলে দুখে কালী।

শ্রীরাম। বিচার-উচ্ছৃঙ্খলতা পক্ষপাতিত্বের পরাকাষ্ঠা! কর্ত্তব্যদর্শী পুরুষেরা কর্ত্তব্যপালনকালে পৃথিবীর বিরুদ্ধে খড়্গহস্তে নিশ্চলশরীরে দণ্ডায়মান থাকেন। সুতরাং অপরাধি, তোমাদের বর্ত্তমান পরিম্লান দৈন্য রামের হৃদয় অভিভূত ক'র্‌লেও কর্ত্তব্যের কনকময় সিংহাসন-নিম্নে রামের স্বাধীনতার মস্তক নত হ'য়েছে তাই আমি অতি দুঃখের সহিত তোমাদের বিনীত আবেদনবাক্য পূর্ণ ক'র্‌তে পার্‌লাম না। তবে তোমাদের আত্মগ্লানির জন্য এই

ও লঘু ক'র্‌লাম, এক পক্ষ অতীত হ'লে পুনর্ব্বার তোমরা
এই বানরকটকে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হবে।

(সুগ্রীব কর্ত্তৃক অপরাধী বানরগণের অস্ত্র গ্রহণ)

সুগ্রীব। জগতের প্রত্যেক বীর, এই বীর-সম্মান শিক্ষা
কর! বীর বীরবৈরীর পূজা করেন—হিংসায় সঙ্কীর্ণহৃদয় হন্ না,
তাহাই বীরনীতি এবং বীরত্বের সমাদর! যাও বানরবীরগণ, বীরের
নিমিত্ত বীরদণ্ড গ্রহণ ক'রে প্রকৃত বীরত্বের পরিচয় দান করগে।

[দণ্ডপ্রাপ্ত বানরগণের প্রস্থান।

শ্রীরাম। ধন্য বীর বীরবাহু! আহা বীর! আজ তোমার
এই অবস্থা! হায়, তোমার অবস্থা কে বুঝ্‌বে? তুমিই এই
সুন্দরার উজ্জ্বল রত্ন! তুমিই ধরণীর নিত্যপ্রিয়! তুমিই নিস্পৃহ
ত্যাগীর ন্যায় একের নিমিত্ত এ জগতে আত্মত্যাগের নির্ম্মল
অনাবিল উন্মাদকর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! তোমায় দেখে হৃদয় বিদীর্ণ
হ'য়ে যাচ্ছে! হে রণপণ্ডিত! আমরা মূঢ়, তোমার সম্মান বুঝ্‌লাম
না। ধরণীর দুর্লভ রত্ন তুমি, কোনও রূপে তোমায় রক্ষা ক'র্‌তে
পার্‌লাম না! ধিক্ আমাদের শিক্ষা! একি সখে বিভীষণ! দেখ,
দেখ—মহাবীরের কর্ণমূলের নিয়ে কি এ মণিময় কবচ—তড়িচ্ছটার
ন্যায় প্রতিভাত হ'চ্ছে! সখে! সখে! এ কোন্ আত্মা তৃপ্তিলাভ
বীরগণ কি যুদ্ধকালে এই অপূর্ব্ব ভূষা পরিধান (রোদন)।
আবির্ভূত হন্? না—কোন উদ্দেশ্যসম্পাদিত[illegible] সম্যক্‌রূপ
ব্যবহার? গভীর মমতাপূর্ণ

বিভীষণ। সখে, রক্ষবীরগণ যখন রণাঙ্গনে স্থিরমৃত্যু বিবেচনা করেন, তখন তাঁদের মনে কোন ইচ্ছা পরিস্ফুট হ'লে তা লিপিবদ্ধ ক'রে এই স্বর্ণমণিময় কবচে রক্ষা করেন। এই কবচস্থ লিপি স্বপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেরই দর্শনীয়। এই লিপি পাঠ ক'রে তাঁরা স্বর্গগত বীরের বাসনা চরিতার্থতার জন্য স্ব স্ব শক্তি যথোচিতভাবে প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

শ্রীরাম। সখে, শীঘ্র কবচ উন্মোচন ক'রে আমার কৌতূহল নিবারণ কর। আমি স্বীকার করছি, স্বর্গগত বীরের বাসনা সাধ্যমত পূরণে প্রয়াসী হব!

(বিভীষণ কর্ত্তৃক কবচ উন্মোচন ও লিপি পাঠ)

প্রণতিপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

হে প্রভু রামচন্দ্র! আমি রক্ষরাজ রাবণ-পুত্র, আমার নাম বীরবাহু! আমার মাতার নাম চিত্রাঙ্গদা। উপস্থিত সংগ্রামে আমি আপনার বৈরী। হে রঘুকুলধুরন্ধর! নিতান্ত হাসির কথা, আপনি অজেয় মহাপুরুষ, আপনাকে জয় করিবার জন্য আমি অন্ধকার রণে সমাগত হইয়াছিলাম। কি করিব—পিত্রাদেশ পুত্রের অলঙ্ঘনীয়, সুতরাং স্ব-ইচ্ছাপ্রণোদিত কার্য্য নয় বলিয়াই যে কালের ধ্বংসক্রীড়ার পথে যাইবার আপত্তি ঘটিবে—এরূপ হইতে পারে বর্ত্তমান পরিমান ক্ষেত্রে আমি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ মাত্র, মুহূর্ত্তেই মিশিয়া কনককমর সিংহাসন-মিলিয়া প্রকৃত বৈরী নহি। অন্তর্য্যামি তুমি! তাই আমি আত্ম অভিপ্রায় অবগত আছ, তাহাতে তুমি পূর্ণ ক'রতে পারবেন্ত পূর্ণব্রহ্ম কি সাধারণ নরদেহধারী—তাহা

জানিয়াছ! ধরিতে না পারি, আমি চিনিয়াছি, ইহা সত্য! অন্তিমে পদাশ্রয় দানে পুরস্কৃত কর, ইহাই আমার চরম প্রার্থনা। আর প্রভু আমার মৃতদেহের সংকার চাই। যে কোনরূপে আমার এই জড়দেহ পিতার নিকট প্রেরণ কর—আর সময় নাই প্রভু! আপনার তেজোদৃপ্ত বাণ প্রচণ্ড উল্কাবৎ বেগে আমার শরীরে প্রবিষ্ট হ'য়েছে—উপস্থিত জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ! নারায়ণ—বিদায়—প্রভু—বিদায়—

প্রণত—

"বীরবাহু"

অশ্রু! নিরুদ্ধ হও—হৃদয় পাষাণ হও! হা বৎস বীরবাহু! তুমি স্বর্গের কুসুম স্বর্গে ছিলে—কেন ঘৃণিত কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠার জন্ত এ নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিলে! যে প্রাণে পারিজাতের সুরভি খেলা ক'রতো, মলয়চন্দনের গন্ধ ছুট্‌তো, সাধকের হিরণ্ময় বিগ্রহের আসন হ'তো, সে প্রাণ আজ কাল রণে বলি দিয়ে কি অভীষ্ট সিদ্ধ ক'রলে বৎস! জানি না—কোন্ উচ্চস্থানের দেবতা তুমি, কোন্ পাপে রক্ষ-গৃহে দুরাত্মা রাবণের ঔরসে জন্মলাভ ক'রেছিলে! জানি না তোমার লক্ষ্য ভূমির কেন্দ্রস্থান কোথায়—যাও স্বর্গীর ভক্ত! অন্ধকার সংগ্রামে বড়ই শ্রান্ত হ'য়েছ—বিশ্রামলাভ করগে! নিশ্চয়ই স্বর্ণপুত্তলি, তোমার বাঞ্ছিত আত্মা তৃপ্তিলাভ ক'রবে, এই আমার সান্ত্বনা! (রোদন)।

লক্ষ্মণ। সখে! তুমি যোগীশ্বর, উপনিষদ্‌তত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম ক'রেছ, তথাপি তুমি যদি মহামায়ার গভীর-মমতাগর্ভে

বিপতিত হও, তাহ'লে আমাদের ন্যায় বিষয়াকুল নিদ্রিত পুরুষের এমন কি উচ্চ শিক্ষা যে, তোমায় বুঝাতে পারগ হব!

শ্রীরাম। ভাই লক্ষ্মণ! সত্যই হৃদয় আর্দ্র হয়, কর্ত্তব্যের প্রখর রশ্মি সে করুণ-অশ্রু শুষ্ক ক'র্‌তে পারে না। জীবমাত্রেই অবিদ্যার দাস! আমাদের উপদেশও সেই অবিদ্যা বিজড়িত,—যথার্থ বল দেখি ভাই, যিনি জলে স্থলে অনল অনিলে আকাশে আলোকে অন্ধকারে থেকে, তাদের মধ্যেই বর্ত্তমান, অথচ তারা তাঁকে জান্‌তে পার্‌ছে না, তারাই যাঁর শরীর এবং যিনি তাঁদের ক্রিয়ানির্ব্বাহক, সেই অমর আত্মাকে কয় জন অনুমান ক'র্‌তে পারে? যাক্‌—সংক্ষেপে সে গভীর তত্ত্বের আলোচনা হয় না। সখে অধীর হও না,এখন বীর-কেশরী বীরবাহুর শেষ প্রার্থনাপূরণে যত্নবান্ হও। চারিজন সুশিক্ষিত পণ্ডিত বলিষ্ঠ সৈনিক, বীরের মৃতদেহে এই ছিন্ন মুণ্ড সংযোজন পূর্ব্বক তাহা সুরভিচন্দনকুসুম-মাল্যে বিভূষিত ক'রে সযত্নে ভুবনমান্য গৌরবান্বিত মহারাজা-ধিরাজ রাবণের নিকট ল'য়ে যাও এবং তাঁকে আমার সাশ্রু সম্ভাষণ জানিয়ে অবগত করাবে যে, মহাবীর বীরবাহুর অন্তিম-প্রার্থনানুসারে তাঁর অনন্যসাধারণ সমাদৃত বীরদীপ্তিময় জড়দেহ সৎকারার্থে প্রেরিত হ'য়েছে! সম্প্রতি আপনি আপনার কর্ত্তব্য স্থির করুন। দেখো, মহারাজের নিকট যেন কেহ অশোভন বা অনার্য্যোচিত কোন ব্যবহার প্রকাশ না করে। এস ভাই লক্ষ্মণ! রণশ্রান্ত হ'য়েছ—বিশ্রাম ক'র্‌বে এস। এস সখে! এস বৎস হনুমন্ত! আমার প্রিয়তম সৈন্যগণ, এস বাছারা, আজ

তোমাদেরই অমোঘ বিক্রমে আমাদের চিরবিজয়লক্ষ্মী অনুকূল হ'য়েছেন; চল, তাঁরি সহ সানন্দে বিশ্রাম লাভ করিগে।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

[মন্দির]

(পাষাণময়ী চামুণ্ডা মূর্ত্তি)

প্রমীলা ও তদীয় সঙ্গিনী বীরবালাগণ আসীনা ।

গীত ।

সঙ্গিনীগণ। মা আমাদেরি তরে, শবশিব'পরে বিহরে।

প্রমীলা। জয় জয় মা শিবশক্তি অশিববিমথিত সুধারূপিণী শঙ্করী,
অশিব বিনাশিতে লাজবিরহিতা কালীকরালী মুক্তকেশী দিগম্বরী।

সঙ্গিনীগণ। সে মা অঙ্কে, মরি আতঙ্কে, দে মা অভয়, মাভৈঃ মাভৈঃ স্বরে।

প্রমীলা। লজ্জা-সজ্জা-বিহীনা বিচিত্রা উন্মাদিনী
অগ্নি অরুণ চক্ষুষা বিশাল ভালে,
বিদ্যুৎ অট্টহাসি ঘন ঘন ঘন বিকাশে, যেন ঘন নবীন জলদজালে।

সঙ্গিনীগণ। বমিত বিষ নিহারি দৃপ্ত তুচ্ছ উচ্চ রবে স্তোত্র পাঠ করে।

প্রমীলা। ভগিনীগণ! এই চামুণ্ডা পাষাণময়ী সংহারিণী কালীপ্রতিমাকে সাধনায় জাগ্রত ক'র্‌তে হবে। মায়ের সংহারিণী প্রাণশক্তিতেই বিশ্বপ্রকৃতি শক্তিময়ী ও জীবনীযুক্তা! মা আমার সেই শক্তি সন্তানের নিমিত্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জীবজন্তু তরুলতা

উদ্ভিদ এমন কি প্র:ত্যক জড়রেণুতে আপনাকে ছড়িয়ে দিয়ে নিজে জড়পাষাণী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর সন্তানের নিকট চতুর্দ্দিকে চতুর্হস্ত প্রসার ক'রে করুণা ভিক্ষা ক'র্‌চেন! ব'ল্‌চেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডজীব—আমি তোদের কাঙাল, তোরা আমার শক্তিতে শক্তিমান্ হ'য়ে আমার সংহারিণী পাষাণময়ী প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্। তাহ'লেই তোদের শক্তি কুণ্ঠা ও সর্ব্ব ক্লেশ বিদূরিত হবে। সন্তাপ-সান্ত্বনা ও বাঞ্ছিতফল সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হবি। তাই বলি সঙ্গিনীগণ! মায়ের বাঞ্ছা কি পূর্ণ হবে না? আমাদের অভীপ্সা কি অপূর্ণ থাক্‌বে?

সঙ্গিনীগণ। পূর্ণ হবে, পূর্ণ হবে, অবশ্য পূর্ণ হবে।

প্রমীলা। প্রতিজ্ঞা ক'র্‌তে পার্‌বে? মন্ত্রের সাধন কিম্বা দেহ নিপাতন!

সঙ্গিনীগণ। মন্ত্রের সাধন কিম্বা দেহ নিপাতন,
করিব করিব সখি! প্রতিজ্ঞা পালন।

প্রমীলা। স্বামী, পুত্র, কন্যা, বিলাসিতা সব বিসর্জ্জন দিতে হবে।

সঙ্গিনীগণ। এক ধ্যান এক জ্ঞান এক জপতপ,
শক্তি লভি জিনিব সে রামশররূপ।

প্রমীলা। আর ব'ল্‌বার নেই। সব বুঝেচ—সব বিসর্জ্জন দাও। পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর। তাহ'লেই শ্রীরাম রণে রক্ষের মরণ অঙ্কিত থাক্‌বে। রাম সামান্য তুচ্ছ রিপু নয়! যে রণে প্রাতঃস্মরণীয় বীর খর, দূষণ, অতিকায়, কুম্ভকর্ণ, তরণী প্রভৃতি যোদ্ধার মুখ পাতন ক'রেছে, যার বিক্রম বীরমদে আজ লঙ্কার ঘরে ঘরে

হৃদয়ভেদী ক্রুদ্ধক্রন্দনোচ্ছ্বাস জাজ্বল্যমান, যার সকল রোষের সাক্ষীস্বরূপে অলঙ্ঘ্য অকূল বিশাল সমুদ্রে উপন্যাসগ্রন্থের ন্যায় আশ্চর্য্য ভাবের সেতু, বৃক্ষ ভক্ষ্য মৃত্যুমরণশীল জীব যার সেনা-সেনানী—অসম্ভাবিত জয়ের স্তম্ভ, সে রণ বা সে কি ভয়ঙ্কর! তাকে দমন কর্‌তে হ'লে কত প্রবলশক্তির আবশ্যক! অপরিমেয় অপরাজেয়—অমানুষিক দৃপ্ত বিক্রম লাভ না ক'র্‌তে পার্‌লে—সে দংশন যাতনায় ভার লঘু করা যাবে না! ভাই ভগিনীগণ! তাই এ কঠোর সাধনার অনুষ্ঠান। আজ দেবরক্ষ বীর শ্রেষ্ঠ বীরবাহু—শ্রীরাম-সংগ্রামে রক্ষগণের সেনাপতি, তার বিজয়ানন্দের আশা কর কি? ভরসা নাই, নিশ্চয় ভরসা নাই! বীর ঋজুস্বভাব রামের প্রকৃত বীরজনোচিত—নির্ম্মল যূথিকাশুভ্র সংগ্রামপ্রকৃতিসংঘর্ষে চক্রে রণনীতি-শক্তি ঝটিকাধ্বস্ত তুলারাশির ন্যায় ইতস্ততঃ উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে যাবে! সাধ্য কি, পার্থিবজীবসুলভ স্বল্প অপরিপুষ্ট বুদ্ধি, সেই অনন্যসাধারণ পুষ্ট অপার্থিব বুদ্ধির সমীপে স্থির থাকে?

১ম সঙ্গিনী। সখি! আমরা কঠোর সাধনায় সেই পুষ্ট দেববল সংগ্রহ ক'র্‌ব। আমরা রক্ষজাতির এ দুর্দ্দিনে সমরনেত্রী-রূপে তাদের সহায়সঙ্গিনী হব। স্বামীপুত্রকে উদ্বুদ্ধ ক'রে মমতার অশ্রু মুছে সহাস্যমুখে স্বহস্তে তাদের রণভূষণে ভূষিত ক'র্‌ব। প্রয়োজন মত ভুজমৃণালের মণিময় অলঙ্কার বিমোচন ক'রে কঠিন লৌহের শাণিত অস্ত্র ধারণে কুণ্ঠা প্রকাশ ক'র্‌ব না। তারপর দেবি! তোমার আজ্ঞা অন্তিম সিংহাসনের হে বেদনির্দিষ্ট নীতির অনুজ্ঞার ন্যায় প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর হব।

নেপথ্যে—চিত্রাঙ্গদা। মা—মা—এই কর্‌লি ? পাষাণি! আজ পদে ব্যথিত প্রাণ বলি দিয়ে বাছা বীরবাহুর মর্ম্ম যাতনা দূর ক'র্‌ব। কৈ সংহারিণি! দেখ্‌ব মা, তোর বিশ্বের সংহার-প্রহেলিকা!

প্রমীলা। শুন্‌চ, শুন্‌চ, সঙ্গিনীগণ! শুন্‌চ, বভ্রুমাতার শোকোচ্ছ্বাসধ্বনি! শূন্যে শূন্যে সমীরণ সেই বিষাদতরঙ্গময়ী প্রতিধ্বনিকে বহন ক'রে আন্‌চে! আর তাতে লঙ্কার প্রতি হর্ম্ম্য তরুলতা তৃণগুল্মটী পর্য্যন্ত শিহরে শিহরে উঠ্‌ছে! উৎসাহ—উত্তম ভগ্নপদ হ'য়ে যেন একটা কি অন্ধকার—অবসাদের প্রলেপ মেখে আপনাকে আপনি আত্মপরিচয়ের দূরে লুকায়িত হ'চ্চে! ভগিনীগণ, ত্বরায় বাহির হইগে চল। আজ স্বর্ণপুরী লঙ্কার বড়ই দুর্দ্দিন! দেখ্‌বে চল, আশার আলোকবর্ত্তিকা জালিয়ে এই দুর্দ্দিনের তমোময়ী নিরুৎসাহিনী যবনিকার মধ্যে কি দুর্ঘটনার চিত্র নিহিত রয়েচে! সকলই মোহাচ্ছন্ন! সখী সখাহারা, জননী পুত্রহারা, সোহাগিনী স্বামীহারা, লঙ্কার ঘরে ঘরে গিরিবিগলিত নির্ঝরের মত অশ্রুধারা হাহাকাররবে প্রবাহিত হ'চ্চে! চল, সকলকে উৎসাহিত করিগে। সাজ ভগিনীগণ, সাজ, রণনেত্রী হবে ব'লে ছিলে, হও, কথিত বাক্য সফল কর।

সঙ্গিনীগণ। সেজেচি সখি! চল, এবার চল।

গীত।

সাজ! সাজ! সাজ!

রহে শঙ্কা খর্ব লঙ্কা রক্ষ বামারে করিবে বক্ষ আজ।

করো না সময় গত, বীর বীরবাহু হত,
লাঞ্ছিত রক্ষ সহ সংগ্রাম দক্ষ রাবণরাজ।
ব্যসন বিলাস ত্যজ, বীর কঠোরতা ভজ,
বীরের যোগ্য সংহার-যজ্ঞ কর অনুষ্ঠান বীরসমাজ।

[সকলের প্রস্থান]

মহাদেব ও ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। জিজ্ঞাসি তোমায়!
সাধে কি তোমার সহ—
অহরহ ঘটে দ্বন্দ্ব কথায় কথায়!
সতী-দুঃখে সদা জ্বলে মরি,
তুমি ত্রিপুরারি, মিছে কেন মোর মোর পিছে পিছে!

মহাদেব। সতি! সতী-দুঃখ-শেল শুধু নহেক তোমার,
অন্তর আমারও দহে,
নাহি সহে বজ্রপাতে লতাবৃতভরু!

ভগবতী। জানি জানি ভূতপতি—
হৃদয় তোমার! পাষাণেও বহে বারি—
মরু'পরি ফোটে ফুল—শ্যাম দূর্বারাজি,
কিন্তু তুমি ভূতসঙ্গে ফিরি করেছ ভূতের প্রাণ,
দয়ামায়াহীন পাষাণ সমান।
কি কহিব কথা, মুখে কহ, রাম ভক্ত মম অভীষ্টদেবতা,
তাঁর দীক্ষা সতীর আদর্শ দেবী।

কিন্তু কার্য্যে হেরি, রাম-অরি তুমি হে কামারি!
ভক্ত তব দুর্দ্দান্ত রাবণ, তুমি ত্রিলোচন; তার অনুগত,
সতত মঙ্গলে ফের তার, আনন্দ সঞ্চার তব—
গুরু-অশ্রুপাতে! উপযুক্ত শিষ্য তুমি হর!
যাও, যাও, যথা ইচ্ছা যাও, মহামন্ত্র দাও রাবণেরে,
যত ক্লেশ পারে দিতে দিক সতীরে তোমার।
আমি সতী জননী তাহার, লব নিজে বুক পেতে!
মিছে কেন ভুলাও আমায়!

মহাদেব। বৃথা তুমি গঞ্জ মহেশ্বরি!
কি করি না করি দেখায়েছি একদিন সতীর লাগিয়া,
যবে সতী দক্ষগেহে গেলে আমারে ত্যজিয়া।
"রে সতী রে সতী" ধ্বনি তার—
এখনও মহাশূন্যে—করুণার মহাবীজ রহে ছড়াইয়া।
কি করিব—উপায়বিহীন—ভক্ত বধ্য নহে—
নিজ করে, সে হেতু বিহরে এতদিন দুর্ব্বৃত্ত রাবণ—
গুরু-অরি বিশ্ব-অরি!
তথাপি শঙ্করি—কর্ত্তব্যের গুরুনিষ্পেষণে—
তব উত্তেজনে—ভুলেছি ভক্তের স্তব,
ভ্রমিছি ভৈরববেশে এ লঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে—
ভবিষ্যের কাল ছায়া ল'য়ে সাথে সাথে!
দেখাতেছি কত বিভীষিকা—কত অশান্তির—
তীব্র হলাহল ঈর্ষা ক্রোধ পরস্পরে—

বিদ্যুদগ্নি মত তীব্র জ্বালাময়ী কত ভীষণ ঘটনা!
মরি, যদি পাপী ইহা হেরি নিজে পাপবৃত্তি হরে!

ভগবতী। আশুতোষ নাম ধর তাই,
তাই স্তবে দিগম্বর হ'য়ে নাচ - দিগম্বর।
যেই পাপী ঘৃণিত পশুর মত বেদযজ্ঞ-দেবদ্বিজদ্বেষী,
বড় দুঃখ মনে এখনও তার তুমি হিতাকাঙ্ক্ষা কর।

মহাদেব। অন্নদায় ঈশানি!
তাই ভ্রমি তব পিছে পিছে—
শিখিবারে তব লীলা কিছু লীলাময়ী!

ভগবতী। কি লীলা আমার?

মহাদেব। কি লীলা তোমার? এই প্রমীলার সাধনার ফল!

ভগবতী। প্রমীলার কঠোর সাধনা,
জাগাইবে পাষাণেতে প্রাণ।

মহাদেব। প্রাণময়ি শিবে, তারে কিবা দিবে প্রতিদান?

ভগবতী। সতী, যাহা চাবে হাসিমুখে!

মহাদেব। সেই দান হেরিব প্রেয়সি,
অপর প্রয়াসী নহি কিছু—
ভিখারী শঙ্কর—মাত্র তব ভাবের কাঙাল!

ভগবতী। এস হর! পূরাব বাসনা!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[কালনেমীর উদ্যান]

কয়েকখানি তাম্রলিপি হস্তে কালনেমি ও তদীয় অনুচর আদিনাথের প্রবেশ।

কালনেমি। আচ্ছা বল দেখি আদিনাথ! বল্ দেখি রে গর্ভস্রাব, আমি রাবণের মামা কালনেমি ব'লে আমাকে লোকে চিনে না আমি শ্রীল শ্রীযুক্ত বৃহস্পতি ঠাকুরের বাবার বাবা বিদ্যা-বুদ্ধিতে সবার সেরা কালনেমি রাক্ষস ব'লে লোকে আমাকে বাহবা দেয়। কোন্‌টা ঠিক্? দেখিস্ বাবা—সরে দাঁড়া, গায়ে যেন নিশ্বে পড়ে না। বল্ কোন্‌টা ঠিক্?

আদিনাথ। কোন্‌টা ঠিক্? আচ্ছা মামা—আচ্ছা তুমি বৈ বল দেখি—কোন্‌টা ঠিক্! তাহ'লেই বুঝ্‌বো, মামা, মাম কালনেমী একটা হাজারের মধ্যে একটা!

কালনেমি। (হাস্য) সরে দাঁড়া বাবা, তোর গায়ে বদ্‌গন্ধ! (হাস্য) তাই বল্—এঁদো, আমার মাথায় একটা দা আছে?

আদিনাথ। দাম নেই বাবা, বহুৎ দাম, সাধ ক'রে বুঝি তোমার ভাগ্নে রাবণ রাজা তোমার কাছে এসে পরামর্শ নেয়! এই স্বর্ণপুরী লঙ্কার সিকি দিতে রাজী হয়।

কালনেমি। তাহ'লে এটা ঠিক্, আমার মাথায় দাম আছে।

আদিনাথ। আছে বৈকি, নিশ্চয় আছে! এ কথা কে না
ীকার ক'র্বে?

কালনেমি। বাস্, ঠাণ্ডা হ, বেটা কি অপরিষ্কার! গায়ের
ন্ধে ভূত পালায়! দাঁড়া, দাঁড়া, (গন্ধদ্রব্য গায়ে দান) ধর্ এইটে
ামার মাথার ডাইনে ধর্।

আদিনাথ। আচ্ছা বাবা, মামার আজ মগজের মহিমেটা
েখে নি! (তথা করণ)

কালনেমি। মামাকে বাবা কিরে শালা! উহু, উহু, দুর্গন্ধে
াণ গেল, প্রাণ গেল! কাজের মাথাটাকে পাঁচ শালাতেই বিগ-
ালে! মামা কখন বাবা হয় রে শালা!

আদিনাথ। আর ভাগ্নে কোন্ হিসেবে শালা হয় মামা!

কালনেমি। বটে আমার বাপ রে—একটা কথার জবাব
য়েছিস্ বটে! সেই জন্যেই ত তোকে অত ভালবাসি। আচ্ছা
া, ঐ যে ঐটা ধ'র্লে, পড় দেখি একবার—একটু তফাৎ
কে বাবা!

আদিনাথ। সুপ্রসিদ্ধ কালনেমি রাক্ষসের মস্তিষ্কের মূল্য
া হিসাবে পনর শত স্বর্ণমুদ্রা।

কালনেমি। কি বল, অন্যায়? না অগ্রহণীয়?

আদিনাথ। অন্যায়—আরও অনেক বেশী হওয়া উচিত ছিল।

কালনেমি। ঐটে আমার কেমন রোগ বাছা, বরাই আমার
নাশ ক'রেচে! এ দরিদ্র দেশে দরিদ্রের জন্যই ঐরূপ ব্যবস্থা
়তে হ'য়েচে।

আদিনাথ। আহা হা—মামা আমার দয়ার সাগর!

কালনেমি। দেখ প্রকাশ ক'রো না, তাহ'লেই লোকে আমায় পেয়ে ব'সবে। খুব সাবধান! আচ্ছা, তারপর এইটে ওরই পার্শ্বে ধর আর পড়।

আদিনাথ। দৈনিকের মূল্য লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা! হাঁ, হাঁ. অতি অল্প. অতি অল্প! মামা, ফতুর হবে, ফতুর হবে, এমন মাথা এমন ভাবে দিবে?

কালনেমি। দেখ বাবা, দয়াতে দেশের কি উপকারই না ক'র্‌ছি! দেখে যাও বাবা! বেটা দাঁতগুলোও পরিষ্কার করে না— বাপ্‌রে বাপ—দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ল! সর, তারপর এইটা তারই পার্শ্বে ধর আর পড়।

আদিনাথ। দৈনিক হিসাবে এক মাসের মূল্য আঠাশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। মামা, মামা, আমার কান্না আস্‌চে! মামা গো, এমন মাথা এমন ভাবে খয়রাৎ ক'র্‌তে ব'স্‌লে মামা! এমন কাজ ক'রো না, ক'রো না মামা! তোমার মাথার দাম ঢের।

কালনেমি। দানে বলিকে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে হবে বাবা। একটা কীর্ত্তির ধ্বজা রাখ্‌বোই রাখ্‌ব। ধর, তারপর ধর আর পড়।

আদিনাথ। মাসের অধিক কালের মূল্য—রাজ্যসংক্রান্ত অংশের নিকি ব্যবস্থা! হায় হায়—মামা ক'র্‌লে কি, ক'র্‌লে কি! একবার ত রাবণ রাজার কাছে ঠ'কেচ! এত মাথা খাটিয়ে কি

া—সিকি রাজ্যের ব্যবস্থা হ'ল ! এ আবার কি ক'র্‌লে মামা, ংশ একটা খুলে লেখাই উচিত ছিল।

কালনেমি। বটে বাবা, একটু আপশোষ হয় বটে, কেন না ত মাথা-খাটুনীর দাম আরও একটু বেশী হওয়া উচিত ছিল। নে কর না কেন, এই যে বীরবাহুকে এবার সেনাপতি ক'রে মের যুদ্ধে পাঠান হ'ল, তার ত মূল আমি ! কে জান্‌ত বাবা— বণের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার এক বেটা আছে—মস্ত বীর ? মনে র, এই বারেই যুদ্ধে জয় ! শুনচি, সহস্তী বীরবাহু যে দিকে াক্রমণ ক'র্‌চে, সে দিকেই বানরসৈন্যেরা এক পলও তিষ্ঠতে ার্‌চে না। তখন তুমি মনে কর কি এবার রাম, লক্ষ্মণ আর সেই রপোড়াটা টিক্‌বে ? উহু, উহু—সর, সর—আমাদের দেশের লাকগুলো কি এত অপরিষ্কার !

আদিনাথ। নিশ্চয়, নিশ্চয় ! এই বারেই সাবাড় ! তাই ত লি মামা, এ মাথা কি আর যে সে !

গীত।

হায় হায় হায় মামা গো, এমন মাথা কার।
হাজার চাকা মাথায় ঘুরে কলখানা কি, (মামা) চমৎকার।
তোমার মাথার এমনি কারখানা, (মামা গো) এঁদে পুকুর হয়গো দীঘি,
টুটে যায় টোকাপানা, তোমার মাথায় এমনি ঘুরণ প্যাঁচ,
একবার পড়্‌লে হাতের প্যাঁচ, দুনিয়াটাকে বাঁদর নাচাও ক'রে জানোয়ার,
জামাই আবার দেয় পাহরা. (মামা গো) [illegible]

কালনেমি। না বাবা, কিছু অর্থ চাই, চিরদিনই "হা হা" ক'রে দিন গেল! এখন একটু বুঝে চ'ল্‌তে হবে, তাই এই একটা মতলব ক'রেচি! এইগুলো বেশ ক'রে আমার মাথা বেঁধে দাও! লোকে জানুক, আর আমার কাছে পয়সা নিয়ে পিপীলিকা শ্রেণীবৎ ছুটুক্। বাবা, এ হুজুগে দেশে একটা নূতন কিছু না ক'র্‌লে পয়সাও হয় না আর নামও হয় না। সত্যি কথা ব'ল্‌তে গেলে এটা সার্ব্বজনীন অভিমত যে, মাথার দামই বেশী এই যে প্রিয়ম্বদা প্রেয়সী—প্রাণাপেক্ষা গরীয়সী—প্রিয়া-প্রাণ প্রিয়তমে—

সুসজ্জিতা কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। নিসর্গের সুন্দর ভাবা হ'ল না, যদিও প্রাণটার ভাব আছে, কিন্তু উচ্চাঙ্গের কল্পনাবিরহিত মাদ্ধাতার বাক্ বিন্যাসে আন্তরীণ ভাবকে এত আবর্জ্জিত রেখেচে যে উৎকৃষ্ট প্রে দূরবীক্ষণেও তা দেখা যায় না। হে প্রাণের রেশমীর ন্যায় মোলায়ে পদার্থ! একটী অভিনব সংবাদ দানে এই বিশ্ববিশ্রুত সুন্দর সমাগত। অদ্য প্রাভাতিক নবীন সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, রাজশ্রে রাবণের উপনন্দন মহাবীর বীরবাহুর আকস্মিক মৃত্যু!

কালনেমি। ম'রেচে, একেবারে ম'রেচে, প্রতি মুহূর্ত্ত অসম্ভব বলে সূচিত হ'চ্চে! সমাদৃত আগ্রহান্বিত পুষ্প বৃন্তচ্যুত মাথার হিমতৈলের ব্যবস্থা কর! বিশ্রী, জগৎ! বিশ্রী ভগবান!

কালিন্দী। মৃত্যু তার হ'তে পার্‌তো না, তবে তাঁর পালি বন্য হাতীটা—যেটায় তিনি আরূঢ় হ'য়ে—মহিমাদৃপ্ত বিক্রমে র

ন্ত্রে অরি-শক্তি হ্রাস ক'র্‌ছিলেন, সেটার মূর্খতায় আর অসাব-
নতায় হৃদয়হীন রামের হস্তে সে নিহত হওয়ায় এই পরিতাপ
আমাদের হৃৎপিণ্ডের সমস্ত শোণিতটা যেন মহোল্লাসে নিঃশেষে
শোষণ ক'র্‌চে!

কালনেমি। বিশ্রী জগৎ, বিশ্রী ভগবান!

আদিনাথ। মামা, মামা, ভেবো না, ভেবো না, মামা, মাথা
চালাও, মাথা চালাও, মাথার জোরে সে বাঁচ্‌বে, নিশ্চয় বাঁচ্‌বে!
ইত সেবার রামালথা, শত্রু দুটো একেবারে ম'রে একেবারে
বেঁচ্‌লো! সেত মাথার জোরে মামা!

কালিন্দী। দেখ দেখ, আরাম্ পুরুষ! আমার সবিনয় অনু-
রোধ, যদি পার, তাহ'লে আমি তোমার সম্মানের অর্ঘ্য সাজিয়ে
একবার নৃত্য ক'র্‌তে পারি।

আদিনাথ। কেমন মামি, তাহ'লে একবার মামী-ভাগ্‌নের
নৃত্য করি? হারি—পারি একবার দেখ মামা, তাহ'লে আমি
একবার মামীকে নিয়ে নৃত্য করি! কেমন মামি, একবার নৃত্য
করি!

কালনেমি। দেখ্ এঁদো, পাগ্‌লামি ক'রিস্ না, সরে দাঁড়া!
টার গায়ে ছুঁচোর গন্ধ! কালিন্দি! ব'লে কি, বীরবাহু ম'রেচে?
ন্তু ম'রবার ত কথা নয়, কিছুতেই ম'র্‌তে পারে না! আমি
ই চিন্তা ক'রেই এবার বীরবাহুকে সেনাপতি করিয়েছিলুম!
র ছাই, বিশ্রী জগৎ—বিশ্রী ভগবান! ধীর স্থির অটল অচল
বেবন্যায় পাষাণ-স্তূপ সব ক্ষণেক ভাসিয়ে নিয়ে যায়!

কালিন্দী। চেষ্টা ক'রতে হবে—যত্ন—উদ্যম—কর, তবে প্রকৃতি-বিরুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হবে! ভেব'না গুণধর! চল, একটু বেড়িয়ে আসি, মস্তিষ্কের প্রখরতা বৃদ্ধি পাবে।

কালনেমি। ধন্যবাদ কালিন্দি! তোমার মত রমণী-রত্ন লাভেই কালনেমির নাম-গৌরব! (হস্ত ধারণ) কিন্তু বিশ্রী জগৎ—বিশ্রী ভগবান। (উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

আদিনাথ। মামি, মামি, সেই নৃত্যের কথা মনে রেখো বাবা! তাহ'লে বড় নৃত্যই হয়!

ও বাবা ওটা কিরে—বাহির করিয়া দন্ত,
ঠিক যেন সেই ঘরপোড়া হনুমন্ত!

ও মামি,পালিয়ে এস মামি! পালিয়ে এস, ও মামা,ঐ সেই বটে— দন্ত কিড়িমিড়ি—ননদী শাশুড়ী সম—হায় হায় বধূরে খেদায়! পালিয়ে এস মামা, পালিয়ে এস! সানুচর মামীকে এ বয়সে কাঁদাওনা মামা, কাঁদাও না!

গবাক্ষের প্রবেশ।

কালনেমি। কি দুর্গন্ধ! উহু, কি দুর্গন্ধ আসচে! ওরে বানর! কে তুই? উঃ, কি বটকা গন্ধ!

কালিন্দী। অহো-হো অসহনীয় প্রখর বিষ, দুর্গন্ধে সংযম ও ধৈর্য্যের সম্পূর্ণ অভাব সংঘটন করাচ্ছে। ওগো, আমায় ধর, ধর! ওগো—হেমলতিকা আমি, পারি কি আতপ সহিতে?

(মূর্চ্ছা)

কালনেমি। হাঁ, হাঁ, কি হ'ল, কি হ'ল। ধর, ধর (ধারণ) ।দিনাথ! তোমার মাতুলানীর শুশ্রূষা কর! শীতল সলিল কেপ কর, চন্দন-দারুনির্ম্মিত ব্যজনী ব্যজন কর। ওরে বানর, র্বনাশ ক'র্‌লি?

আদিনাথ। ওরে বানর! সর্ব্বনাশ ক'র্‌লি? ক'র্‌লি কি র্‌লি কি? যা,যা, সরে যা, দূরে যা, নিকটে সুরভিপূর্ণ সরোবরে গে স্নান ক'রে আয়,গায়ের বোট্‌কা গন্ধ ঘুচুক, তার পর কথা! মি, মামিগো, এ কি হ'ল গো, কনক বরণ কালিমা ঢাকিল— নর-নিশ্বাস বিষে, কি আছে ঔষধ, এ বিষ টুটিবে—জীবন পায় কিসে? হায়—হায়—মামি, মামি—নৃত্যা যে আর হবে গো মামি!

কালনেমি। আরে বানর! এখনও দূরে যাচ্চিস্ না, তোর প্রাণের মমতা নাই?

গবাক্ষ। না।

কালনেমি। কে তুই?

গবাক্ষ। বানর।

কালনেমি। তুই কার আদেশে এই উদ্যানমধ্যে প্রবেশ 'রেচিস্?

গবাক্ষ। প্রবৃত্তির আদেশে।

কালনেমি। উদ্দেশ্য?

আদিনাথ। উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য মামীকে নিকেশ, আর মামার তি যেব।

কালনেমি। ইহাই সত্য ?

গবাক্ষ। সত্য মিথ্যা প্রভু অবগত।

কালনেমি। কে তোর প্রভু ?

গবাক্ষ। জগতের যিনি প্রভু।

কালনেমি। অসভ্য বানর, কথা কহিতেও ঘৃণা হ'চ্ছে, বিশ্ব-প্রভু কে, তা কি তুই জানিস্ ?

গবাক্ষ। কেন জান্‌ব না, আর বিশ্বের কোন্ কীটাণুই বা তা না জানে ?

কালনেমি। এত গর্ব্ব, বানর হ'য়ে এত গর্ব্ব ! আমার বোধ হয়, তুই সেই পত্নীরক্ষণে অপটু স্ত্রীবাধম রামের অনুচর ?

গবাক্ষ। বোধ হয় নয়, নিশ্চয়। তবে প্রভু শ্রীরামের বিশেষণ গুলিতে তুই ভ্রান্ত !

কালনেমি। কে কোথায়, বানরকে বন্দী কর।

আদিনাথ। বন্দী কর, বন্দী কর ! মামী উঠে পড়, উঠে পড়, বানর ধরা প ড়েচে ! এবার বেটাকে গোলাপ জলে ধুইয়ে দুই এক টোসা সুরভি মাখিয়ে গায়ের বোট্‌কা গন্ধ সারিয়ে তুমি জুটো লাথি মার।

কালিন্দী। অজ্ঞাত রহস্যময় বানরের উক্তিতে তেজস্বিতার জলন্ত ধাতুপিণ্ড বিজড়িত ! তথাপি জাতিতে বানর, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, অনার্য্য,এর সহিত বাক্যালাপ রাক্ষসজাতির কলঙ্ক ! আদিনাথ — না, না, আমি ওকে স্পর্শ ক'র্‌ব না। ওকে নিজসকাশে দূরে থাকতে বল, আমি গৃহে গমন করি।

আদিনাথ। হুঁ, মামী যে বড় ঘরের মেয়ে, একটা বানরের কথা কইবেন! আরে ছ্যাঃ—তা কি হয়! চল মামি, মন্থর ণ, স্বকীয় শরণে, জীবনে মরণে আমি রব দাস—বাস!

গবাক্ষ। কৈ, বন্দী ক'র্‌তে ত কেউ এল না! আস্‌তে বল, আস্‌বে আসুক, অসভ্য ঘৃণিত বানর—তোদের সভ্য জাতিকে বান ক'র্‌চে!

কালনেমি। উঃ, কর্ণ বধির ক'র্‌লে! কি অসভ্য চীৎকার!

গবাক্ষ। চীৎকারও অসভ্য! বলি ওরে সভ্য রাক্ষস! এই কারই তোদের পতনের মূল! এই অহঙ্কারে জীবমাত্রই ভ্রষ্ট হ'য়ে নরকের পূতিময় স্থান লাভ করে। ভগবৎসৃষ্ট জীবের ত এত ঘৃণা, এত নাসা-কুঞ্চন! আমাদের গাত্রগন্ধে বিরক্তি, ্যালাপে কলঙ্ককীর্ত্তি, যেন স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহণ ক'রে সভ্য রক্ষ-কে প্রচণ্ডভাবে বেত্রাঘাত ক'র্‌চে। বলি সভ্য মহাশয়! াদের এই অযত্নরক্ষিত দেহের প্রতি এত ঘৃণা কেন? আমরা তি-আহৃত বন্যজাত ফলমূলে এবং প্রকৃতির স্তন্যরূপা নির্ঝরের পুষ্ট! সাক্ষাৎ দেবতারূপী ঋষিগণের পুণ্য-আশ্রম তপোবনের ধ্যে পাপ হলাহলশূন্য নির্জ্জন কাননে স্বার্থ-প্রতারণার অতি- অম্বরচুম্বিত তরুশাখায় বাস করি। সেখানে জীবহত্যা দ্বেষ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, চৌর্য্য, লাম্পট্য, আর্ত্তপীড়া ভ্যজাতির চিরজুগুপ্সিত এবং সাধুজনবিগর্হিত কল্মষরাশি করা দূরে থাক্—প্রবেশাধিকারেরও উপায় নাই! অসভ্য রা বৈদিক যুগের শ্রেষ্ঠ দীক্ষা সারা জীবন ত্যাগ-ভক্তির মন্ত্র

জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে প্রকৃতিরই কোলে ইন্দ্রিয়-সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে জড়দেহের অবসান করি। পশু-বলে রাষ্ট্র জয় বা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ রণহিংসার চেষ্টা কল্পনাতেও আনি নাই। রাক্ষস! ব'ল্‌তে লজ্জা হয় না, পরস্ত্রীহরণ, নিজসুখ-অন্বেষণ, দয়াদাক্ষিণ্য বিসর্জ্জন, এই কি সভ্যতা! রজোশক্তির মৃগতৃষ্ণিকায় মুক্ত বিলাসিতার পথে যাদের গতি বিশৃঙ্খলিত, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ধনলালসার উদ্দাম স্রোতে যাদের প্রাণ অহর্নিশ তরল বিকল চঞ্চল, নিজ ভোগস্পৃহা চরিতার্থের জন্য যাদের নিষ্ঠুর হৃদয়ে করুণার ক্ষুদ্র অশ্রুও বহে না, অতিবড় স্নেহভাজন সমব্যথী জীবের জীবনেও যে সর্ব্বভুক্‌গণের মায়া-মমতার আকর্ষণ বা আগ্রহ প্রকাশিত হয় না বরং হননে অতুল আনন্দ অনুভব করে, বলি তারাই কি সভ্য! ধিক্ সভ্য, ধিক্ তোদের সভ্যতাকে? কি বল্‌ব, প্রভু রামচন্দ্রের নিষেধ অপৌরুষ প্রকাশে, নৈলে রে সভ্য! তোর সহিত তোর সভ্যতাকে আমি এই মুহূর্ত্তে এক চপটাঘাতে মৃত্যুপুরীতে নিয়ে যেতাম।

আদিনাথ। ওগো মামা গো, ওগো বাবা গো। বানরে কামড়ালে গো! ঐ সেই দস্যু কিড়িমিড়ি! (ভয়ে লুকায়িত হওন)

কালনেমি। রে বানর! এইবার তোর মৃত্যু আসন্ন! (তরবারি নিষ্কাষণ)

গবাক্ষ। (ত্বরিতে তরবারি বলপূর্ব্বক গ্রহণ) মৃত্যুর মৃত্যুপতি রঘুপতি শ্রীরাম-দাসেরা ঐ মৃত্যুর কথাটী জানে না! এখন রাক্ষস, কি চাস্?

আদিনাথ। মামা; মামা, বল, বল ঐ তরবারিটা চাই, আর আপনা আপনি দন্তটা বুজিয়ে মরে যা' এইটে চাই।

কালনেমি। আচ্ছা, এর প্রতিফল এই মুহূর্ত্তে দান কর্‌চি; কালিন্দি!

[প্রস্থান।

কালিন্দী। মূর্খ বানরকে কিছুদিন গ্রন্থ অধ্যয়ন করান উচিত চনা করি, কেননা, অধম অশিক্ষিত!

[প্রস্থান।

আদিনাথ। নিশ্চয় নিশ্চয়, মাখি, তুমি বানরটাকে কিছুদিন হু রেখে পড়াও। তার পর মামা এই সব অশিক্ষিতকে জব্দ র জন্য কিছুদিন মাথা ঘামাক! এই মুখ্যু বানরগুলো বড় ভিক জানোয়ার মাখি, ওদিগে কিছু লেখাপড়া না শেখালে আস্‌বে না। মামার কি সাহস বাবা, এই অসভ্য বানরের ন দাঁড়িয়ে কথা কয়! বাছা বানর, তুমি লক্ষীটা হ'য়ে এই ন বসে সুবোধ ছেলের মত কলা চোষ, আর আমরা মামাকে ততক্ষণ তোমায় জব্দ করবার ফিকির দেখিগে। কেমন মামা! কি না হয় বল? কি অসভ্য জানোয়ার, আমাদের সঙ্গে কয়!

দ্রুতপদে দুর্ম্মুখের প্রবেশ।

র্মুখ। গবাক্ষ! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে! প্রভুর আজ্ঞা স্মরণ বীরবর! বীরবাহুর জড়দেহ চিতামধ্যে উত্থিত হ'লেই

আমাদের প্রত্যাবৃত্ত হ'তে হবে! সে সময় উত্তীর্ণপ্রায়! ঐ দে
বীর বীরবাহুর নশ্বর জড়দেহ ধূ ধূ জ্বল্‌ছে!

গবাক্ষ। বটে! আমি রক্ষদিগের আচার ব্যবহার দর্শনে
জন্য নগরে প্রবেশ ক'রেছিলাম! একটা রক্ষ আমায় দেখ্‌ে
পেয়ে হত্যা কর্‌তে তরবারি উত্তোলন ক'রেছিল, তাই আ
তার তরবারি বলপূর্ব্বক গ্রহণ ক'রেচি, এখন চল, এই তরবা
প্রভুর পদে উপঢৌকন দিইগে!

[উভয়ের প্রস্থান

আদিনাথ। হাঁ হাঁ, তলোয়ার নিয়ে পালাল, মামা, মা
হেতের নিয়ে পালায়!

[প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[সমুদ্র-তীর]

সমুদ্রস্নাত রাবণ, মন্দোদরী, ও কতিপয় রক্ষের প্রবেশ।

রক্ষগণ

গীত।

নিভিল নিভিল চিতা—মরম-অনল নিভিল না।
শীতল সমুদ্রজল (শোকজ্বালা) নিভাইতে পারিল না।

স্বরগের মহাবীর মরতে খেলিতে এল,
শুধু বীর বীরবাহু নামটী রাখিয়ে গেল,
স্মৃতির মন্দির তার, অন্তরল সুধা-ধার,
চির তৃপ্তি সে-পূজার, তাই পূজা নিতে রহিল না।

[প্রস্থান।

রাবণ। থাক্‌ত,থাক্‌ত, সে পিতৃবৎসল—সুপুত্র পিতার নিমিত্ত ক'রত! কেবল ঘৃণায় উদাসীন হ'য়ে আত্মদেহ বিসর্জ্জন না একটী শুভ্র ধ্রুবতারার মত স্মৃতির দীপ্তি রেখে সংসার হ'তে গেছে! নর-বানরের সহ সে হেন স্বর্গজয়ী বীরকে সম্মুখ যুদ্ধ তে হ'য়েচে! আমার আদেশে কেবলমাত্র পিতৃঋণ পরিশোধের সে এ হেন ঘৃণ্য কার্য্যে লিপ্ত হ'য়েছিল! শুনেছি—মূর্ত্তিমান াপম বীরেন্দ্র বীরবাহু পুত্র আমার রণে জয়ী হ'য়েও—স্বেচ্ছায় শোকচিত্র অঙ্কন ক'রেচে! ক'রেছেও উত্তম, পুত্র, পুত্রের ক'রেচে! বৈরি-প্রতিহিংসানলে আহুতি ঢেলে গেছে! নীরবে—মৌনে—তার অব্যক্ত ভাষায় অব্যক্ত সুন্দর স্তব— শুন্‌তে পাই নাই,এখন সেই শুভ্র মল্লিকাফুল—তার সৌরভের ছন্দে লয়ে তানে বৈজয়ন্তী-ভাষার মধুর সুন্দর গান কর্‌ছে! গীতের কাব্যাংশ আরও সুন্দর! মাদকতায় পূর্ণ! নব র কিশোর সৌন্দর্য্যের মত উন্মাদকর—আবেগময়— াবুক!

মন্দোদরী। কেন অধীর হচ্চ! সংযমই জীবের ভূষণ! তুমি াবা, সব জান, মন্দোদরী—তোমারই শিক্ষায় শিক্ষিত! তবে

শিক্ষা-দীক্ষা গুরু! তুমি—ধৈর্য্যহারা হ'লে—সংসার পিচ্ছিল প
আমরা কিরূপে পদচারণা করব! একে স্ত্রীলোকের প্রাণ—শি
মত কোমল, তাতে পুত্রবতী জননী—করুণাময়ী, সুতরাং সে ক
সহজে দুর্ব্বলা, এতদবস্থায় তুমি চপল-চিত্ত হ'লে—তোম
সংযমতা বিকল হ'লে—তুমি মোহময়ী নারীর হৃদয় বক্ষে জ্ঞা
রশ্মি বিকীর্ণ না করলে—আমাদের আশ্রয়, আমাদের রক্ষ
আমাদের চালক কে হবে নাথ!

রাবণ। সব সত্য, সব ধ্রুব, মন্দোদরি! তোমার বাক্যে
এক একটী অমর বর্ণ উজ্জ্বল তড়িতের মত,—বেশ—সুন্দর স
বুঝতে পারচি! কিন্তু ভাবচি—নিষ্ঠুর ঈশ্বর, ক্ষুদ্র তৃণ সৃষ্টি
তার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়নি, যত নিষ্ঠুরতা তার বৃহৎ বটের সৃ
ক'রে পুনরায় তাকে ঝঞ্ঝাবাত্যায় তৃণটীর সহিত মিশিয়ে দেও
হ'য়েচে! সত্য কি না বল মন্দোদরি! আজ ক্ষুদ্র নর—বিপু
শক্তিমান রক্ষগণের প্রতিদ্বন্দ্বী! রক্ষকুল নরহস্তে ধ্বস্ত। বা
বিজয়ী স্বর্গজয়ী জাতি—আজ কি না—নরের আশঙ্কায়—প্রতি
হিংসায় কুণ্ঠা বোধ করচে!

মন্দোদরী। এই পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির লীলা! এই লী
কালবিজয়িনী এবং অদৃষ্ট লক্ষ্মী এই লীলা-কমল-নিবাসি
সুতরাং অম্বুদকোলে চঞ্চলা চপলার মত, তরঙ্গের প্রতিবি
মত, শিশুর রক্তিমাভ অধরের হাসির মত, সে এই দেখা দিয়ে—এ
ভবিষ্যৎ যবনিকার অঙ্কে গা ঢাকা দিচ্চে। ছদ্মবেশিনী আ
পরিচয় প্রদানে অবিচ্ছিন্ন শঙ্কিতা! তখন এই নিত্য সংযো

[...]াগের আবির্ভাব বিশ্বগাথের জীব তার বিভীষিকায় ভীত ব্যস্ত কেন ?

রাবণ। ইহাও প্রকৃতির ধর্ম্ম দেবি ! এই অস্থিরতাই সেই [সংযোগ]-বিয়োগের ব্যবধান ! এই যে আমি রাবণ—অতি ভয়ঙ্কর ! [...]নাম শুন্‌লেই মাতৃক্রোড়স্থ শিশুরা পর্য্যন্ত আতঙ্কে শিহরে উঠে, [...]সৃষ্টি কেন, ঐ সংযোগ-বিয়োগের ব্যবধানের জন্য ? পদ্মে মৃণাল [...] ঐ সংযোগ-বিয়োগের ব্যবধানের জন্য, তুষারকণা আর বাড়-[...] উভয়ের পার্থক্য কেন, ঐ সংযোগ-বিয়োগের ব্যবধানের জন্য ! [...]নে সৃষ্টি সেখানে ধ্বংস আছে ! স্থূলে বিশ্ব, সূক্ষ্মে, হিরণ্যগর্ভ, [...]ণে পরব্রহ্ম ! সব এক, তথাপি ঐ সংযোগ-বিয়োগের ব্যব-[ধানে]র জন্য সব পৃথক পৃথক ! জীবের বিভীষিকাও তাই, হর্ষের [...] তার ব্যবধান ! এখানে বৎস বীরবাহুর সহিত হর্ষ তিরোহিত [...]ছে—দুঃখ তাই বিভীষিকা আন্‌চে !

[ম]ন্দোদরী। তার কি সহজে প্রতিবিধান হয় না !

[র]াবণ। সহজে প্রতিবিধান সাহসতেজোহীন দুর্ব্বলের, [...]াশালী বলীর সহজে প্রতিবিধান হয় না।

[ম]ন্দোদরী। কারণ।

[র]াবণ। কারণ, কার্য্যে সে হীনতা প্রকাশ ক'র্‌তে পারে না, [...]ক্ষত শক্তি ক্ষত না হ'লে কেন সে হীনতা প্রকাশ ক'র্‌বে ? [প্রকৃ]তির নীতি এই !

[ম]ন্দোদরী। তা'হ'লে—

[র]াবণ। তা'হ'লে—বর্ত্তমান ক্ষুদ্র নহ মন্দোদরি, অসীম শক্তি

যাতে যা হ'লে—আমার ভূধরের মত পুত্রহন্তার প্রতিহিংসাগি স্তূপ এই অনন্ত সমুদ্রের জলে নির্ব্বাণ হ'তে পার্‌বে না, বিদ্ দর্পির মত তীব্র বিস্ফুরিত পুত্রবিয়োগবেদনার প্রখর, আ বিস্মৃতির শান্ত-কোমল অঙ্কে নিদ্রাগত হবে না, সেই তপস্যা স্নিগ্ধ ছায়ায় ব'সে আজীবন কঠোর সাধনা ক'র্‌বো। আ আবার এই পুত্রশোক-জ্বালার উত্তপ্ত মরুভূমি মধ্যে পিপাসি পথিক আমি, বজ্রকণ্ঠে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের জীবকে আহ্বান ক'রে ব'ল্‌ছি—রাবণের প্রতিজ্ঞা শোন, আমার পুত্রহন্তাকে আমি ক্ষ ক'র্‌ব না! নিশ্চয়ই তার উচ্ছেদ সাধন ক'র্‌ব। রাবণে অস্তিত্বের রেণু যতদিন এই স্বর্ণময়ী লঙ্কার ধূলি-সংমিশ্রিত থাক্‌ে ততদিন—শোন, জল-স্থল-অন্তরীক্ষবাসী অমর, জীব, শুনে রেখ রাবণের প্রতিজ্ঞা—ততদিন চৈতন্যাবস্থায় সুন্দর স্বাস্থ্যে অব গতিতে সর্ব্বত্র বিচরণ ক'র্‌বে—অজেয় কালেরও এমন সাম থাক্‌বে না যে, তার বিদ্যাগতিরুদ্ধ ক'র্‌তে পারে। যাও পু হন্তা নীচাশয় শত্রু, চ'লে যাও, মাভৈ, বাধা দোব না, আমি স অন্তহীন ত্রি'লোক্য জগতের অনন্ত পন্থা উন্মুক্ত ক'রে দিচ্ছি মুক্তপ্রাণে অসংকীর্ণ হৃদয়ে চ'লে যাও, জীব-কল্পনার বহির্ভূ অনন্ত গ্রহোপগ্রহ পরিবেষ্টিত, কত অসংখ্য ভূমণ্ডল,কত গণনাতী সৌররাজ্য, কত চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক মহাশূন্যে ভ্রমণ ক'র্‌ তোমার যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দচিত্তে চ'লে যাও, আমার পরাক্র দর্শন কর! দুর্ব্বৃত্ত রাম! জান না—এই বিষধর অজগর কি ভয়ঙ্কর! এর অগ্নি-উদ্‌গারী নিঃশ্বাস কত দহনকারী কত গ

! কিছুতেই তোমার পরিত্রাণ নাই! রাবণের পুত্রহন্তার অব্যা- ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-ইন্দ্র-রুদ্র-বরুণ ও অশ্বিনীযুগল কেহই দান তে পারবে না! জলে, স্থলে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহে, উপগ্রহে, াশে, বাতাসে, বজ্রে, বিদ্যুতে, বিলাস-শয্যায়, রণ-প্রাঙ্গণে, ! তুমি যেখানে উপস্থিত হবে, সেইখানে এই ভুজঙ্গের তপ্ত াস ধ্বংসাস্ত্রে পরিণত হ'য়ে তোমার বিনাশ-সাধন ক'রবে! পুত্রহন্তা ক্ষুদ্রনর! তুমি আমার পুত্র সংহার ক'রে এখনও ত, আর আমি রাবণ ত্রিলোকজয়ী রাবণ! তোমার প্রতিহিংস র উদাসীন! ধন্য তুচ্ছ ক্ষুদ্র খদ্যোতালোক! ধিক্ বিশ্বপ্রকাশক ারি অবাসকাস ভাস্কর-প্রভা!

মন্দোদরী। উড়ুম্বর পুষ্পের ন্যায় সবই অসম্ভব, সত্য, তা প্রভু, আত্ম-মর্য্যাদা নষ্ট ক'রবে কেন! এই সমুদ্রসৈকতে ক বেলাভূমিমধ্যে সাধারণের চক্ষের সম্মুখে এরূপ অধীরতা শ তোমার পক্ষে কি শোভনীয়? চল, দুর্নিবার নিয়তিচক্রের র্ষণে পৃষ্ট হ'য়ে যে অবস্থার আসনে সমাসীন হই, তার অধীন গ চল! এই কি স্থির নয় নাথ! জীব-জীবনের ইতিহাসের সুখদুঃখ দুইটী বর্ণে মুদ্রিত।

রাবণ। মন্দোদরি! এই নীলিমময় অনন্ত বিস্তৃত জলরাশি- রঞ্জিত মহাসমুদ্রের বিরাট চিত্র দেখ্‌চ কি?

মন্দোদরী। দেখ্‌চি!

রাবণ। কি দেখচ?

মন্দোদরী। তরঙ্গচঞ্চল নির্ম্মল সুনীল জলরাশিই দেখছি,

অনন্ত বক্ষে যেন অনন্তের মহামহিমা মিশিয়ে র'য়েচে! প্রকৃতি এই যেন বৈরাগ্যবেশ।

রাবণ। ঊর্দ্ধে কি দেখ্‌চ?

মন্দোদরী। এই মহাসিন্ধুরই মত অনন্ত মহামহিমান্বিত অনন্ত বিস্তৃত শূন্য মহাকাশ!

রাবণ। এখন দেখ, তারি মধ্যে তুমি—আমি—কত ক্ষুদ্র অনন্তের কত ক্ষুদ্র রেণু-অণু! আবার ইচ্ছা ক'র্‌লেই এই রেণু-অণু আমরা ঐ অনন্তের সহিত মিশে যেতে পারি, তখন এই ক্ষুদ্র রেণু-অণুই অনন্ত হ'য়ে যাবে! ক্ষুদ্র. অণু-রেণু ব'লে আর কোন পৃথক অস্তিত্ব থাক্‌বে না।

মন্দোদরী। সত্য।

রাবণ। সত্য হ'লেও—আমাদের ধারণা-বুদ্ধি এ সত্যের সম্মান রক্ষা ক'র্‌তে চায় না; চপলার মত এই সত্য সম্মুখে এসেই দ্রুতগামী মোহ-মেঘের মধ্যে আপনাকে যেন ঢাকা দিয়ে দেয়! তখন আমরা অন্ধাবস্থার গাঢ় তমসায় আত্মহারা হ'য়ে থাকি! কে আমি আপনারই অদৃশ্য হ'য়ে পড়ি। আপনাকে আপনি চিন্তে না পেরে দিগন্তের কূলহীন মহাপারাবারে ঝাঁপ দিই! পরক্ষণেই সে পারাবারের সফেন উত্তাল তরঙ্গে একবার ডুবি—একবার ভাসি; তখন কূলের প্রতি আর লক্ষ্য থাকে না! এখন বল দেখি বিদুষি! আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সেইরূপ কি না?

শোকার্ত্তা উন্মাদিনী চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। তোমার কিসের অবস্থা বর্ত্তমান রাজা! অবে

মি, জগদেকখ্যাতনামা মহাবীর তুমি, তোমার আবার কি অবস্থা
জা!

রাবণ। কে তুমি, কে তুমি উন্মাদিনী!

মন্দোদরী। ভগিনি! ভগিনি চিত্রাঙ্গদা! এস, এস দিদি,
বিয়োগের সান্ধ্য ছায়ায়—এই দুঃখকালিমার অন্ধকারময়
র্ভ আজ সকলে মিলে মিশে যাই, নয় ঐ নীলিমময় মহা-
র গর্জ্জিত বিশালবক্ষের অতল তলে নিমজ্জিত হই! ভগিনি,
নি, কি মুখ ল'য়ে—কি গৌরবের উপঢৌকন ল'য়ে
জ তোমার নিকট দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা কইব,তা যে বুঝে
তে পার্‌চি না! হা বৎস বীরবাহু! (রোদন)

রাবণ। অহো চিত্রাঙ্গদা—সব স্বপ্নের মত অনুভূতি আস্‌ছে!

চিত্রাঙ্গদা। স্বপ্নই ত,কে ব'ল্লে স্বপ্ন নয়? স্বপ্নে তোমার সঙ্গে
ার মিলন হ'য়েছিল, স্বপ্নের সুখ-স্বপনে এক মহানন্দের দিনে
র মত আমাদের পুত্র হ'য়েছিল! স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে সে আমার
র কোলে লালিত, পালিত, বর্দ্ধিত হয়েছিল; স্বপ্নের মমতায়
র প্রতিমাগড়া সেই স্বপ্নের জননীমূর্ত্তি আমি, স্বপনে
ন তাকে ভালবেসেছিলুম! সে আমার স্বপনের মত
াস্‌তো! আমারও স্বপনের মত স্নেহ, তারও—স্বপনের
াতৃভক্তি! তুমিও তার স্বপনের পিতা, সেও তোমার
নের পুত্র! এত স্বপ্নময়ী কথা, একটাও ভুলি নাই রাজা!
বৈকি—এ জগতের সব স্বপ্ন! তুমি স্বপ্ন, আমি স্বপ্ন, বিরাট-
ও স্বপ্ন! এত স্বপ্নে বায় একে স্বপ্ন না ভাবে—তাদের

গতি নাই! সে পতিতের উদ্ধার নাই! তাহলে তার ঘুম ভেঙ্গে গেছে রাজা! তোমার কি ঘুম ভেঙ্গেছে? তাই স্বপ্ন ব'লে ব'ল্‌ছ!

রাবণ। চিত্রাঙ্গদা, চিত্রাঙ্গদা, ক্ষমা কর, মার্জ্জনা কর!

চিত্রাঙ্গদা। ক'র্‌লুম, আমরা গন্ধর্ব্ব-বালা, মর্ত্ত্যবালার মত কুটিলা নই। রাজা তুমি—মাননীয়—বরণীয়—সম্মানীয়, তোমার সহস্র অপরাধ মার্জ্জনীয়, ক্ষমা চাও, ক্ষমা নাও। বল, আর কি কিছু চাই? চাও, পাবে, অযাচিতভাবে দান ক'রে চলে যাব কিন্তু ঘুম ভেঙ্গেছে কি না বল?

রাবণ। চারুচিত্রে! এ ঘুম ভাঙ্‌বার নয়—অনন্ত অনন্তযুগ—অনাদি অনাদিকাল—এই নিদ্রায় সমগ্র বিশ্বচরাচর নিদ্রিত!

চিত্রাঙ্গদা। নিদ্রাবস্থায়ইত স্বপ্ন, তবে স্বপ্নের কথা না বল কেন? যদি জাগ্রত তুমি, তবে স্বপ্নের কথা তুলে ভ্রান্তির জড়তায় নিস্পন্দ হ'তে চাও কেন? তুমি আমি স্বপ্নের নয়, তোমার স্নেহ-পল্লবৃত প্রাণের শাবক বীরবাহু স্বপ্নের নয়, তোমার আশ্রিত রক্ষকুল, তোমার সাধের স্বর্ণময়ী লঙ্কা স্বপ্নের নয়, যে তোমার প্রাণে প্রাণে জড়িত, প্রাণীর মেরুদণ্ডের মত সং[illegible] দেহভার সে মাথায় নিয়ে আছে! তাকে স্বপ্ন ব'ল্‌তে পার না। যদি বল, সে তোমার সংকীর্ণতা, সে তোমার দুর্ব্বলতা! তোমার অধীরতা!

রাবণ। যথার্থই চিত্রাঙ্গদা, তোমার নিকট অপরাধী রা. এখন প্রকৃতই তিরস্কারের পাত্র।

চিত্রাঙ্গদা। প্রভু, স্বামিন্! এখনও তুমি চিত্রাঙ্গদা

রস্কারের পাত্র হও নি, কিন্তু একটু বিপথগামী হ'লেই তুমি, ত্র চিত্রাঙ্গদার কেন—পৃথিবীর প্রত্যেকের নিকট তুমি তিরস্কার-পার সামগ্রী হবে। এখনও তোমার কর্ত্তব্য পদদলিত হয় নি, এখন মি কর্ত্তব্যের গণ্ডী অতিক্রম কর নি! কিন্তু সাবধান রাজা—বধান—রাণি, সাবধান!

মন্দোদরী। ভগিনি! তোমার বাক্যের ভাব—আমি ছুই হৃদয়ঙ্গম ক'র্‌তে পার্‌চি না!

চিত্রাঙ্গদা। বুঝ্‌তে পার্‌চ না! মহাবীর লঙ্কেশ্বরের সহধর্ম্মিণী স্ত্রী তুমি, দানব-নন্দিনী তুমি, অতি বুদ্ধিমতী বিদুষী তুমি, তুমি ঝ্‌তে পার নি,তবে বুঝেও কাজ নি! অহো হো—সেই জন্য রাজার াজ এ হেন দুরবস্থা! তাই রাজা শোকের অধীনে জর্জ্জরিত াপাপীর মত একটা মহাভার মাথায় ক'রে আছে—রাজা, চলে , যদি মান চাও—সম্ভ্রম চাও—আত্মমর্য্যাদা চাও, তবে দুর্ব্বলতার ত্যাগ কর! যদি না ত্যাগ ক'র্‌তে পার, তাহ'লে সভাসভাই আজ চিত্রাঙ্গদার তিরস্কারের পাত্র! চিত্রাঙ্গদার পুত্রবিয়োগের না যাতনা, তার অভিমান তার চেয়ে শতসহস্র বৃশ্চিক নের যন্ত্রণা হ'তেও যন্ত্রণাদায়ক!

রাবণ। তবে চল, চল প্রিয়ে! কোথায় নিয়ে কোন্ সভা-রাজ্যের রাজসিংহাসনে ব'সে কি ক'র্‌তে হবে, তাই গে চল।

চিত্রাঙ্গদা। ও কি, চক্ষু সজল কেন! মুখাকৃতি ম্লান কেন? ছিঃ, তুমি বিশ্ববিজয়ী লঙ্কার রাবণ! এ কি তোমার শোভা

পার! এস, এস, একটু অগ্রসর হ'য়ে এস! এই জলে আবক্ষ নিমজ্জিত কর! ধর, কোষা ধর, শোক-প্রতিহিংসাশ্রুকে শোণিতে পরিণত কর! সেই প্রতিহিংসা-শোণিতে কোষা পূর্ণ কর! বাছার ভস্মাঙ্গুরী অনামিকায় পরিধান কর। কর রাজা, পুত্রতর্পণ! বাছার আমার পুত্রাদি নাই যে, তর্পণ ক'র্‌বে! তখন তার প্রেতাত্মার মুক্তি হবে কিসে? এখন তুমি তার পুত্রের কার্য্য কর! পিতা হ'য়ে পুত্রের কার্য্য কর। আর আমি মা তার—মন্ত্রদেষ্টার কার্য্য করি। অশ্রু শোণিতে পরিণত হও! জগৎ দেখুক, স্বর্গের জীব আর মর্ত্ত্যের জীবে প্রভেদ কত! কৈ রাজা, তোমার অশ্রুশোণিত! কোথায়? তোমার ভালবাসার জীবন্ত-মূর্ত্তি কোথায়? না—না সে ভালবাসা তুমি জাগ্রত ক'র্‌তে পার্‌বে না। মাতৃশক্তিই পুত্র-ভালবাসার জীবন্তমূর্ত্তি! এই দেখ, সেই পুত্র-বাৎসল্য! ধর রাজা, স্নেহের স্নিগ্ধ শোণিত ধর! ধর রাজা, এই প্রতিহিংসার উষ্ণ শোণিত ধর! ধর রাজা, এই শোকের গাঢ় কৃষ্ণ শোণিত ধর! এতে ভেসে যেতে পার, নয় শত্রুরক্তে এই শোণিত মিশিয়ে সেই মিশ্রিত রক্তে নৃত্য ক'র্‌তে পার! আর তা নয় একেবারে চিরদিনের মত ভুলে থাক্‌তে পার! তোমার যা প্রাণ চায়, তাই কর, কিন্তু আমার এই প্রতিহিংসাযুক্তরঙ্গিণী প্রাবৃটের নির্ঝরিণীর মত চিরদিনই বেগবতী হ'য়ে শত্রুকুল উন্মূলই ক'র্‌তে থাক্‌বে। যদি এ খরস্রোতা রক্ত তরঙ্গিণীর ভীষণা মূর্ত্তি—দেখ্‌বে রাজা, চ'লে এস, তোমার স্বর্ণলঙ্কা আজ হ'তে [illegible] হবে। মায়ের সংহার-প্রহেলিকা [illegible]। তার প্রত্যয় প্রতি

দৃষ্টিপাত ক'র্‌তে পার্‌বে না। সব ভস্ম হবে—সব ভস্ম হবে—ভস্ম হবে—

[বেগে প্রস্থান।

রাবণ। সত্যই চিত্রাঙ্গদা উন্মাদিনী! হায়, পুত্রহারা মাতা মণিহারা সর্পিণী, কবে না উন্মাদিনী!

মন্দোদরী। না জানি প্রভু, লঙ্কার অদৃষ্টে আরও কি অদৃষ্ট-প্রচ্ছন্ন র'য়েচে।

ণ। কি জানি মন্দোদরি! বিধাতৃলীলা কত প্রহেলিকাময়!

দুইজন ঋষি-কুমারের প্রবেশ।

কুমারদ্বয়।　　গীত।

মুঞ্চ মুঞ্চ শোকভারং রাজেন্দ্র লোকপতে রক্ষগৌরবসূর্য্যং।
তব জনকদত্তং শুভশান্তিসলিলং ধারয় সহ ধৈর্য্যং।
চির জীবনার্জ্জিতপিতৃতপপুণ্যং, ভবিতা তব হি মঙ্গলজন্যং,
হীনজনোচিতমানসদৈন্যং, হিত্বা স্বীকুরু স্বকীয় শৌর্য্যং।
বিত্তপুত্রকলত্রপরিজনমিত্রং, নিখিলমেতৎ সত্যমনিত্যং,
যশোময়জীবনমেব হি ধন্যং, লোকে ভবতি চিরপরিপূজ্যঃ।

ঋষিকুমারদ্বয়। ভো সার্ব্বভৌম-সম্রাট, স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি, নার জয়শ্রী চির অচলা থাকুক্।

রাবণ। হে আদিত্যপ্রভ-ব্রহ্মবিদ যুগল ঋষিকুমার! পিতার রিত শান্তি-সলিল সহিত আপনাদের অমর আশীর্ব্বাদ রাবণের

শোকদুর্ব্বল প্রাণের সঞ্জীবনী-সুধা! ক্ষেত্রাধিকারী ঝঞ্ঝাপতি কদলীতরুকে ফলবান ক'র্‌তে যেমন দুইটী যষ্টিদ্বারা তাকে উত্তোলন করে, সেইরূপ পিতৃদেবও আজ আপনাদের ন্যায় দুইটী শক্তিমান্ মহাপুরুষের দ্বারা আমায় শক্তিমান ক'র্‌লেন! ধন্য পিতৃস্নেহ! সত্যই কীর্ত্তি জীবকে সজীব রাখে। এখন এস ভাই, তোমরা আমার পিতৃ-শিষ্য—গুরু-ভ্রাতা! এস একবার তোমাদের পুণ্যময় পিতৃআশ্রয়বর্দ্ধিত পবিত্র অঙ্গ বক্ষে ক'রে এই পুত্রবিয়োগ-জ্বালায় ক্ষত হৃদয় শীতল করি। (বক্ষে গ্রহণ) এস মন্দোদরি। পিতৃ আশীষ মঙ্গল ঘটের ন্যায় শিরোধারণ ক'রে অভ্যাগত অনুজদ্বয়ে পথশ্রান্তি দূর করিগে চল! ধন্য ভগবান্! এ শোকেও হর্ষ! তাই বুঝি তোমার কালমেঘে বিদ্যুৎ! কৈ পুত্রনিহন্তা রাম, কালমেঘে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হ'য়েচে! এইবার বিশ্বদহনকারী বজ্রাগ্নির তপ্ত উজ্জ্বল শিখা সমুদ্ভাবিত হবে! তুমি ক্ষুদ্র তৃণ! আত্মরক্ষার আশ্রয় অন্বেষণ কর!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[বানর-সৈন্য-শিবির-দ্বার]

অদূরে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

বিরামদায়িনী নিদ্রা নাহি চক্ষে আর,
নিহার হৃদয়হার, ভাই রে লক্ষ্মণ!
কি ভীষণ নিশাযোগে এই রণভূমি!
অনুমানি যেন কোন্—
শোণিতবসনা ঘোরা ভীমদরশনা—
রক্তময়ী নারী শ্মশান-প্রাঙ্গণে
আহতের আর্ত্তশ্বাস লইয়া নাসায়,
বিশাল রসনা তার করিয়া বিস্তার
অনিমেষচক্ষে চাহে প্রতিমুর্হুমুর্হু—
গ্রাসিবারে এই বিশ্ব করাল ব্যাদানে।
দেখ ভাই, চেয়ে—কি দারুণ শোকদৃশ্য!
সাগর-সৈকত আজি সত্যই শ্মশান!
আহা মরি—
কেঁপে উঠে প্রাণ, ঝরে অশ্রু নীরবে আপনি!
চতুর্দ্দিকে পড়ি শবদেহ!
চিত্রশালিকায় যথা—বিরাজে বিচিত্র চিত্র!
কেহ ছিন্নমুণ্ড নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে,

এখনও যেন সেই বীরেন্দ্রের বীরনেত্রে—
ক্রোধ-বাষ্প হয় সত্ত উদ্‌গীরিত!
কেহ তরুইত জড়ীকৃত অস্থি মাংস—
রত্নমণিময় বর্ম্ম সহ! কেহ বা আহত—
ক্ষীণ দীপশিখা মত প্রাণ তার রুধিরাক্ত—
শত ক্ষত কলেবরে!
কাতরতা-পূর্ণ কারো চন্দ্রমুখখানি!
মরি প্রফুল্ল গোলাপ যেন—
হ'য়ে বাসি ম্লান-কান্তি ক'রেছে ধারণ!
ভাই রে লক্ষ্মণ, একি, কি হ'তে কি হ'ল!
পিতৃ সত্য করিতে পালন, এনু বন,
জানকী-কারণ কৈনু আয়োজন
রক্ষমেধ-মহাযজ্ঞ আজ!
এত জীবরক্তে জানকীর হবে বিনিময়!

লক্ষ্মণ। দয়াময়! এ সংসার-লীলা
তোমারই ত করাঙ্কিত নিয়তির রক্তময়ী-লিপি!
যুগে যুগে যুগ অবসানে—
এইভাবে এ গুরুনিয়মে—ভব এই ভাবের লহর-
করে ক্রীড়া কালসিন্ধুমাঝে!
কে জানকী—কেবা তুমি রাম!
যে ইচ্ছায় সৃষ্টির রচনা,
সে ইচ্ছায় সৃষ্টি কাল পুনঃ

এর বিপরীত ইচ্ছা কি ভাবে ঘটিবে ?
কে ঘটাবে সাধ্য কার ?
হত শেষ রক্ষকুল হবে ইচ্ছায় তোমার,
যথাকার রাম তুমি তথা ফেটিবে আবার,
অতীতের স্মৃতি তার রবে গাথা—
ভবিষ্যের বিশ্ব-ইতিহাসে !

রাম। রে লক্ষ্মণ ! কিছুই ত নারি বুঝিবারে !
দূরে বাজে বীণা সপ্ত মহাসুরে,—
করুণার অশ্রুর সঙ্গীত !
যত বাজে, তত রাম-প্রাণ মোহাচ্ছন্ন হয় !
ভাবি ভাই, এই সৃষ্টি-লীলা—
কিবা অশান্তির দাবদগ্ধ লীলা !
কি তিমিরা রাক্ষসী প্রকৃতি তার !
সদা বিবর্তন ওতপ্রোতভাবে !
অধর্ম্মের কি উগ্র অনল !
ভূতলমধ্যস্থ বহ্নি—
অন্তর্জ্বালা তার বড় মর্ম্মদাহী !
করুণার স্নিগ্ধ প্রস্রবণ !
নাহি প্রয়োজন আর রণভূমি দরশনে !
শিবির আশ্রয়ে—করুন বিশ্রামলাভ কিছুকাল !
কাল রিপু কখন কি করে ছল—
অজ্ঞাতের [illegible] !

রাম। লক্ষ্মণ রে, হোস্‌নে পাষাণ ভাই!
কাজ নাই সীতা, কাজ নাই রক্ষের সংহারে!
চল দূরে চলে যাই, জনহীন জীবহীন দেশে,
নির্ম্মমতা নিষ্ঠুরতা উষ্ণ শ্বাস যথা বহে না কখন।

[উভয়ের প্রস্থান

প্রেমমঙ্গলের প্রবেশ।

প্রেমমঙ্গল। গীত।

ভজ রাম, ভজ রাম, ভজ রাম, টুটবে রে তোর আপদ-বালাই গণ্ডগোল।
রামসুন্দর পরশপাথর পদে কাষ্ঠতরী হ'ল সোনা পাষাণেতে ফুটলো বো[ল]
দিন বয়ে যায় সাঁজের তারা, ক'রলে আমায় দিশে হারা,
খেয়াঘাটের কূলে ব'সে, গনছি ঢেউ হ'য়ে পাগল,
ভাব্‌ছি পারের নাবিক পার করে, পতিত চণ্ডালে যে দিলে কোল॥

এই সেই বিশাল সমুদ্র! এর চেয়েও সীমাহীন ভবসমুদ্র! ভ[...]
এই বিশাল সমুদ্রে সেতু বন্ধন ক'রেছে, আর ভক্তপ্রাণ ভ[...]
বল্লভ আপনি সেই সীমাহীন ভবসমুদ্র পারের জন্ত তরী নিয়ে[...]
কর্ণধার হ'য়ে ব'সে আছে। একবার দেখা ক'র্‌তে পার্‌লেই [...]
তাহ'লে ঝাপ্‌টে ধ'রে গোটাকতক কথা কই। ওহে নাবিক [...]
কর্ণধার, এস না বাপু, বেলা যে যায়, পারে পার কর না বা[...]
আর কত বাজাব, ভেঁপু? বেটা কি কালা? না এ সব ডাকা[...]
ভক্তের বেলা; ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মার্‌লে বাবা,দেখা আর পেলুমই ন[...]

কবার অযোধ্যা, একবার নর্ম্মদার তীর—না না সেই কাঁটা
ারা সিংহি বাঘ ভালুকের আড্ডা, এখনও মনে ক'র্‌লে শিওরে
ঠ গাটা! তারপর কি না পঞ্চবটী বন, শরভঙ্গঋষির আশ্রম!
ঋষ্যমূথ পর্ব্বত—হরিতকীর মিঠে সর্‌বৎ, খেতে খেতে এই নোনা-
লের হাওয়ার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েও তবু প্রভুর সন্ধান
র না পাওয়া যাচ্চে! যখন যেখানে যাচ্চি, প্রভু আমার তার
াগেই সেখান হ'তে সর্‌ছেন! আচ্ছা বিট্‌কেল প্রভু বটে!
সঙ্কটে একবার দেখা পাই, মিঠে মিঠে বুলি ঝেড়ে ঘরের
ল ঘরে চলে যাই! এত ভিরকুটী কেন হে বাপু? তোমারা
য হ'য়ে মানুষকে শিক্ষা দেওয়া কেন? মানুষ জানোয়ার
ার করেচ ত? তখন একটু বুঝে শুঝে ক'র্‌লেই হতো!
যে—ক'জন বানর আস্‌চে! চোখ যে রাঙা করেছে।

কতিপয় বানরের প্রবেশ।

কতিপয় বানর। কে শিবিরদ্বারে কথা কয়! দেখ্‌ত,
এই—তুই কে?

১ম বানর। বেটাকে বাঁধ।

২য় বানর। বেটা নিশ্চয়ই রাক্ষসের চর।

[৩]য় বানর। রাহাদারী সেজে বানর ভুলাতে এসেছে।

প্রেমমঙ্গল। তাহ'লে ত কাজ শুছত, তাতে তোমরা ভুল্‌ছ
[কি]?

[৪]র্থ বানর। ঠিক কি না বল?

প্রেমমঙ্গল। আর ব'ল্‌বার ত দরকার নাই। সব ত বুঝে

কেলেছ ভাই! পণ্ডিত তোমরা, তোমাদের কি আর বুঝ্তে বাকি থাকে! তোমাদের কত বড় মাথা, কথা আর ব'ল্‌ব কাকে।

১ম বানর। তাহলে বেটাকে বাঁধ।

প্রেমমঙ্গল। বাঁধ্‌বে কিসে—এস কাছে, দড়ি দড়া কি সঙ্গে আছে? না লেজেই বাঁধ্‌বে? আহা হা অমন সোনার ননী মত লেজ, এ লেজের কি অপব্যবহার ক'র্‌তে আছে। কেন মিছে পৈতৃক সম্পত্তি অপাত্রে দান ক'র্‌বে। রেখে দাও, অনেক কাজে লাগ্‌বে।

২য় বানর। দাদা, এই ছদ্মবেশী রক্ষচর আমাদিগে নিয়ে রহস্য ক'র্‌চে! বুঝ্‌তে পার্‌চ?

প্রেমমঙ্গল। হাঁ চাঁদ, একটু রহস্য ক'র্‌চি! তাই মনে যা আস্‌চে তাই ব'ল্‌চি। তোমরাও যে না ক'র্‌চ এমন নয়, ঢিল্‌টী মার্‌লেই পাট্‌কেলটী খেতে হয়! তোমরা ব'ল্লে কোন্ হিসাবে আমি রক্ষচর! আমার কি নাই প্রাণে ভয়। এখন সত্য যে সব কথা হ'ল, ও সব কিছুই নয়, বলি একটা কথা—এইখানে কি শ্রীরাম নয়?

৩য় বানর। ঐগো দাদা, পাপিষ্ঠ কৌশলে প্রভুর সংবাদ নিচ্চে! তা হবে না, ও সংবাদ পাবে না! আমরা বানর, পশু হ'লেও নির্ব্বোধ নই।

প্রেমমঙ্গল। রাম রাম, ও কথা তোমাদের ব'ল্‌ব কেন ভাই! প্রভুর চেলা বোকা কোথা শুন্‌তেও দুঃখ পাই। এখন চল, রাম রাম বল।

১ম বানর। ওরে দুষ্ট রক্ষচর, যাচ্ছিস্ কোথা? স্থির হ'য়ে
কৃ, মরণের ইচ্ছা হয়, অগ্রসর হ'।

প্রেমমঙ্গল। ম'র্‌ব কেন, ম'র্‌লেইত সব ফুরোল, রাম বল!
নেক দূর থেকে আস্‌ছি, মনের কথা ব'ল্‌ব, একবার ভগবানের
র্শন নোব। রক্ষের কেন হব চর, মর বেটা বানর! (গমনোদ্যত)

২য় বানর। (ধাক্কা দিয়া) সাবধান, বারম্বার নিষেধ ক'র্‌চি।

প্রেমমঙ্গল। তুমি নিষেধ ক'র্‌চ ত আমার কি? আমি ভক্ত,
আমার ভগবান এইখানেই আছেন, দেখ্‌তে যাচ্চি! তোমরা ভগ-
বানকে ভাল ক'রে দেখ্‌ছ না, মিছে বকা বক্‌চ। বলদ হ'য়ে
নির বোঝা ব'চ্চ। খপরদার, বেশী কথা কওনা, ভগবানকে ব'লে
ব—তখন পাবে যাতনা। সে মানুষের জন্তে মানুষ সেজেছে
না, মানুষে তার বড় ভালবাসা! আমি রক্ষ নই মানুষ, হয়ো না
হুঁশ! আজ ভগবান মানুষের জন্তে মানুষ, খোলস ছাড়া পুরুষ
জ খোলস প'রে ভূভারতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। যাব, যাব,
ভুর কাছে যাব, এইখানে প্রভু আছেন। (গমনোদ্যত)

কতিপয় বানর। ধর্, ধর্, ধর্, ছদ্মবেশী রক্ষচর, বল ক'রে
রে ঢুক্‌চে। (কোলাহল)

দ্রুতপদে হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। সাবধান কার দৈহিক শক্তির এত প্রবলতা যে
পুত্র হনুমন্ত উপস্থিত থাক্‌তে বানরকটক ভেদ ক'র্‌তে অগ্র-
হয়?

প্রেমমঙ্গল। যার দৈহিক শক্তির চেয়ে মনের শক্তি অধিক,

জান হে লাঙ্গুলধারী! যার ছাড়, ভগবান দর্শনে যাব আমার প্রভু শ্রীরাম এই বানরকটকে আছেন।

হনুমান। (স্বগত) আগন্তুক কি ছদ্মবেশী রাক্ষস? সম্ভব নয়, কোন ভক্ত হবে? কিন্তু কিরূপে বিশ্বাস করি। কপটী রাক্ষসের রহস্য উদ্ভেদ ক'র্‌তে স্বয়ং প্রভুই যখন সময়ে অক্ষম হন, তখন আমার চিন্তার জয়সম্ভাবনা অতি অল্প। সুতরাং আগন্তুক ভক্তই হোক্ আর ছদ্মবেশী রক্ষচরই হোক্, উপেক্ষার তুচ্ছ বস্তু নয়। দেখা যাক্, ভক্ত হয়, প্রত্যাখ্যাত হলেও বাঞ্ছনীয় বস্তুর লোলুপত্ব কিছুতেই ত্যাগ ক'র্‌বে না। এইত ভক্ত পরীক্ষা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহ'লেই ভাবরাজ্যের শ্রেষ্ঠবীর ভক্তের ভগবান দর্শন সহজেই হবে, নতুবা একবার প্রত্যাখ্যাত হ'লেই শত্রুর রহস্য অভিমানের পরাভব নিশ্চয়। এই যুক্তি। বলি, তুমি কে? যদি ভক্ত হও তাহ'লে ভগবান দর্শনের নিমিত্ত ভগবানের কি প্রিয় পদার্থ সংগ্রহ ক'রে এতদূর অগ্রবর্ত্তী হ'য়েচ, তাই বল, তাতে যদি তোমাকে ভক্ত ব'লে আমরা আমাদের অনুমান অভ্রান্ত বিবেচনা করি তাহ'লে নিশ্চয়ই ভক্ত তুমি ভগবান দর্শন লাভ ক'র্‌বে, আর যদি প্রকৃতই ছদ্মবেশী রক্ষচর হও, তাহ'লে এই তুমি ধৃত, বন্দী মুক্তির উপায় অন্বেষণ কর।

প্রেমমঙ্গল। বেশ, তোমাকে একজন আমার গুরুভ্রাতা ধারণা ক'র্‌চি! ভগবানের জন্য কি এনেছি? দরিদ্র আমি কোথা কি পাব তাই, তবে তাঁর যে অমূল্য বস্তু, যা আমি কুড়িয়ে পেয়েছি সেইটাই তোমায় আমি দেখাতে পারি।

হনুমান। ভক্তের কথাই বটে! তবে কি জান্‌লে, ভগবান লেন, ভগবান হ'তে তাঁর নামই শ্রেষ্ঠ। তোমায় তার একটা ৎকৃষ্ট প্রমাণ দেখাই, এই যে লঙ্কা দেখ্‌চ, একে পার হ'তে বং ভগবানকে বহু জীব ল'য়ে সেতুবন্ধন ক'র্‌তে হ'য়েচে, আর ামি তাঁর নাম মাত্র ল'য়ে এক লম্ফে এই সমুদ্র পার হ'য়েচি। তরাং তাঁ হ'তে যে তাঁর নাম শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি াই! থাক্‌, যখন তুমি ভগবান হ'তেও তাঁর শ্রেষ্ঠ তাঁর নাম সংগ্রহ 'রেচ, তখন আর তোমার ভগবান দর্শনে লাভ কি? সেই নাম রে বিভোর হ'য়ে থাক গে, তারপর তা হ'তেও তাঁর প্রিয়বস্ত গ্রহ ক'রে আন্‌তে পার, তা দান ক'রে তাঁকে দর্শন ক'র, ক্তের প্রতি ভগবানের আদেশ এই।

প্রেমমঙ্গল। হা ভগবান, এখনও দিন এলো না, হায়! এত রে ঘুরে ঘুরে মাথার ঘাম ফেল্‌লাম পায়! হায় হায় হায়! াঘাটের কাছে এসে ঘাটের নৌকা ডুবে যায়। তা ডুব্‌তে দোব ন,আমিও ডুবে ডুবে তোমায় ধ'র্‌ব। যতক্ষণ পারব, ততক্ষণ বো, তারপর ভাস্‌ব! আবার ডুব্‌ব, আবার ভাস্‌ব! কি ব'লে, ানের প্রিয়বস্তু? ভগবানের প্রিয়বস্তু কি? ভগবানের প্রিয়বস্তু তাঁর ভক্ত! তবে বল, আমি ভক্ত ধ'লে তাঁর বিশ্বাস নাই? চলাম ভাই, দেখি, কোথায় তাঁর প্রিয়বস্তু পাই! পাই ত ও, কেমন সাধ হয় দেখ্‌তে তাঁকে! এ কথাই বা বলি কাকে!

গীত।

দরশন পাইবে বড় আশা ক'রে এসেছিনু কাছে—
কোন্ অপরাধে দেখা তোমার পেলাম না।

না জানি না ভাবি অন্তরবাসি, ইচ্ছা কি তোমা'র—
কোন্ বস্তু আছে, আমি তা তোমায় দিপা'য় না॥
ভুল ত ক'রেচি হৃদয়ে হ'রেচ, জগতে ঘুরিয়া মরি,
নয়নে থাকিতে নয়নের সাধ, তোমায় নিমেষে হেরি,
বল বল প্রিয়, কিবা তব প্রিয়, অপ্রিয় কি ধরি মরি,
প্রেমের অমৃত সবেতে ঢেলেচ, আমরা তা দেখ্‌লাম না॥

[প্রস্থান

বানরগণ। লোক্‌টা পাগল না কি ?

হনুমান। ছদ্মবেশী যদি রক্ষচর না হয়, তাহ'লে আমরা পাগল। হায় ছদ্মবেশি, তুমি যদি ভক্ত হও, তাহ'লে এই জীবা তোমার শুভ্র তুষারধবল নির্ম্মল কোমল হৃদয়ে অতি কঠো বেদনাই দান ক'রেচে! পুষ্পের স্তবককে গরল-কুম্ভ ভ্রমে বানরজাতিটার স্বধর্ম্মই বিকাশ ক'রেচে।

(নেপথ্যে—ভেরী-ধ্বনি—)

বানরগণ। সহসা রণভেরী শব্দিত হ'ল কেন ?

সকলে। জয় রাম, জয় শ্রীরাম!

সুগ্রীব সহ কতিপয় বানরসৈন্যের প্রবেশ।

সুগ্রীব। সৈন্যগণ! যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হও, আশঙ্কা ক মায়াবী রাক্ষসগণ মেঘান্তরালবর্ত্তী হ'য়ে অলক্ষ্যে থেকে শরব ক'রচে! বৎস হনুমন্ত, তুমি মহাযোগী, যোগবলে ঊর্দ্ধে উ হও! ঊষালীন রক্ষগণকে দেখাও, যোগশক্তি ও বিজ্ঞানশ বলাবল! ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল কর,—রণাগত যুদ্ধকামী

নর ও প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত রক্ষের বীরত্বের পার্থক্য ! দেখাও বৎস ! ধের আদি চিত্রকর যে সঙ্কোচভরা স্বপ্নাবিষ্ট ঘুমন্ত জাতির সৃষ্টি 'রেচেন, তিনিই আবার তাদের হৃদয়ে বিস্ফোরক মহারুদ্র-জঃ বিন্যস্ত ক'রে সমদর্শিতা ও ন্যায়বাদিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দান ক'রেচেন। তুমি বায়ু-পুত্র! বায়ু-গতিতে ঊর্দ্ধে গমন র। কপটগণের কাপট্য-দুর্গ ভগ্ন কর ! স্বজাতি ও প্রভুবৎসল-র সুন্দর মনোজ্ঞ আদর্শ হও ! তোমার আর অধিক ব'লবার াই, তুমি এখন শ্রীরামবীরত্ব-রথের গৌরব-পতাকা ! সমগ্র নরজাতির আরাধ্য বিগ্রহ এবং এই সত্যপাশবদ্ধ বানররাজ গ্রীবের অবিনশ্বর অমর বিজয়-স্তম্ভ !

দ্রুতপদে বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। আর বুঝি রক্ষা ক'রতে পারলাম না ! কৈ বানর-র বীরেন্দ্রকিশোরি, কৈ তুমি ? কূটবুদ্ধি রক্ষ নিশাকালে গাঢ় দ্রার কৃষ্ণকোলে আত্মদেহ লুকিয়ে রঘু-কটককে বিধ্বস্ত রতে আরম্ভ ক'রেচে ! সকলেই অস্থির, ব্যাকুল, চঞ্চল ! কে পলকে অদ্ভুত জ্যোতির্ম্ময় আগ্নেয় অস্ত্র, বিষাক্ত শরশলাকা শিত ক্ষুরধার ভয়বারিপ্রভৃতি মেঘাবৃত শূন্য হ'তে অবিরল ধবেগে রঘুশিবিরে পতিত হ'চ্চে ! অস্ত্রধারী সৈনিকেরা নাকের অধিক বিক্রম থাকতেও কৌশলবর্জ্জিতাবিত অনন্ত প নির্ব্বাণের ন্যায় সংকোচে আত্মবিসর্জ্জন ক'রচে ! ত্রাহি ত্রাহি রাব, আর বুঝি বৈদ্যশক্তি, রাক্ষসের মায়া-প্রয়োজনে

প্রলুব্ধ হ'য়ে পশুবলের অধীন হ'য়ে প'ড়েচে! রক্ষার বিধান কি?

(নেপথ্যে আগ্নেয়াস্ত্র-ধ্বনি)

শুনচেন—কি ভীষণ ধ্বনি! সৃষ্টির যবনিকা-পতনের পূর্ব্বাভাস! উদ্বেলিত সিন্ধুর গর্জ্জন হ'তেও ভয়ঙ্কর। যেন বিশ্বের বন্ধন শ্লথ হ'য়ে আসচে! প্রতিমুহূর্ত্তে সৃষ্টিঘাতী অগ্নিপ্রবাহ রঘুবাহিনীর ক্ষেত্রে নৃত্য ক'রতে ক'রতে প্রবাহিত হ'চ্চে! চতুর্দ্দিকে ধ্বংসেরই অন্তিমশয্যা তাদের শোণিতাক্ত হস্তে বিস্তৃত ক'রে দিচ্চে! শীঘ্র প্রতিবিধান কর, আমি চল্লাম! সখা শ্রীরামচন্দ্র বোধ হয় এখনও এ সংবাদ শ্রুত হন্ নি! ধ্যানমগ্ন মহাযোগী হয় ত কোন মহাধ্যানে বাহ্য জগৎ অতিক্রমণ ক'রে বাহ্যজ্ঞানহারা হ'য়ে ধ্যানমগ্ন আছেন। সৈন্যগণ, ওঠ—ওঠ, জাগ—জাগ, আর বিশ্রামের অবসর নাই!

[বেগে প্রস্থান।

বানরগণ। জয় জয় রাম, জয় শ্রীরাম!

হনুমান। জয় শ্রীরাম, প্রভুর প্রসাদে নববল সঞ্চিত হ'য়েছে জয় শ্রীরাম! একদিন এই নামের অমোঘ বিক্রমে অসীম অনন্ত সমুদ্র উত্তীর্ণ হ'য়েছিলাম, আজ অগ্নিশূন্ত উল্লম্ফনে শ্রীরামদাস হনুমন্ত চিন্তাগ্রস্ত হবে কেন? ঠিক, ঠিক—পুচ্ছের কোন্ পথ দুর্বৃত্ত রক্ষ! এইবার আবারও অশ্ব! এইবার ধ্বংসশেষ রক্ষকুল পরদেশ বর্ণনকার স্বতিটুকু যাবে ঐ পুড়ে দিবে এই শ্রীরামদাস

যোনের অক্ষয়কীর্ত্তি সৃষ্টিযুগ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বার সু
র্ত্ত উপস্থিত ক'রেছে।

[বেগে প্রস্থা

সকলে। জয় রাম, জয় শ্রীরাম!

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[প্রমীলার প্রমোদোদ্যান]

প্রমীলা আসীনা।

লা। (বীণা হস্তে)　　গীত

পিপাসা আমার ওহে পরিচিত,
দিনরাত তব হেরি মুখখানি।
তুমি সনাতন নিতুই নূতন,
দিন দিন দাও অমৃত আনি।
ভাবি আমি তাই আমার জীবন,
ফুলরেণুপোরা শান্ত কুঞ্জবন,
মঞ্জীর বসন্ত ঢাকা অনুক্ষণ,
তার বাজি বীণা রব রাগিণী।
ওগো অমনি হারাই আমি আপনি।

আমার হৃদয়ের চন্দ্র অস্ত যায় না! তার শরতের আলো-করা কিরণ ষড়ঋতুতেই সমভাবে খেলা করে! ললিত আনন্দ যেন অচপল শ্রীমূর্ত্তি স্থিরশতদলনিবাসিনী! এ লঙ্কায় সকলই যেন আনন্দের ছবি দেখি! এই যে লঙ্কার মহাসমরে কত বীরেন্দ্রের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'চ্চে, এ কি শোক-দুঃখের চিত্র? আমার ত তা বোধ হয় না! আমার মনে হয়, এ সকল সৌভাগ্যের চিহ্ন। এ সকল লঙ্কার স্থিরযৌবন! বীরভোগ্যা বসুন্ধরা! শ্রেষ্ঠ হ'তে হ'লে মৃত্যুকে পদাঘাত ক'র্‌তে হবে, বিভীষিকাকে নির্ব্বাসন দিতে হবে, অধৈর্য্যকে সংযমতা-শৃঙ্খলে সুদৃঢ় বন্ধন ক'র্‌তে হবে, তা না হ'লে শ্রেষ্ঠ সিংহাসনের অধিকারী হবে কিরূপে? বীরত্বের ললাটে স্বাধীনতার জ্যোতির্ম্ময় টীকা ধারণ ক'র্‌বে কিরূপে? যা সাধারণের দুর্ব্বলতা, তা তোমার ঘৃণার সামগ্রী—উপেক্ষার তৃণগুল্ম! আমার বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী তাই করেন! আমিও তাই চাই। এ হেন স্বামী আমার বহু তপস্যার লব্ধ অমৃত ফল! আমি সেই ফল অক্ষত পুণ্যে উপভোগ ক'র্‌চি! ঐ যে আমার আকুল-যৌবনা প্রিয়-সঙ্গিনীরা বসন্তের বাতাস সঙ্গে নিয়ে ধীরপদে আস্‌চে। সখি! এস—এস!

সহচরীগণের প্রবেশ।

সহচরীগণ। গীত।

একি ভাই! শিখিলে কোথায় ঢাকিতে গন্ধ।
চন্দনভিজা পীরিতি তোমার রহে কি কৌটার বন্ধ।

মাগধি লো, বল বল তোমায় কে চিনে,
জাগিয়ে ঘুমায়ে থাক' কত ছলা জিনে,
মাজায়ে আনন্দ মেলা, মনে মনে কর খেলা,
মনের মানুষ নিয়া যেন হ'য়ে অন্ধ,
তোমার আকুল চাহনিখানি ঘটায় যে সন্ধ।

১ম সখী। চকোরিণি! চাঁদের সংবাদ কি?

২য় সখী। রোহিণী অন্বেষণ করেন না ত?

৩য় সখী। বুঝি মিলনের শুভলগ্ন দেখ্‌চেন!

৪র্থ সখী। সখি, এতক্ষণ বুঝি উপাসনা ক'র্‌ছিলে?

১ম সখী। ভয় পাই ভাই, আমরা বুঝি যোগিনীর যোগ ক'র্‌লুম!

প্রমীলা। তাতে আর ভয় কি বোন্! রক্তগুরু শঙ্কর কাম পুড়িয়ে রতিকে কাঁদিয়ে ছিলেন, আর আমি না হয় সেই গুরুদেবের বৌ হ'য়ে রতিকে পুড়িয়ে রতির মদনকে কিছুদিন কাঁদাব।

১ম সখী ব্যতীত অন্যান্য সখী। ওগো, আর রতিকে পুড়িয়ে কাজ নাই গো, তাহ'লে রতিবিবি মরেও মদনের বিরহ কান্না সইতে পার্‌বেন না!

২য় সখী। দিদি, ব্যাংঘুমা ব্যাংঘুমীর গল্পটা ব'ল্‌বে? ব্যাংঘুমা ও ব্যাংঘুমীর চখের আড়াল হ'লে তার অঙ্গে অতি বড় বেজার হ'ত!

প্রমীলা। সে বিরহী যে ব'ল্‌ছ বোন, ব্যাংঘুমী শুধু আবার নয়—

শয্যার পাশবালিশ আমার চক্ষুপুটের খাদ্য !
তৃষ্ণার হিম সলিল আমার মৃত্যুর আদ্য শ্রাদ্ধ !

২য় সখী। বলি হ্যাঁগা রতি দিদি, এ বিরহী তোমার কেমন, কোন ছড়াছড়া কি গেঁথেছেন ? না মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া, রসিক নাগর বর বেড়ান নাচিয়া ?

১ম সখী। মন্দ নয়, ওরে, ও ছুঁড়িকে, সাম্‌লে রাখ, ভয়ানক বিকার, সখি, বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা কর।

৩য় সখী। ওগো রতি দিদি, বৈদ্যরাজের ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে না গো, ও টোট্‌কা টুট্‌কিতে সেরে যাবে।

প্রমীলা। এ সব রোগ উপবাসে বাড়ে বোন, উপবাসে থাক্‌তে হবে না, তবে গোপন-আহারেরও প্রয়োজন নাই, যা তোমার ইচ্ছা হবে, আমাদিগে ব'ল, আমরা তারি ব্যবস্থা ক'র্‌ব এখন তোরা একটা গান গা ভাই, আমি শুনি।

১ম সখী। কেন সখি ! এক বিহনে এত কি উৎকুণ্ঠা হ'য়েছে যে, নিজের গান নিজের ভাল লাগ্‌চে না। আর বিলম্ব নাই সখি কমলবন্ধু বাসনা-উষার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই এসে দেখা দিবেন।

সখীগণ। গীত।

নাগরি লো একটু ধৈর্য্য ধর, এলো এলো এলো তোর প্রেমের নাগর
নদীতে ডেকেছে বান,
ভরা'জল কান কান, উথলি উঠিছে প্রাণ,
আবেগে অঙ্গ করে থর থর থর।
বসন্ত যখন আসে, প্রকৃতি অমনি হাসে, বনে ফুল মধু বাসে,
তবে তুই ধনি, কেন লো কাতর।

প্রমীলা। কাতর হবো কেন ভাই, আজ যে রাক্ষের নব-
বরণোৎসব। যদিও লঙ্কাপুরী দেবর বীরবাহুর বিয়োগ জন্য
াদিত, তথাপি তিনি কর্ত্তব্যচ্যুত হ'তে চান্ না। তিনি বলেন,
কুসংস্কার আর দুর্ব্বলতাবশতঃ আত্মোন্নতি-গিরিচূড়ায় আরূঢ়
ত পারে না! যে যাবার যাবে, যে থাক্‌বার থাক্‌বে, যে যাবে
র সঙ্গে তারই হর্ষ-আমোদ-সুখদুঃখ সবই তিরোহিত হ'তে
র, কিন্তু যে থাক্‌বে, তার সুখদুঃখ অপরের সহিত যাবে কেন?
ত মূল্যবান কথা! এ কথা ক'জন দৃঢ় ধারণ ক'রে জগতের
াগ-বিচ্ছেদের সঙ্গে সংগ্রাম ক'র্‌তে পেরেচে? আত্মতত্ত্ববিদ্
একথা মুখেও আন্‌তে পারে না! শোকদুঃখ-হর্ষসুখ তাঁদের
ই নয়, কেবল ন্যায়-সত্য-কর্ত্তব্যের সরল সহজ পন্থায় তাঁরাই
পথিক! এ দৃশ্যমান জগৎ যেন তাঁদের বিহার-ভূমি নয়।
১ম সখী। বড় কঠিন কথা দিদি! আমরা বাহিরের জিনিষ
ই উলট পালট খাই, দাঁতের হাসি হাসি আর খুব বড়
কে চোখের জলে ভাসি, ভিতরের জিনিষের কোন খোঁজ
রাখি না, নয় দিদি! যারা এ সব ঠিক্ ক'রে বুঝেচে, তারা
সুখী।
প্রমীলা। খুব সুখী। আমার ধারণা সে সুখ তারা বিশ্বকে
ত করে, একচেটে ক'রে রেখেচে! সুখদুঃখ মনের মধ্যেই ত
। মন যদি নিজের সুখকে জোর ক'রে ধরে রাখে,
লে দুঃখ তার কাছে ঘেঁস্‌তে পারবে কেন? কাজেই সে
খী, কে আসে, দিদি কামিনী নয়?

পশ্চাতে আদিনাথসহ কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। কি স্বর্গ তোমার বাণী মাতবো সুন্দরি! কুশল ত ভদ্রে।

প্রমীলা। হাঁ দিদি, সব সুন্দর স্বাস্থ্যে ভাল, তুমি বোস! তুমি আজ এ উৎসবে অযাচিতভাবে যোগদান ক'রে আমায় একটা বৃহৎ ভালবাসার আবরিণীতে ঢাকা দিলে।

কালিন্দী। না, না, ভগিনি, না, এতে একান্ত অযাচিত শব্দ প্রযুজ্য হয় না, কেননা তোমার প্রেমপারাবার স্বামীসর্ব্বস্বের আদেশানুসারে তার দূতী হ'য়ে এসেচি।

সখীগণ। দিদি, কুমারের সংবাদ কি? কুমার কখন আস্‌বেন?

কালিন্দী। তাঁর বিনীতভাষা সালঙ্কারা সৌন্দর্য্যবতী! নিতান্ত কর্ম্মের অনুরোধে কুমার অদ্য এই যুবতী-মনোহর উৎসবে যোগদান ক'র্‌তে শক্তিহীন।

সখীগণ। হায় হায়, তবে কি হবে! সখি! সাধের বাসা কি অমনিই যাবে?

কালিন্দী। ইচ্ছা কর ত উৎসবের শ্রীরক্ষা ক'র্‌তে পার।

প্রমীলা। দিদি! চন্দ্র উদিত হইলেইত তার স্নিগ্ধ কিরণে জগৎ পুলকিত হয়, তা না হ'লে সে পুলকের সম্ভাবনা কোথায়! না দিদি, তা হয় না! এমন কি কর্ম্মের অনুরোধ? যুদ্ধসংক্রান্ত না অন্য কিছু?

কালিন্দী। কর্ত্তব্যপরায়ণ মহাবীরের এখন অপর কর্ম কি
ত পারে ভগিনি ! তুমি এত দুর্ব্বলা কেন নাতবৌ ! রক্ষ-
ারী ত এত দুর্ব্বলা নয়।

প্রমীলা। জানি না, রক্ষনারীর প্রাণ কেমন ! দানবকন্যা
ি—রক্ষমহাবীর মেঘনাদের সহধর্ম্মিণী। তাঁর নিকট আমার
ক বিষয়ের শিক্ষা দীক্ষা, তবু হৃদয়কে বাঁধ্‌তে পারি নি !
ভালবাসাই দুর্ব্বলা ! তার শরীরে বোধ হয় অস্থি নাই, সে
ল মাংসপিণ্ডেই গঠিত ! নতুবা সে এত কোমল হবে কেন ?
হয় দিদি, এক নিঃশ্বাসে তাঁর নিকট ছুটে যাই, তাঁর কর্ম্মের
তা করি। না জানি, তিনি কোন্ কর্ত্তব্যকর্ম্মের বাধ্যতায়
কঠোর দীর্ঘ পরিশ্রমে ব্যাপৃত থেকে কত ক্লান্তি অনুভব
চেন ! সখী চতুরা, এস দিদি, তুমি আমার সহগামিনী হবে।
এই চেতনাশূন্য শবদেহের মত এ উৎসবে যোগদান ক'র্‌তে
না। দিদি, তুমি এই উৎসবের নেত্রী হও। আমার
র ইচ্ছা ও আমার আকুল অনুরোধ পূর্ণ কর।

কালিন্দী। অবশ্য কর্ত্তব্যমঙ্গলঘটের আপত্তিবিহীন পূজা
ুক ! চিরনীতি—নববর্ষবরণোৎসব ব্যর্থ হবে কেন ? আমি
ন অঙ্গীকৃত হ'লাম। কিন্তু দিদি, তোমার এ দুর্ব্বলতার
ার রসহীন হাসি আস্‌চে ! হো, হো, হো তোমরাও এ [illegible]
ান ক'র্‌লে আমি আরও সুখী হ'তে পারি।

প্রমীলা। হায় দিদি, প্রাণ খুলে হাস ! অহো, কেন প্রাণ
করে ! একটী বীণার তার ছিঁড়ে গেলে যেমন, [illegible]

বেসুরো লাগে, যেন ঠিক তেমনি! ধ্বনি আছে—কিন্তু সুরে মিশ্রণ নাই, গতি নাই, যেন স্পন্দনহীন—অসাড়! আয় সখি আয়, চল্ দেখি, কোথায় কতক্ষণে প্রিয় স্বামীর দর্শন পাই! চুম্বক তুমি সার্থক, লৌহের হৃদয় তুমি আয়ত্ত ক'রেচ!

[১ম সখীসহ প্রস্থান

কালিন্দী। হো, হো, হো, দানবকন্যারা এত দুর্ব্বল! আমার তৃতীয়পক্ষের স্বামী, আমি ত তার জন্ম এত কলুষিত নই।

আদিনাথ। হাঁ মামি, সত্যি ব'লেচ! বৌমণি যে কেমন, অত স্বামীর জন্যে ভাবে! মামী আমার তেমন নয়—মামার ভাবনা ত নাইই, তবে যা নিজের ভাবনা!

কালিন্দী। হাঁ বাক্যবীর আদিনাথ! তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে?

আদিনাথ। লুকিয়ে ছিলুম মামি! বৌমণিকে আমার বড় ভয় লাগে! বৌমণি কেমন মেয়েমানুষ মামি! অত ভয় লাগে কেন? এই দেখ দেখি মামি, তোমার সঙ্গে আমি কত নিত্যই করি

কালিন্দী। থাক্, আদিনাথ! এখন আমি তোমার বৌমণির নিকট প্রতিশ্রুত, এ উৎসব রক্ষা ক'র্‌তে হবে।

আদিনাথ। তাহ'লে নিত্যি হবে? লাগে এস মামি, হাত ধরাধরি ক'রে নিত্য করি।

কালিন্দী। সখিগণ এস, আমাদের আমোদে যোগদান ক'রে নৃত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে চল।

গীত।

লিন্দী। আয় পঞ্চ শর,আমাদের আজ সাধের বাসর।
ফুলের বিছানা পেতে রেখেছি গো আসিবে নাগর॥ (নৃত্য)
দিনাথ। আসিবে নাগর, ওরে আসিবে নাগর, বয় সয় গুণে গুণধর॥
(নৃত্য)
লিন্দী। ওরে পঞ্চ শর,
দিনাথ। ওরে ও নখরখোপ্পা সর সর সর,
লিন্দী। একটু দেরে অবসর,
দিনাথ। হাঁপিয়ে প'ড়েছে মামী একটু আন্‌রে বনী-সর,
লিন্দী। অহো বিরহের ব্যথা বড় হ'য়েছি কাতর,
দিনাথ ও লিন্দী। } ওরে পঞ্চশর, ফেরিওয়ালা হ'য়ে যেচ'—
গোলাপী আতর, ও চাই কার গোলাপী আতর॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

[রণভূমি]

দ্রুতপদে অঙ্গদ ও বানরসৈনিকগণের প্রবেশ।

অঙ্গদ। ঐ ঐ পবননন্দন হনুমান দেখ্‌তে দেখ্‌তে চক্ষুর পলকে শূন্যে পলকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

গবাক্ষ। দেখ্‌তে পাচ্চ, ঐ হস্তিশুণ্ডাকৃতি রক্তিমাভমেঘে পার্শ্বে একটা যেন কি জলন্ত অগ্নিরেখা শন্ শন্ শব্দে উল্কার ম গতিতে ছুটেচে!

বানরগণ। হাঁ, হাঁ, ঐ যে মহাবীর হনুমন্তের দোদুল্যম দীর্ঘ বৃহৎ লাঙ্গুল দেখা যাচ্চে!

গবাক্ষ। ঐ যে, ঐ যে, রক্ষবিমান-রথের কনকময়ী উচ্চচূ ভাস্করকিরণে ঝলমল ক'র্‌চে।

হর্য্যাক্ষ। দেখ, দেখ, রথারূঢ় একটা মহাবীর কি ক্ষিপ্র হ হনুমন্তের প্রতি শর নিক্ষেপ ক'র্‌চে দেখ!

গবাক্ষ। রথে আরও কয়েকটা আরোহী! মহাবীর হনুমন্ত শালবৃক্ষ ল'য়ে অরাতিকে আক্রমণ ক'র্‌চে।

সকলে। ঐ, ঐ, হনুমন্তের বৃক্ষাঘাতে রক্ষরথ চূরমার হ গেল! জয় রাম, জয় শ্রীরাম!

হর্য্যাক্ষ। একটা রক্ষ আকাশভ্রষ্ট নক্ষত্রের মত শূন্য হ' অবলম্বনহীন হ'য়ে ভূতলগামী হ'চ্চে!

অঙ্গদ। চল—চল, পাপিষ্ঠকে ধৃত করা যাক্।

সকলে। জয় রাম, জয় শ্রীরাম।

[বেগে সকলের প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

[বৃক্ষতল]

দ্রুতপদে প্রমীলা ও ১ম সখীর প্রবেশ।

১ম সখী। সখি, সখি, ত্বরা এস ধেয়ে বাঁধি বুকে অশ্বিনীযুগল,
হের হের উজ্বল উল্কা সম নিরুপমগতি,
নামে বীর এই এই সিন্ধুর সৈকতে!

দ্রুতপদে প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। কি লো সখি, পেয়েছ সন্ধান?
কোথায় কোথায় তিনি?

১ম সখী। এই ত হেরিনু, সমুদিত প্রভাতের রক্ত অংশুমালী,
এবে লুকাইল শৈলশৃঙ্গসম বিশাল তরুর—
অবিরল শ্যাম পত্রছায়ে, দৃষ্টি নাহি চলে আর,
চল সখি, ত্বরা করি উঠি অশ্বপৃষ্ঠোপরি,
যাই দ্রুত তব গুণনিধি যথা।

প্রমীলা। সখি রে, ঘটে না ত কোন আপদ বিপদ?
দেখেছ ত ভাল করে?
জানি চিরদিন ভালবাসা অন্ধ করে সখি!

১ম সখী। নিরাপদ, নাহি ভয় সখি—
চলে এস, চলে এস প্রবাহিনি—
সিন্ধুর উদ্দেশে।

[উভয়ের প্রস্থান।

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। বহু দূর দূরান্তর—

সমুজ্জ্বল মহাশূন্য হতে হ'য়ে রথবক্ষচ্যুত—
হৈনু কোথা উপনীত!
আর্য্য কালনেমি হইল কি হত?
কোথা সখা বিদ্যুজ্জ্বালী? কি ভাবিব,
পরচিন্তা হ'তে নিজচিন্তা হ'য়েছে প্রধান!
তিন পার্শ্বে শ্রীরামের পাষাণ শিবির,
অরি সম চারি দিক্ ঘিরে।
ধন্য বীর—বীর হনুমান!
ইচ্ছা হয় দিয়া প্রাণ কার পূজা—
প্রেমপুষ্পে ভরিয়া অঞ্জলি।
বাসববিজয়ী আমি ধরি নাম ইন্দ্রজিৎ
যেই মন্ত্রে মহাযন্ত্র-বলে,
সেই যন্ত্র ভগ্ন আজ হনুমন্ত-তেজে!
সেই বীর, সেই যোদ্ধা—
বিমান হইতে ভ্রষ্ট তাহারি কৌশলে!
এবে শান্তিহীন চিন্তাজালে করেছে জড়িত!
নিরস্ত্র হ'য়েছি—নাহি পথ লঙ্কায় যাইতে,
কি করিব, কার লইব সাহায্য,
একমাত্র শিলাখণ্ড বিশাল উপল,

অস্ত্র-বল—সদি বল—সর্ব্বশক্তি মোর—
এই শক্তি করিয়া সহায়
প্রবেশিব বানরকটকে—নাহি অন্যোপায় !
(শিলাখণ্ডগ্রহণোদ্যত)

বেগে প্রথম সখী সহ প্রমীলার প্রবেশ।

লা। সখি। পেয়েচ দেখিতে !
ত্রিদিবের পবিত্রতাজয়ী প্রমীলার হৃদি-কণ্ঠহারে ?

খী। পেয়েচি দেখিতে, রজতের মহাগিরি
তুষারধবলকান্তি আনন্দমণ্ডিত নারীবিনোদন—
সে চিত্তরঞ্জন অই লো দাঁড়ায়ে—
হের মদালসে !

া। নাথ—নাথ—প্রমীলার প্রেমপারাবার ! (আলিঙ্গন)

দ। একি জাগ্রত স্বপন !
না রাম-শিবিরে—শ্রীরাম-আশ্রিতা মায়া—
ষোড়শী রূপসী—

। হে চন্দ্রমা, তোমার কিরণ আমি,
মায়া নই মায়াবীর ! মরীচিকাময়ী !
ঝটিৎ সন্দেহ ত্যজ—নববর্ষবরণোৎসরে—
মত্ত ছিনু তোমার আজ্ঞায়,
পূজ্যা বিদুষী কালিন্দীঠাকুরাণী—
দূতী হইয়ে তোমার দিল সমাচার,
তুমি লিপ্ত কর্ম্ম ব্যপদেশে।

তাই তব হইতে সঙ্গিনী, লইয়ে সঙ্গিনী—
সুদ্রুতগামিনী অশ্বিনীর পৃষ্ঠে করি আরোহণ,
বাহির হইনু তব অন্বেষণ হেতু—
হ'য়ে প্রেম পিপাসাকাতর।
উন্মাদিনী সম ছুটিলাম বনে বনে,
তটিনী-পুলিনে, শৈল-শিখরে শিখরে—
সমুদ্রের তীরে—শেষে নৈরাশ্যের হাহাকারে—
ফুল্ল ইন্দীবর! তব সহ হইল মিলন!
বীর তুমি, মায়া হই তোমার কি ভয়?
আছে হয় অদূর বিটপিশাখে বাঁধা,
শত্রু-নেত্রে দিয়ে ধাঁধা চল দ্রুত লঙ্কাপানে—
সে অশ্বী আরোহি।

মেঘনাদ। গৌরাঙ্গিনি—
তুমি কি লো সেই লালসা মদিরা—
বিলোলাক্ষি প্রমীলা আমার!
এস প্রিয়ে, এস প্রিয়ে, চিত্তলোভা—
পূর্ণতম প্রেম-প্রীতিময়ী। (চুম্বন)
চল প্রিয়ে, কোন্ পার্শ্বে রেখেছ তুরঙ্গ? (গমনোদ্য

১ম সখী। এইদিকে—অদূরে ক্ষুদ্র অরণ্যানীমাঝে।

মেঘনাদ। নিরুদ্দেশ আর্য্য কালনেমি,
প্রিয়সখা বিদ্যুন্মালী;
তাহাদের ত্যজি যাই বা কেমনে।

ী। কুমারের তাহে নাহি প্রয়োজন,
রব আমি নৈশ অন্ধকারে মিশি,
ভূতলশায়িতা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপিণী হ'য়ে—
অরাতির পিছে পিছে, বিপন্ন আত্মীয় রক্ষা হেতু !
। জানি সৌদামিনি,
কত তুমি হও বীর্য্যবতী শৌর্য্যবতী,
তবু জ্ঞান জাতিতে অবলা !
। সংস্কার পুরুষের নারী জাতি দুর্ব্বলা বলিয়া,
চাহি বর বীরবর ! সেই অন্ধসংস্কার মুক্তির কারণ !
। উত্তম ! হও নারি, এ বিশ্ব-বিশ্রুতা
বিশ্ববিজয়িনী মহাশক্তি নামে !

[সকলের প্রস্থান।

নবম গর্ভাঙ্ক।

[রণভূমির প্রান্তভাগ]

(নেপথ্যে—জয়রাম—শ্রীরাম)

কালনেমি সহ যুদ্ধ করিতে বানর-
সৈন্যগণের প্রবেশ।

নেমি। কি বিশ্রী জগৎ আর কি বিশ্রী ভগবান্ ! আমার
াথা বামানার কল কি না বনের বানরে আজ হজম

ক'রে ফেল্‌লে! সাবধান বানর! কার সঙ্গে আজ রণাভি
হ'য়েচিস্, তা তোদের ক্ষীণ মস্তিষ্কে ধারণা করিস্। আ
মস্তিষ্কপ্রসূত যন্ত্রে সমগ্র রক্ষজাতি চালিত! যার প্রতি ইঙ্গি
তোরা তাদের ছায়া হ'তে বহুদূরবর্ত্তী! সেই আমি—এখনি আ
বিজ্ঞানসম্মত ফুৎকারে ঝঞ্ঝাধ্বস্ত শুষ্কপত্রের মত সব উ
দোব; সব উড়িয়ে দোব। বানরজাতি ব'লতে জগতের ভবি
ইতিহাসের কোন পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হ'তে দোব না।

বানরগণ। ওরে মায়াবী রাক্ষস—আগে বানরের হাতে পরি
পা, তারপর তোর যা ইচ্ছা হয় করিস্।

কালনেমি। মৃত্যু—মৃত্যু—সংসার হ'তে চির বিচ্ছেদের
উপস্থিত!

বাণরগণ। জয় রাম, জয় শ্রীরাম! (ঘোর যুদ্ধ)

কালনেমি। এইবার—এইবার—তোর মৃত্যুদ্বার উদ্ঘা
হ'ল।

প্রথম সখীর প্রবেশ।

১ম সখী। আরে আরে গর্ব্বিত বানর!

কোন্ আশে যুঝ যুযুধান রক্ষকুলভুজঙ্গের সহ?
হের অম্বরে অঙ্কিত রক্তরেখা—
কি জ্বলন্ত বর্ণমালা উদ্দীপ্ত ভাষায়—
"রক্ষরণে বানরের পরিণাম"!

বানরগণ। কে নারী—কে নারী—

জ্যোতির্ম্ময়ী—চামুণ্ডা-রূপিণী!

ী। আমি নারী মহাশক্তি হই বিশ্ববিজয়িনী!

গণ। নমঃ নমঃ মাতঃ—জয় শ্রীচামুণ্ডে নৃমুণ্ডমালিনি!

(সকলের প্রণাম)

সখী। এস—এস বিজ্ঞানের গুরু অধ্যাপক! বাহু-

—বিজ্ঞানের করিবে তুলনা!

লনেমি। কি বিশ্রী জগৎ আর কি বিশ্রী ভগবান! বানর-

আমায় কায়দা করে!

তিপয় বানর। কোথা গেল দেবি!

বানর। দেবী নয়—দেবী নয়—

বর্ব্বর আমরা ক'রে ছলা রাক্ষসীর মায়া!

[ঐক্যতান বাদন]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[বিশ্রবা-আশ্রম]

বিশ্রবা, ঋষিকুমারদ্বয় ও নিকষার প্রবেশ।

ঋষিকুমার। প্রভু, আমরা দোষী নই, মা আমাদিং
কথা ব'লে পাঠিয়ে ছিলেন।

বিশ্রবা। দুর্বৃত্তা নিশাচরি! তোর শূন্যগর্ভবাক্যেও চতু
তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ শিরোত্তোলন ক'রে রয়েচে! তুই কার আ
আমার অজ্ঞাতে আশ্রম-শান্তির পুণ্যসলিল দুরাত্মা পুত্র রা
নিমিত্ত গুপ্তভাবে আমার নির্ব্বোধ দুইটী শিষ্য দ্বারা লঙ্কায় (
ক'রেছিলি, সত্য বল?

নিকষা। পবিত্রাত্মা প্রভু, মার্জ্জনা করুন! বাৎসল্যের
পীড়নে আমি এই গ্লানিকর গর্হিত কার্য্য ক'রেচি! স্বা
রাবণ যে আমার স্নেহের পুত্র, আপনারও ত তাই, সে রুদ্র
চারী পশুবৃত্তিধারী, কঠোর হ'লেও সে যে সন্তান, পিতা-মাতার

পার্জনীয় ও চিররক্ষণীয়। দয়াময় প্রভু, সেই রাবণ আমার হ'তে বসেচে। যে রত্নমণিময়ী লঙ্কার লোভে পিতা আমার র কন্যকাবস্থায় আপনার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্ ঋষিকে দান করে-,সেই সম্পদশালিনী গৌরবময়ী লঙ্কার শ্রীহীন অবস্থা দেখ্‌লে দ্ধ দীপ্ত অগ্নিশিখাবৎ ঘৃণা ও লজ্জার দাহনে হৃদয় ছটপট থাকে! তাই স্বামিন্! অতি জ্বালায় বিকৃত মস্তিষ্কে দৃঢ় আকর্ষণে এই পাপহ্লাহ্লে নিমজ্জিত হ'য়েছিলাম, প্রভু, দুঃখের পথে সুখের ভোগ্য আপনি, আপনি ব্যতীত ক্ষার উপায় নাই!

শ্রবা। সঙ্কীর্ণপ্রাণা ছল-প্রতারণার প্রসূতি দুষ্টা নিশাচরি! সে আশা! মরীচিকা! মরীচিকা! সব মিথ্যা! গতে কে কবে অসাধু সংগ্রামে জয়ের সিংহাসন লাভ পেরেচে! তুই সেই অসাধুপথচারিণী, বিশ্বাসঘাতিনী, শ্রেয়ঃ এ ব্রহ্মাণ্ডের কোন পবিত্র আধারে স্থাপিত হয় বরং নিজকর্ম্মে বিঘ্নকর যজ্ঞের অনুষ্ঠাত্রী হ'য়ে স্বহস্তে আপনি হুতি দান ক'রেচিস্! আবার, আবার মঙ্গল চাস্? রাক্ষসি, পুণ্যাশ্রমস্থ যে শান্তিবারি নিজ সন্তানের কল্যাণে ণ ক'রেচিস, সে আজ বিদ্যুৎপূর্ণ কালান্তক বিষে পরিণত । সেই শান্তি-সলিলই আজ রক্ষকুলের সংহারদূত হ'য়ে য়ী ভয়ঙ্করী মৃত্যুপুরী প্রদর্শন করাবে! শান্তি—প্রতারণার বিষে অমৃত! নরকে প্রবৃত্তি! অলীক—আকাশকুসুম—না! দূর হ, আমার আশ্রমসান্নিধ্য হ'তে দূর হ! এ পুণ্য

জ্যোতির্ম্ময় আশ্রম, তিমিরপ্রকৃতিময়ী রাক্ষসীর বিহারক্ষেত্র ন
স্বর্গীয় বীণানিকৃত বিচিত্র মধুর সুরে কখন তেকীর বে
মক্ মক্ ধ্বনি শ্রুতিমদ হয় নাকি ঐ দেখ চণ্ডালিনি! দ
শান্তিবারি হ'তে সংহারের রক্ত-আকাশে জলজটাধারী মহারুদ্রে
ললাটাগ্নি কিরূপ ধক্‌ধক্ শিখায় প্রজ্বলিত হ'চ্ছে! অ
নিস্তার নাই!

নিকষা। অন্তর্য্যামী প্রভো! আমার অন্যায়ের পাপা
আমার আজীবন দগ্ধ করুক, কিন্তু নিরপরাধ রক্ষকুলকে ঋষিসু
ক্ষমায় আপনি রক্ষা করুন। আমি জান্‌তাম না, প্রভ
মহাসমুদ্রে এ বাড়বাগ্নির মহাতরঙ্গ সহসা উত্থিত হবে
বুঝেছিলাম, রক্ষকুলের অলঙ্কার রাবণ যেমন আমার প্রাণাধি
ঋষিবর! সেইরূপ, রাবণ আপনারও প্রাণের প্রিয়! কেননা আ
যেমন তার জননী, তেমনি আপনিও তার জনক! হয় ত বি
কোন কারণে আপনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হ'য়েচেন, আবার স
আপনি তাকে স্নেহের চক্ষের কোমল অঙ্কে স্থান দিবেন। আ
এই অপ্রত্যাশিত ধারণা—স্থিরাত্মিকা বুদ্ধি আমায় আপ
নিকট হ'তে অনেক দূরে এনে ফেলেচে! তাই আজ অ
জগতের নিকট পাপিনী, অবিশ্বাসিনী ও আপনার নি
বিসদৃশা লাঞ্ছিতা!

১ম ঋষিবালক। কেন মা, এমন কাজটা ক'র্‌লে?

বিশ্রবা। রাক্ষসি, সব বুঝ্‌ছি, কিন্তু কর্ত্তব্য ব'লে পি
ব্রহ্মা মহেশ্বরের একটা ন্যায়দণ্ড আছে, তাতে তাঁর এই ি

ত এবং নমিত। তার নিকট মায়া বদ্ধাঞ্জলি ও নম্রশির; াৎসল্য, পিতৃমাতৃপতিভক্তি তার তিমিরমথন উজ্জ্বল ধ্রুব-তির বহুদূরে—ক্ষীণকান্তি! সেই কর্ত্তব্যপালনই মানবের হিত মহাব্রত, তার সুপ্রশস্ত উদার মুক্ত প্রান্তরে—যেমন হিময়ী করুণার শীতলা প্রবাহিনী বিবিধ রঙ্গ-ভঙ্গিমায় তী, তেমনি কঠোরতার পাষাণস্তূপোদগীরিত মহা-নীলোজ্জ্বল শিখা দিঙ্মণ্ডলব্যাপিনী নভোস্পর্শিনী। সেই ায়া-বৈরাগ্যের সমরক্ষেত্র! দস্যুশক্র-সংস্পর্শহীন! সেখানে জীবের—আর সমপ্রাণ সখা পরমাত্মীয় পরিবারবর্গ ও সন্তানের সম আদর! সম সহানুভূতি! একদর্শীতাই কার দর্শন! ঘৃণা, লজ্জা, সামাজিকতা, লৌকিকতার বন্ধন কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য আত্মত্যাগী দয়ার্দ্র মহাযোগী, কর্ত্তব্য স্বার্থপর—নিষ্ঠুর জীবজিঘাংসু জল্লাদ! সত্য, রাবণ পুত্র—স্নেহের প্রীতির আদরের মমতার সুকোমল কুসুমের নির্ম্মল পরিমল, কিন্তু সে হেন পুত্র—দেবদ্বিজমুনিঋষিযোগী-বেদনিন্দক, পরপত্নাপহারী, পরশ্রীকাতর, সঙ্কীর্ণমনা রক্ষো-রী! এক পক্ষে কর্ত্তব্য যেমন তার নিকট মার্জ্জনা সৌম্য মরীমূর্ত্তি, আবার সেই কর্ত্তব্য তার নিকট অমার্জ্জিতা তামসীচ্ছবি। সুতরাং সেই বিশ্বদ্রোহী পুত্রের মমতা কর্ত্তব্য পরিচালিত হৃদয়ের প্রীতি-তাজন নয়, সে বিশ্বের াহারও শত্রু, যে হেতু আমি বিশ্বকিঙ্কর—বিশ্ব হতে ার শক্তি আমাতে নাই।

নিকষা। পরম দেবতা, তাহ'লে মাতৃ-প্রাণের গতি কি?

বিশ্রবা। স্নেহের নিম্নগতি, হৃদয় দৃঢ় ক'র্‌তে না পার
মাতৃ-প্রাণ নিম্নগতিই প্রাপ্ত হবে। তাই তার স্থান সংসার-নরকে

নিকষা। যে স্বর্গে যে মমতার শতসহস্র অপরাধ মার্জ্জন
নয়, সে স্বর্গ অপেক্ষা জননীর সংসার-নরক অনেক শ্রেষ্ঠ!

বিশ্রবা। উত্তম, যা পাপিনি, সেই নরককুণ্ডের পুরীষ
কীটাণু হ'য়ে জন্মজন্ম অবস্থান ক'র্‌গে যা! সেথানে শত স
অগণিত রাবণের মাতা হ'য়ে সেই নরকাগ্নির করালিনী আহু
রূপা হ'গে! এই মুহূর্ত্তে দৃষ্টির বহির্ভূত হ, নতুবা বিশ্রবার তপ
তেজে মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হবি!

নিকষা। উঃ—যাই, ঋষি, ঋষি, ক্রোধে তপোতেজঃ
ক'র্‌ না! ক্ষমা—ক্ষমাগুণ তোমার ধর্ম্ম, আমি তোমার পত্নী
এখানেও তোমার কর্ত্তব্য আছে! সে কর্ত্তব্য তোমার এত ক
নয়, এত নিষ্ঠুর নয়, এত রুদ্র নয়! যাই, যাই, ধিক্ সংসা
মাতা, ধিক্ মহামায়ার মায়া, ধিক্—নিম্নগামী স্নেহ! তো
এত জ্বালা—এত সন্তাপ—এত যন্ত্রণা!

[প্রস্থান

বিশ্রবা। যাও নিশাচরি! চন্দন-তরু তোমার আশ্রয় ন
বিষবহ্নি কণ্টকক্ষেত্র তোমার লীলাক্ষেত্র! তাতঃ, তোমরা নি
তোমাদের রাক্ষসীর প্ররোচনা ধারণা ক'র্‌বার শক্তি নাই।
তোমরা এখনও আমার শাসন-রাজ্যের অধীন জীব, দণ্ডনীয় ন

সাবধান বৎস! আমার অজ্ঞাতে কোন কার্য্য আর কখন
! আদেশে প্রতিপালন ক'রো না।

১ম ঋষিবালক। আবার—রামবিষ্ণু, বোকা ঠেকে শেখে!

২য় ঋষিবালক। আবার—রামবিষ্ণু আর কারো মিষ্টি
আবার ভুল্‌ব'!

ম ঋষিবালক। এবার আশ্রম হ'তে আবার কোথায় যাবো!

য় ঋষিবালক। মা, মাসি, পিসি—সাতকুল এক জায়গায়
না!

শ্রবা। যাও, তাতঃ—অধ্যয়ন কর গে।

ম ও ২য় ঋষিবালক। যে আজ্ঞে,—মা বেটীর কি আক্কেল
ঠাকুরের নামে ডাঁহা খাঁটি মিথ্যে কথা গুলো ব'ল্‌লে!

য় ঋষি। বেটীর মুখে একটুও বাঁধ্‌ল না!

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রবা! অহো সংসারি! এখন বুঝ্‌চি, তোমার সংযম-
কত কঠোর অধ্যবসায় প্রয়োজন! জনহীন অরণ্য পর্ব্বতেও
রিত্রাণ নাই, লোকালয় বিলাসহর্ম্ম তার কি ভীতিপ্রদ স্থান!
পার যার দুঃসাধ্য, মহাপারাপার পারে তার উপায়,
ীনবন্ধু! তার কি কূলে যাবার পথ আছে? একি, ভস্মা-
গ্নিস্ফুলিঙ্গগুলি কে?

দেবগণের প্রবেশ।

গীত।

ভবান্ ভিক্ষাং দেহি—ভিক্ষাং দেহি আমরা ভিখারী।
রব রবাতত্বে—হে সম্পূর্ণ, পূর্ণকরুণা প্রকাশি॥

কাতরে করি আহ্বান, হয় রক্ষ অপমান,
ত্রিদিবে গিয়েছে স্থান, হ'য়ে আছি লঙ্কাবাসী ;—
ল'য়ে পৃষ্ঠে বেত্রচিহ্ন শিরে ক্ষীণ শিলারাশি।

বিশ্রবা। হে ব্যথিত দেবকুল ! আপনাদের আগমনে বি-বার আশ্রম পবিত্র হ'ল ! এই ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা, আপনাদের আজ্ঞা-কারী দাস ! কি ক'র্তে হবে, আদেশ করুন ?

ইন্দ্র। অন্তর্য্যামী তুমি ঋষিবর, কি কবে অমরগণে,
জান মনে বুঝি ত সকলি,
কি বেদনা পায় দেবগণ ! জান তপোধন,
পুত্র তব দুরাত্মা রাবণ হ'তে !
আমি ইন্দ্র স্বর্গরাজ,
হই আজ রাবণের পুষ্পবাহী দাসের অধম !
দণ্ডধারী আপনি শমন—র'ন্ অশ্বশালে !

বিশ্রবা। শ্রুতি রুদ্ধ হও—রুদ্ধ পথ বন্ধ কর সুমেরু ভূধর।
হও শান্ত বরেণ্য বাসব, লোকমুখে শুনি ইতিহাস সব,
বুঝায়েচি কত মরীচিকালুব্ধ দুর্ভাগা পুত্রেরে,
তবু নাহি স্মরে মম বাণী,
পুনঃ শুনি, চিন্তামণি হ'য়ে রাম অবতার
দুরাত্মা সংহার হেতু—বিশাল সমুদ্রসেতু,
ক'রেচেন শিলার বন্ধন। এবে রণ—রক্ষ সহ বানরের
আছে স্মৃতি, লোক প্রজাপতি দেন বর রাবণেরে,—
নর ও বানরে যবে হইবে মিলন—

করিবে যখন রক্ষ সহ রণ,
তখন নিশ্চিত রাবণ মরিবে—
রক্ষবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে,
কয় সবে সেই ধ্বংস-রণ না কি এবে উপস্থিত !
ভ্রান্তিহীন ঋষিবাণী,
ধ্রুব সত্য চির দিন,
কিন্তু মুনি, অহুদিন যন্ত্রণার বৈদ্যুতিক প্রবল দাহনে—
নাহি মনে হয় কভু এ জ্বালার হবে ব্যবধান !
গুণধাম রাম, মোহ ঘোরে অন্ধকার মায়াদ্বারে
বিস্মৃতির কপাট আবরি—রন্ গুপ্ত কে নিজে আপনি !
নর ঋষি, অবিনাশী যিনি নিরঞ্জন
সত্য সনাতন, যাঁর ইচ্ছার মহিমা—
কোটী সূর্য্য, কোটী চন্দ্র, কোটী কোটী জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
কোটী কোটী মহাশক্তিসমন্বিত কোটী ভূমণ্ডল।
লয়ে লয় সৃষ্টি ক্রীড়া—মহাসমুদ্রের বক্ষে—
ক্ষুদ্র তরঙ্গের মত। তিনি কি অক্ষম,
রক্ষবংশ ধ্বংসি ত্বরা নিভাইতে এ বিগ্রহানল ?
হ'য়ে নর অবতার—ধরি মানবের রীতি-নীতি—
অগতির গতি কি প্রকাশে লীলা,কে বুঝিবে সাধ্য কার !
তাই ঋষি, ব্রহ্মমূর্ত্তি তুমি আত্মত্যাগী পুরুষ উত্তম,
আসিয়াছি ব্যথিত হৃদয়-থালে—
ল'য়ে সাশ্রু ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি,

লও—উপহার দেহ ভিক্ষা,
ভাগ্যহীন দীন পরাধীন দেবগণে!

বিশ্রবা। সঙ্কেত বু'ঝতে নারি,
দানবারি, মুক্ত ভাষা করহ প্রয়োগ,
ভোগী, ভোগ্য বস্তু কিবা বল হে তোমার?

ইন্দ্র। দেবের মঙ্গলযজ্ঞ—
রক্ষবংশ ধ্বংস কর,
মহর্ষি দধীচি যথা দেবের কারণ
জড়দেহ করি বিসর্জ্জন—
করিলেন মহাযজ্ঞ এক স্বার্থ ত্যাগ
মহামন্ত্রে হইয়ে দীক্ষিত।
তেমতি হে ঋষি;
তুমি নিজপুত্র সহ রক্ষ বংশ-ধ্বংস হেতু—
কর এক যজ্ঞ-অনুষ্ঠান।

বিশ্রবা। অতি গুরু হ'তে গুরুতর—গুরুতম!
বিশ্বহিতে দেবের কল্যাণে,
নিজ প্রাণে দিতে বিসর্জ্জন—
সহস্রলোচন, বিন্দু অবসর নাহি মানি!
কিন্তু পিতা হ'য়ে পুত্রবেধ মহাযজ্ঞ আর—
কোন্ রূপে হবে অনুষ্ঠিত?
তাহে হবে না কি সমাজের মহাবন্ধ—
নারকীয় ধূম্রাচ্ছন্ন কালিতে অঙ্কিত?

ঋষিবর ! রক্ষ-অত্যাচারে বিরাট বিপ্লব—
প্রকৃতির অতি নিম্ন সাগরের তল,
অতি উচ্চ অভ্রভেদী গিরি শৃঙ্গদেশ,
সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়াছে কি না, হের ধ্যান-নেত্রে প্রভু !
যেন এক ভূকম্পন, নিদারুণ আলোড়ন,
মহাগ্নিতে মহাদেশ—হইয়ে জাগ্রত
বজ্রকণ্ঠে নিনাদিত—"নবযুগ অভ্যুত্থিত"।
হে বাসব, হ'ক যুগ-শেষ
নবযুগ নবমূর্ত্তি ধরি আসুক আবার,
কিন্তু প্রকৃতির চিরনীতি রহে অঙ্কে তার।
ব্রহ্মবিদ্ তুমি বিজ্ঞতম্
সংযম সাধনে হ'য়েচ ইন্দ্রিয়জয়ী,
লোকাতীত তুমি—সেবিকা তোমার প্রকৃতি আপনি,
প্রকৃতির তুমি নহ অনুগামী !
তোমার কাহারে ভয় ?
কর ঋষিবর !
বিশ্বহিতকর যজ্ঞ, কে পুত্র তোমার ;
কেবা আত্ম এ ধরা'পরে ?
রক্ষ ঋষি ! নিরাশ্রয় জনে।
রক্ষ দেবগণে ! ধরাত্রাণে পুত্রমেধ মহাযজ্ঞ,
দেব-বিধি—ঋষি-বিধি—শাস্ত্র-বিধি হবে ;
কেহ না নিন্দিবে, মায়ামগ্ন জীবে মাত্র অজ্ঞ বলিবে !

সমাজ ধরিবে এ আদর্শ মহাচিত্র লোক-শিক্ষা হেতু!
দেবের আদেশ!

বিশ্রবা। দেব-ইচ্ছা—বিধি-ইচ্ছা—ইচ্ছাময়
দীনবন্ধু! ইচ্ছায় তোমার বিশ্ব!
কে আমি বুদ্‌বুদ্—ইচ্ছার সমুদ্রে তব,
যাই ভেসে—যাব' ভেসে—তরঙ্গে তোমার!
দেবের আদেশ—বিধির আদেশ—
করি অনুষ্ঠান পুত্রমেধ-মহাযজ্ঞ আজ!
মায়ার পাষাণ বক্ষে—কর্ত্তব্যের আগ্নের অক্ষরে—
মুদ্রণ করিব লিপি—ঋষি-স্বার্থত্যাগ!
এই ঋষি-স্বার্থত্যাগ!

দেবগণ। ধন্য ধন্য ধন্য তুমি ধন্য মহাভাগ!

[সকলের প্রস্থান

প্রেমমঙ্গলের প্রবেশ।

প্রেমমঙ্গল। গীত

কোনটী তোমার প্রিয় করি, কোনটী তোমার প্রিয়।
আমি খুঁজবো কোথায় হেথায় সেথায়, জানছি আমি আমিই তোমার প্রি
তুমি আমার তরে রাঙাহাতে কত মন-ভুলান ছবি,
গড়েছ হে পরম দয়াল হীরের আলো তারা শশী রবি,
তুমিই আবার আমার তরে গাও দিবানিশি গান,
কিসে আমার জুড়াইবে তপ্ত দগ্ধ প্রাণ,
তুমি আমার সর্ব্বনাশে, আমি তোমার একই প্রিয়।

তোমার ভালবাসা এতই নিবিড় বয়,
যাবে গন্ধ যেমন গোকদেখান নয়,
র আড়াল কর' না ক' আমি যদি ভুলি,
ধর চোখের পরে নিজচিত্রগুলি,
তাতে আগে পাছে, আমিই তোমার প্রিয় ।

সর্বপ্রিয় ভগবান্, আমি আমায় নিয়ে তোমায় কাছে
ন, কে তুমি, আমি কে তা ত চেয়ে দেখলে না ! কিছুই
বুচি না, তাহ'লে আমি কি তোমার প্রিয় নয় ? হে আমার
হ'লে তোমার প্রিয়বস্তু সংসারে কি ? এই সর্বজনপ্রিয়
মেও কি তোমার প্রিয় বস্তু নাই ? আছে বৈকি—তবে
হবে—প্রাণ দিয়ে খুঁজ্‌তে হবে ! তোমার ভক্ত ব'লেচে,
প্রিয় জিনিষ না সংগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌লে, তোমার সাক্ষাৎ
য় না !

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[রাজসভা]

রাবণ, মন্দোদরী, শারণ, বজ্রদন্ত, রক্তমুখ, কা
নেমি, আদিনাথ, লম্বকর্ণ প্রভৃতি পারিষদগ
নিষ্কাশিতঅসিহস্তে দ্বাররক্ষকগণ,
ছত্রধারী, দূতগণ আসীন।

রাবণ। কহ কোন্ দূত রামতত্ত্বে ঘোরে,
কহ সেই, কি মন্ত্রণা করে মেষযূথ !

১ম দূত। হে রাজন্! নেহারিনু ফিরি নীরব অরির পুরী,
প্রবল ঝটিকা পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমতি—
সৌম্য স্থির স্তব্ধ গম্ভীর মূরতি ধরে!
সেইমত সব, নির্জ্জনে একাকী রাম অশ্রু-আঁখি-
ম্লানমুখ! দ্বারে জাগে দাঁড়াইয়া
স্থির হিমগিরি সম অসি করে,
সৌমিত্রী লক্ষ্মণ! কালান্তক যম সম আরক্ত উজ্জ
সহ দূতগণ, নল, নীল, অঙ্গদ, সুগ্রীব, পবননন্দন-
আর আর যোধগণ—সবে নিমগন একযোগ ধ্যা
সম্মুখে রাখিয়ে যেন লেলিহান
নভস্পর্শী এক বহ্নীর অনল!

জলে ধূ ধূ সেই বহ্নিশিখা,
তাহারি অক্ষরে লেখা—এই "প্রতিহিংসানল"
এ অগ্নি জ্বলিবে আপ্রলয়—রক্ষের ধ্বংসের হেতু !
ভীত সকলে। দুর্ব্বল দুর্ব্বল দূত,
ভীত ভীরু অরিদূত হেরি !
নাহি স্থান দুর্ব্বলের রক্ষের সভায় !
হও দূর রক্ষসভা হ'তে,
নয় অস্ত্রাঘাতে হবে ছিন্নশির। (হননোদ্যত)
নাশ প্রাণ, তাহে দুঃখিত না হই,
রক্ষদূত নির্ভীক সদাই, মৃত্যু কিম্বা ঘোর অপমানে,
না কহে জীবনে সত্য বিনা মিথ্যাবাণী।
জানি দূত, এ অনৃত নহে বাক্য তব,
সত্যবাদী স্বতঃ রক্ষজাতি,
কিন্তু রক্ষনীতি, থাকিতে রক্ষের অস্থিমজ্জা, ধমনীরুধির,
নাহি ধরে দুর্ব্বলতা—
হেরি শত্রুর গরিমা, স্বর্ণভাস্বর-কেতন !
না প্রশংসে শত্রুরে আপন !
বিশেষতঃ প্রভুশত্রু, তাহারি সুখ্যাতি—
নিজ প্রভুর সমীপে, অবাক্তব্য ঘোর অপরাধ !
[illegible] ক্ষমাহীন বর্জ্জনীয় সেই অপরাধী !
[illegible]ন না দুর্ব্বল !
রক্ষবংশে জন্মি আজ কিবা এর ঘৃণিত জীবন !

জান না রে ভীরু, বিপদ জীবের ভাগ্য উত্থানকারণ
সাবধান, সে বিপদে নিজে নাহি ভেব' হীন,
শতবজ্রনাদে তার নাহি হ'য়ে ভীত,
নিয়তির বজ্রলেখা-লিপি নাহি করি পাঠ,
উচ্চলক্ষ্য লক্ষ্য করি হবে আগুয়ান,
যতক্ষণ রবে ক্ষীণ দৃষ্টি নয়নে তোমার!
যতক্ষণ রবে বিন্দুস্মৃতি চেতনার দেহে!
জেন স্থির তাহে ভবিষ্যৎ পূর্ণ মনস্কাম।
নয় রে দুর্ব্বল! তব দুর্ব্বলতা-মেঘ উদয়-গগনে,
আবরিবে যশশশী প্রতিষ্ঠা-আলোক!
রবে ঢাকা চিরতরে এ বিশ্বের শেষ প্রান্ত দেশে,
গাঢ় হ'তে ঘোর গাঢ় অমার আঁধারে।

কালনেমি। শোন দূত, হয়ে মনোযোগী,
এই বীরমন্ত্র যদি পার করিও সাধনা,
নয় ত্যজি প্রাণ রক্ষমান রাখিও সমরে।

লম্বকর্ণ। ধিক্ রক্ষকালি, কেন জন্ম নিলি রক্ষকুলে।

রক্তমুখ। জাতিবৈরী হের রক্ষাধম!

বজ্রদন্ত। স্থান তব পর্ব্বত-কন্দরে।

আদিনাথ। গলায় দড়ি, গলায় দড়ি! নরকের নিষ্ঠীবন

শারণ। পালাও সত্বর এবে পর্ব্বত-গুহায়,
সাধ গিয়া বীরব্রত, লভ গিয়া জীবের জীবত্ব—
কীর্ত্তিকথা, গৌরব, সাহস,

পরে এস এ স্বর্ণ লঙ্কায়!
আসিও নিঃশঙ্কভাবে পাবে স্থান!
অহো দূত, কোথা হ'তে—অতি দুঃখ হয়
তোমা হেরি, মরি মরি রক্ষধনে—
নিঃসহায় তুমি দীন দরিদ্র ভিখারী।
যাও তপস্যায়, রাজশিক্ষা ল'য়ে শিরোপরি,
রক্ষের মর্য্যাদা পাবে পুনঃ, পরম দয়াল রাজা।
আরো শুন দূত, এ সংসার মহাচক্র বাধাহীন গতি,
কালঅশ্ব টানে অবিরাম তাহা!
সেই চক্রনেমী-বেগ সহিবারে তুমি জীব!
অটল অচল সম রবে!
তবে তব কীর্ত্তির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে—
নয় তার নিষ্পেষণে ধূলায় মিশিবে, অস্তিত্ব হারাবে সব।
দুর্ব্বলের নহে স্থান এই রঙ্গভূমি!
নাহি চায় জীব নিহারিতে দুর্ব্বলের অভিনয়,
দুর্ব্বলই ক্ষুদ্র তৃণ অস্ত্রে হেরে বিশাল বিপুল!
কাপুরুষতা তাহাদের চির সহচর!
দুর্ব্বলই দাসত্বমন্ত্রউপাসক!
হীনতা তাহাদের প্রিয় কণ্ঠহার!
জীবনের উদ্দেশ্য বিহীন জীব!
সমাজ-ধর্ম্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীচারী!
এ যেই বীরত্বই তাহাদের অভীষ্ট বিগ্রহ,

সমাজ ধরম নীতি তারা সে বিগ্রহে করি অর্ঘ্যদান-
সিদ্ধি লভি তাহার পূজায়, স্বেচ্ছায় বিহরে ভবে!
অনিমিষ বিস্ফারিত নেত্রে তারে হেরে জীব,
বীর দেব অমর-আলয়বাসী!
লঙ্কার রাবণ বিশ্বশ্রুত বীরত্বের বলে!
বীরত্ব আশ্রয় বিনা কোন' জন লভে নাই—
বিশ্বের সম্মান। দিনকর শ্রেষ্ঠ তেজোশালী,
নরকেও কর করে বিকীরণ, কে নিন্দে তাহারে!
বায়ু-বল অতি ভয়ঙ্কর, পুরীষেও বহি
নাহি অপবিত্র হয়! সব শোভা পায় বীরে!

১ম দূত। হে রাজেন্দ্র মহারাজ, আনি প্রভু,
বীরত্বই সুমধুর আদি কাব্য জগৎ সৃষ্টির!
যে বীরত্ব-বলে সৃষ্টিপতি বিধি—
এ সৃষ্টি গঠিল, সে বীরত্বে
মহাকাল সেই সৃষ্টি সংহারিবে পুনঃ!
বীরত্বই যশঃ—কীর্ত্তি, বীরত্বই শান্তি-সুখ—
প্রত্যক্ষ নিহারি, আজ বীরত্বেরি বলে—
প্রভু স্থির ধীর নিশ্চল শরীরে—
পুত্র যাঁর বীরবাহু হ'লেও নিহত!
বীরত্বের নহি আমি বাদী,
নহিক বীরত্বহীন, চিরদিন দীন বীরত্বপূজক—
আপনারি মহাশিক্ষাগুণে!

কিন্তু বাগ্মী প্রভু, স্বীয়-দোষ-পর-দোষবিৎ,
দেখুন বিচারি, সত্যবাণী নির্ভয়ে বর্ণন—
নহে কি বীরত্ব তাহা ?
বাহুবল মাত্র নহে বীরত্ব কখন ?
মনোবল বীরত্বের মস্তক-ভূষণ !
মহাবীর এক এক যতি,
মহাবীরা যে রমণী সতী,
ক্ষুদ্রপাখী চাতকেও বীর বলি মানি,
ক্ষুদ্র প্রাণী প্রাণপাত হইলেও বিনা বৃষ্টি বারি—
অন্য বারি নাহি করে পান !
কি বীরত্ব তাহার মহান্ !
যাক, নাহি ফল এ বাদানুবাদে,
রাজ-আজ্ঞা যবে "নির্ব্বাসন"
বীরত্ব সাধনে, চলিলাম সে আজ্ঞা পালনে !
মহারাজ ! রক্ষ আমি রক্ষের সন্তান
বীরত্বই সমাদরি বীরত্বই প্রাণ !

[প্রস্থান ।

...র দূত ! রক্ষ তুমি, বীর্য্যবান—
...র-বংশোদ্ভূত, না ভেবো বিপদ, করি আশীর্ব্বাদ—
...ক সদা জীবনে মরণে এ বীরত্ব অভিমান
...নের ঐশ্বর্য্যরূপ ।
...বণের অই একমাত্র অভীষ্ট দেবতা

সম্ভ্রম-বিধাতা রাজ্যদাতা জীবন-আশ্রয়!
অস্তিমশয্যায় করিব শয়ন যবে—
অই একমাত্র রবে অনুগামী আত্মীয় সুহৃদ মোর।
তাই তারি পূজা হেতু আজ আপ্রাণের ভূধর—
দাববাড়বাগ্নিজ্বালা সম—
পুত্রশোক-জ্বালা—স্তরে স্তরে চিত্তকাষ্ঠ
দহে—হৃদে জ্বালাইয়া দিগ্দাহ হইয়া
রহে বাঁধা সংযম-শৃঙ্খলে এ প্রমত্ত করী!
হায় রে বিধাতঃ! সবি পার তুমি!
অন্তর্য্যামি! কেমনে বুঝিব—
অদৃষ্ট-ভূগর্ভ মাঝে কোন খনি—
অনবস্ত মূল্যবান্ কিম্বা তুচ্ছ ঘৃণ্য হেয়!

শারণ। মহারাজ! লঙ্কার রাবণ!

রাবণ। বটে রে শারণ, লঙ্কার রাবণ আমি,
দিক্‌জয়ী ত্রিদিববিজয়ী।
বিশেষতঃ কুবেরে জিনিয়া এনেছি পুষ্পকরথ,
বটে বটে তুচ্ছ চিন্তা কভু নাহি আমাতে সম্ভবে?
রক্তমুখ!

রক্তমুখ। কি আদেশ প্রভু!

রাবণ। বাজুল!

কালনেমি। প্রিয় বৎস রাজেন্দ্র!

রাবণ। জয়কর্ণ!

কর্ণ। মহারাজেশ্বর!

ণ। বজ্রদন্ত!

র। রাজ্য-পিতা—

। আমি আজ যথাযোগ্যজনকে যথাযোগ্য সম্মান
নিজ বীরত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে সকলকে সমা-
নের অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রচি। আশা করি, এই মহা
কালে আমার সম্মান ও রুচী এই দুইটী সমজ্ঞানে তোমরা
রবে। আরও আমি তোমাদের নিকট ব'লতে পারি,
জাতির সম্মান—আমাদের পূর্ব্বপুরুষার্জ্জিত নয়, রাবণের
ও তপস্যার ফলে এই রক্ষ সম্মান-তরু রোপিত বর্দ্ধিত ও
। সেই রাবণ আজ কালচক্রে হতমান হতপুত্র ও
ভক্ষণীয় নরবানর আজ রাবণের বক্ষে উপবেশন ক'রে
শোণিত পান ক'রচে। তার হৃদয়ের অস্থিগুলি তাদের
ভগ্ন ক'রে উত্তমরূপে চর্ব্বণ ক'রচে! আমাদের মার্জ্জিত
তি শত চেষ্টায় নানা মন্ত্রণায় অকৃত্রিম উদ্যমে তাদের প্রতি
অক্ষম হ'য়ে মনোভাব গুপ্ত রেখে মৌখিক বাক্যে
প্রতিষ্ঠা রক্ষা ক'রচে মাত্র। এই সত্য কিনা? বৃদ্ধ
তুমি জান, রাবণের হৃদয়ের উদ্দেশ্য কি ছিল? তুমি
রাবণের মন্ত্রগুপ্তিকে প্রধান অভিভাবক রূপে রক্ষা
চ'! আজ সেই রাবণের সব ব্যর্থ! সম্মান-কীর্ত্তি-
ংসা প্রভৃতি ষোড়শকলা পূর্ণচন্দ্রমা ক্ষয়প্রাপ্ত হ'চ্চে

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। রাজা, রাজা, স্থির হও, মস্তিষ্ক স্থির কর! ম
বিকৃত ক'র না! ত্রিলোকবিজয়ী সম্রাট! গন্ধর্ব্বকন্যা চিত্রা
যে গৌরব-কণ্ঠহারের প্রত্যাশায় তার চিরসর্ব্বস্ব প্রকৃতিপূ
সতীত্বরত্ন তোমায় উৎসর্গ ক'রেছিল, আজ সে তার শেষ প্রতি
বেশ পেলে! বেশ দান ক'র্‌লে! দুর্ভাগ্য জীবকে এত হীন ক
তুমি এরি পূর্ব্বে ব'লেচ', আমি রাবণ! সেই রাবণ তুমি? বল,
দুর্ব্বল!! ভবিষ্যৎ হীনতার দর্পণে আপন মুখ দর্শন ক'র্‌তে ক'র
বল—আমি সেই রাবণ—আজ এই হ'য়েচি; নরবানরের যুদ্ধা
লঙ্কার বিজয়-গৌরব-পদ্ম আহুতি দিয়েচি! পুত্র পৌত্র আ
নিকট আত্মীয়গণকে শত্রুর প্রীত্যর্থে উপহার দিয়েচি! আপ
যুগার্জ্জিত বীরত্ব-কীর্ত্তি লঙ্কার মহাসমুদ্রে বিসর্জ্জন দিয়ে
মণিশূন্য বিষদন্তভগ্ন দুর্ব্বল ভুজঙ্গ, তবে তুমি কোন্ অহঙ্কারে—
প্রশ্রয়ে—কোন্ সাহসে—আজ সসাগরাধিপতি মহারাজ রাব
সিংহাসনে উপবেশন ক'রে সেই দেবজয়ী মহাত্মা রাবণের প
সিংহাসন অপবিত্র ক'র্‌চ? বলি এই রাজ্যে—এই রাজ-সভা
মহারাজ রাবণের অনুগৃহীত ভক্ত কি কেউ নাই, আজ যে র
রাবণ নামে পরিচয় প্রদান ক'রে মহারাজ রাবণের গৌরব-পদ
ভূলুণ্ঠিত ক'র্‌বার ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত, তার উপযুক্ত শাস্তি প্র
করে? সকলে নীরব কেন? রাবণের রাজসভা ব'লে?
রাবণের সভা নয়! যদি রাবণেরই সভা হ'ত, তবে পৃ

ণ্য মহাবীর সেই মহারাজ রাবণ কৈ ? যে রাবণের বক্ষে নরবানরে তাণ্ডব নৃত্য ক'রচে, যে রাবণের স্বর্ণলঙ্কার মহাসমুদ্র আজ বানরে উল্লঙ্ঘন ক'রে ত্রিলোকবাসীর নী উৎপাদন ক'রছে, যে রাবণের স্নেহরাজ্যের কোমল কে নরে বানরে আজ অকালে বৃন্তচ্যুত ক'রচে, সেই সর্ব্বত্র সমাদৃত বীরত্বাভিমানী মহারাজ রাবণ কোথায় ?

। সন্তানহারা দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্যা উন্মাদিনী ব্যাঘ্রি ! বণ নিশ্চিন্ত নয় ? সে রাবণ আজ পুত্রহন্তার ত্তরই বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করচে !

দা। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, বিশ্বজয়ী লঙ্কার রাবণ তুমি এত তাই পুত্রহন্তার নাম লোপ না ক'রে কিম্বা নিজে পুত্রের না হ'য়ে কতকগুলি হীনমন্ত্রী ল'য়ে পরামর্শ-সভার শক্তিহীন কল্পনাজল্পনায় প্রমত্ত রয়েচ ! কে জানত দার্থ, এত ক্ষীণ, ভীরু, এত অন্তঃসারবিহীন, এত জড়, বর্জ্জিত; তুমি ভুবনবিজয়ী লঙ্কার রাজা ! তোমার রিপু তোমার শিওরে—জয়ডঙ্কা ঘোষণা করচে, কুসংস্কারাপন্ন জ্যোতিষীর মত দিকশূলরিক্তা,যাত্রানাস্তির লক্ষায় তোমার কর্ত্তব্যের তীব্রকষাঘাত উপেক্ষা করচ ! নিষ্ঠুর ! তুমি না বীর ? তোমায় না ত্রিলোকের লোক ন ভয় করে ? তার বুঝি এই নিদর্শন ! জ্বালার বুঝি নান ! উঃ, যে জ্বালা কি ভয়ঙ্করী ! কি দাহিকাময়ী ! চ কি ? না-না, তুমি বুঝতে পারবে না, যদি বুঝতে

পারতে, তা'হলে তুমি পুত্রশোকজ্বালায় প্রবল দাহন এতক্ষণ কি সহ্য করতে পারতে? তার জন্য এ অসার মন্ত্রণার অপেক্ষা করতে? যখনই শুনেছিলে, একটা শৃগাল সিংহশাবকের প্রাণবিনাশ করেছে, তখনই যে তুমি মৃত্যুর মৃত্যু হ'য়ে পুত্র-নিহন্তাকে মৃত্যুপুরীতে প্রেরণ করতে! কিন্তু সে স্নেহ কোথায়! সে মমতার আকর্ষণ যে শিথিল তোমার মহারাজ! তুমি তা করবে কেন! তোমারত দুটী একটী পুত্র নয় রাজা, তুমি যে বহুপুত্রের পিতা, আমার যে মাত্র দুটী—স্নেহ কাঙালিনী আমি সেই দুটীর মুখ চেয়ে পৃথিবীর সব সুখে জলাঞ্জলি দিতে পেরেছিলাম, তার একটী গেল! যাক, তারজন্য একমুহূর্ত্ত ভাবি নাই, দিতে হয় আর একটীও তোমার প্রীত্যর্থে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তুমি? প্রতিহিংসার কি করচ! ভাল, নাই কর, কিন্তু আমি দুর্দ্ধর্ব মহাবীর রাবণের বনিতা, পুত্রশোকবিহ্বলতাকে কিছুতেই দূর করবার শক্তি আমাতে নাই! আমি এই শোকজ্বালার অবসানের জন্য নাবালক পুত্র সুবাহুর হস্তধারণ ক'রে প্রকৃতিপুঞ্জের আশ্রয়বর্ত্তিনী হবো! আমি মহাবীর রাবণের পত্নী সিংহের রমণী, কেউ আমায় উপেক্ষা করবে না। সকলই আমায় আশ্রয়হীনা রাবণপত্নী ব'লে আমার সহায় হবে! যে প্রতিহিংসা—যে জ্বালায় মর্ম্মবিদারী প্রদাহ ভুবনজেতা লঙ্কায় রাবণের দ্বারা নির্ব্বাপিত হল না, দেখি, সেই জ্বালামুক্তির ভিক্ষা ত্রিজগতের সমষ্টিভূত মহাবীরের নিকট পাই কি না!

[বেগে প্রস্থান।

রাবণ। ধর, ধর, পুত্রশোকোন্মত্তা ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীকে ধর, কে আছ, রক্ষবীর প্রস্তুত হও, যে জালায় আজ লঙ্কার রাজা দগ্ধ, সরলপ্রাণা সুকোমলা তন্বী পুত্রবতী জননী আত্মহারা সৌন্দর্য্যবিহীনা, উন্মাদিনী, সেই জ্বালা বা তা হ'তে তীব্র জালাকে এই মুহূর্ত্তে সেই পুত্রহন্তাকে প্রদান করে আস্‌তে পারে, যাও, অক্ষত ছলে—অদ্ভুত বলে—বৈচিত্রময় কৌশলে যে যে রূপে ক্ষমবান্ হতে পার, তা উদ্‌ভাবন কর, বিশেষ পুরস্কৃত হবে! আজ অনভ্যস্ত বিনয়ের সহিত সত্য বল্‌চি, সে আমার বন্ধু, সে আমার সখা ; সে আমার মিত্র, সে আমার পিতা! অহো—চিত্রাঙ্গদা, শোকোন্মাদিনী বিবর্ণা প্রতিমা, আজ কোন্ শক্তির আলোড়নে তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের মহাবক্ষ পুনঃ আলোড়িত ক'রে গেলে! অহো পুত্রহন্তা! এখনও হর্ষোৎসাহে কালাতিক্রম কর্‌চে! জান না দুর্বৃত্ত, আমার কি জালা! বোঝ না নির্ম্মম, সীতাবিরহিত যন্ত্রণার কি রুদ্ধ রুদ্র প্রবাহ! অহো সীতা—সীতা—কাল বিষধরি, তোরই গর্ভে মহাজালার উৎপত্তি! আরে অগ্নিপ্রবাহিনি, আজ তোকে স্বহস্তে সংহার করে হৃদয়ের জালা আগে দূর ক'র্‌ব। লঙ্কাবাসীর জালা দূর ক'র্‌ব। তারপর পুত্রনিহন্তা অত্যাচারী রামকে হত্যা ক'রে প্রাণসহায়া প্রাণাধিকা চিত্রাঙ্গদার শোকাপনোদনে অগ্রসর হবো! দুরাত্মা রাম, প্রাণের জালা কি ভয়ঙ্কর দেখ।

[বেগে প্রস্থান।

মন্দোদরী। হায় হায় শোকাতুরা চিত্রাঙ্গদা, ভগিনি, কি কর্‌লে কি কর্‌লে! জ্ঞানহারা হ'য়ে ইন্ধনে এমনি অগ্নিদান কর্‌লে যে নিজে-

দের সর্ব্বনাশের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত কর্‌লে না! হায় হায় ভগিনি, স্বামীর প্রতি নলকুবেরের অভিশাপ কি তুমি জ্ঞাত নও? পরনারী স্পর্শ ক'র্‌লেই যে তাঁর মৃত্যু হবে! কি করি, যাই, উন্মত্ত সিংহের গতি যেরূপে রুদ্ধ ক'র্‌তে পারি, তারি উপায় করিগে।

[বেগে প্রস্থান।

কালনেমী। পার, পার, পন্থায় অগ্রসর হও! সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দাও, মহাবীর ভাই মেঘনাদকে সংবাদ দাও।

আদিনাথ। মহারাজ যা বল্লেন, এগিয়ে পড়! দাঁও, দাঁও, বিশিষ্ট দাঁও! মামা—মামা, আর একটা বাগানবাড়ী জমা নাও, মাথা ঘামানার সুবিধা হবে! ওরে বাপ্ রে, রাবণ রাজা সখা ব'ল্‌বে! হাম লাগে গা! হাম দেখে গা! মহারাজ রাবণকা মিত্র হোগা—কুচ্ পরোয়া নেই, হাম রাম্‌সে দেখে গা!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[অশোক বন]

শূর্পণখা ও চেড়ীরক্ষিতা সীতা আসীনা।

চেড়ীগণ। গীত।

আয় আয় সীতে রাজার ঝি।
তোর মুখে আল্‌তা মেখে গায়ে অশোক ফুলে সাজিয়ে দি॥

ওগো তোর কি ভাগ্যি গো, রাজার হ'য়েছিস্ রকম বয়া,
আর আর উতর নয়নে কাজর দি, যে রকম তোর পাগলকরা,
তোর রকম সকম, দেখি যে রকম, হ'য়ে থাকি মরম মরা,
ওগো তাতার কি এত পরম নিধি, থাক্ না তাতার হ'য়েছে কি।

১ম চেড়ী। আয় দি আঁচরি কেশ, পরাই মোহন বেশ,
তোর মনের কথা কি বল্ না শেষ?

২য় চেড়ী। কি হ'লে লো রাজা মন পাবে?
বল্ না খুলে তাতে কি দিতে হ'বে?

৩য় চেড়ী। সোণা দানার কথা থাক্ না,
হীরের মণির কথা হোক্ না।

৪র্থ চেড়ী। কি বোকা মেয়ে বোন্
রাজার সেরা মহিষী হবে তাতেও উঠে না মন।

১ম চেড়ী। ওলো এ যৌবন জুয়ার জল চিরদিন রয় না,
ভোগের ক'দিন ভোগ ক'রে নে হ'স্ যদি সেয়না।

২য় চেড়ী। মধুর মধুর মধু পানে, রাজার সঙ্গে ফুলবাগানে,
কত বন উপবনে, কত সুখ পাবি মনে মনে।
এক নিয়ে ছাই কি ক'র্‌বি!
এক যদি যায় ম'রে, তখন পথে ব'সে কাঁদ্‌বি।

৩য় চেড়ী। কি রাজী?

৪র্থ চেড়ী। রাজী, রাজী, দেখ্‌ছিস্ না চোখ মুখ,
ফুলে উঠ্‌চে সাত হাত বুক।

বল্ না বল্ না, এখনি দাদাকে ডেকে আনি,
তোর একটী কথায় দাদা ক'র্‌বে তোকে পাটরাণী।

সীতা। মঙ্গলময়ী দেবি মা প্রকৃতি রাণী! আমার মঙ্গলময় ভ্রাতৃমাত্র সহায় শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গল বিধান কর।

১ম চেড়ী। ছুঁড়ি দেমাকে মট মট।

২য় চেড়ী। ওতে হবে না, ওতে হবে না, মিষ্টি কথায় পীরিত জম্‌বে না। বলি ওলো ছুঁড়ি সীতে, যা বলি শোন্, মহারাজ রাবণকে ভজ্‌তে হবেই হবে।

৩য় চেড়ী। নৈলে দেবতা—দানব কারও সাধ্য নেই যে, তোমাকে এ পুরী হ'তে বের কর্‌তে পারে।

৪র্থ চেড়ী। কি রাজী?

১ম চেড়ী। রাজী হও ত হও চাঁদবদনী, নৈলে রাজার হুকুম জানই ত—তোমার বক্ত পিলে উরুর বেশ নরম নরম মাংস! তোমাকে দেখে অবধি আমার খেতে বড় সাধ! রাজী হও ত হও, নৈলে আজিই খেয়ে ফেল্‌ব'।

২য় চেড়ী। মেটেলি, মেটেলি—আমাকেও দিস্ বোন্।

৩য় চেড়ী। ছুঁড়ির হাড়ের ভিতর মজ্জার মধু বড় মিষ্টি, বড় মিষ্টি! আর আর, তোর পিঠের হাড় কখানা নিঙ্‌ড়ে মজ্জাটা চুষে নি।

৪র্থ চেড়ী। ঠিক কথা, ঠিক কথা আন্ আন্ মদ আন্, ক' জনে ভাগাভাগি ক'রে খেয়ে ফেলি। ধেই, ধেই, ধেই, আয়, আয় মজা ক'রে খাই।

গীত।

চেড়ীগণ। হাঁ হাঁ হাঁ—খাঁ খাঁ খাঁ—অহো হো মরি মরি,
কেমন নধর নধর মাস দেখ্‌লেই জিভে সরে জল।
ইচ্ছে হয় গিলে ফেলি ছুঁড়ির কোথা রাখি কোথা খাই বল্।
নরম গায়ের নরম হাড়, কড়মড়িয়ে খেতে কত মজা,
যৌবনের গরম গরম রক্ত খেলেই বুক তাজা,
নে লো নে দাঁতে ছিঁড়ে ছুঁড়ির হাত খানা,
ঠোঁট দুটো ছিঁড়ে নিয়ে ছ্যাঁচপোড়া ক'রে খানা,
জিভ টেনে নাড়ি ভুঁড়ি বার কর,
উপ্‌ড়ে খাব মাই দুটো সর সর সর,
হ'ল না যখন রাজার ভোগ, আমাদেরই তাই ভাগ্যির যোগ,
ওরে খেয়ে সারি রোগ, আর করি ওরি মত রূপ চল্ চল্।

সরমার প্রবেশ।

সরমা। ছিঃ ছিঃ ওকি ক'র্‌চিস্ চণ্ডোদরি! ছি, ননদিনি! কি ক'র্‌চ? ব্রাহ্মণের মন্ত্রপূত ব্রগমণ্ডিত যজ্ঞবেদীর উপর ষ্ঠীবন ত্যাগ ক'র্‌চ? এই কি তোমাদের মহারাজাধিরাজ লঙ্কাধিপতির আজ্ঞা না কি? আমি যতদূর জানি, তা ত মহারাজের াদেশ নয়, তবে কেন তোমরা একান্ত পীড়িতা পতি-বিরহিতা রকরলাঞ্ছিতা বিশুষ্কমুখী অভাগিনীকে এরূপ কঠোরভাবে র্য্যাতন ক'র্‌চ? তোমাদের হৃদয়ে কি প্রাণ নাই? সেই প্রাণে পরের হৃদয়-বেদনা নিজের হৃদয়ের মত জ্ঞান কর্‌তে পার না? ারও আশ্চর্য্য যে, এতদিন অগ্নিতুল্যা তেজস্বিনী সতী সীতার

আমার ধর্ম্মের কাঙাল দুস্থ স্বামীকে পদাশ্রয় দান ক'রেচেন, আর তুমি মাতৃ-মূর্ত্তি—এই স্বামী-বিরহিতা পরপোষিতা অনন্যোপায়া অভাগিনীকে তোমার পদমূলে স্থান দিয়ে করুণার স্নিগ্ধ কিরণ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত ক'র্‌চ। দয়া ক'রে প্রভু রাম আমার ভ্রাতৃপদদলিত সম্মানচ্যুত জন্মভূমিবর্জ্জিত নির্ব্বাসিত স্বামীকে সখা ব'লে একটা দুর্ম্মূল্য গৌরবের সিংহাসনের রাজা ক'রেচেন, আর তুমিও মহাদেবী আমা হেন ক্ষুদ্রা অনাথিনী রক্ষ-উপেক্ষিতা রমণীকে সখী ব'লে একটা মহাসম্মান দানে সাম্রাজ্যের একচ্ছত্রা মহারাণী সাজিয়েচ? এত সৌভাগ্য কিসে লাভ ক'র্‌লুম! ভাব্‌লেই সব ভুলে যাই! তখন যে মনে হয় সখি! ভক্তের প্রতি ভগবানের এই মহাদান! এ দানের প্রতিদান-স্বরূপেই আমরা স্বামী-স্ত্রীতে স্বচ্ছন্দচিত্তে বৎস তরণীকে তোমাদের পাদপদ্মে দান ক'রেচি! আবার ভাবি, একে প্রতিদানই বা বলি কেন, আমরা স্বামী-স্ত্রীতে পুত্রবাৎসল্য-স্বার্থের বশীভূত হ'য়ে এক বিপুল স্বার্থ সাধন ক'রেচি। স্বামী ভগবানের পদাশ্রয় লাভ ক'র্‌লেন, আমি মা ভগবতী তোমার স্নেহ-করুণা পেলাম, কেবল পুত্রই কি তাতে বঞ্চিত থাক্‌বে? তাই তাকে উভয়ে মিলে প্রভু রামচন্দ্রের করে সংহার করিয়ে বৈকুণ্ঠের স্থান অধিকার ক'র্‌তে দিলাম। স্বার্থপর আমরা, আমাদের স্বার্থসাধন, আমরা ক'রেচি! তোমারা কেন নিমিত্ত হবে না! তাই যদি না হবে, তাহ'লে ভেবে কেন দেখ না লক্ষ্মি! কোন্ পিতা পুত্রের পরিচয় না দিয়ে নিজপুত্রের মৃত্যুর কারণ হ'য়ে নিজে

সমাধিস্থভাবে পুত্রের মৃত্যু দর্শন ক'রতে পারে ? কোন্ মুগ্ধজননী পুত্রহারা হ'য়ে শোকের স্রোতস্বতী অশ্রুধারায় না ভেসে এরূপ অচঞ্চল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে জননি !

সীতা। সরমা, সরমা, সখি ! তুমি দেবী, তুমি সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে ! তোমার তুলনা পার্থিব সামগ্রীর সহিত হয় না ! বাস্তব জগতের তুমি নিত্য নির্ম্মল প্রতিমা ! যে বিশ্বাসে ত্যাগের শেষ-সীমায় যাওয়া যায়, সে বিশ্বাস স্বর্গীয়—সে বিশ্বাস মুক্তিপথের সহচর,সে বিশ্বাস শান্তিরাজ্যের দূত। সখি,সে বিশ্বাস তুমি সাধনায় আয়ত্ব ক'রেচ ! তাই তুমি হেলায় পুত্রঘাতিনী নৃসংশা সীতাকে ক্ষমা ক'রতে পেরেচ, নতুবা সাধারণ পুত্রবতী মাতা এ ক্ষেত্রে কারেও মার্জ্জনা করে না ও ক'রতে পারেও না।

সরমা। মা, ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,মুখম্লান ক'রো না ! আমার তরণী ভাগ্যবান পরমধার্ম্মিক বিভীষণের পুত্র, গৌরবশালী ; সে আজ তোমাদের কৃপাদৃষ্টিতে উজ্জ্বল বৈকুণ্ঠের অধিবাসী হ'য়েচে ! আমি তার গর্ভধারিণী তাই আমি তার গর্ব্বে গর্ব্বিতা—ভাগ্যবতী ! কেন সখি ! অনুতপ্ত হও !

সীতা। সখি রে, কেন যে অনুতপ্তা হই, সে কথা কি তোমায় বলি নাই ? ভগিনি ! আমি এই জগতে সকলকেই দুঃখ দিবার নিমিত্ত, আর নিজে কেবল দুঃখ উপভোগের জন্যই জন্মগ্রহণ ক'রেছিলাম। যখন যেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েচি, তখনি আমাসর্ব্বনাশিনীর সমাগমে সুরম্য কুসুমিত কুঞ্জকানন শুষ্ক হ'য়ে গেচে, রাজভবন বিবর্ণ ম্লানকান্তি হ'য়েচে। এমন

শান্তিরাজ্য অশোকবনও শ্মশানচিতাগ্নির নীলধূমে আচ্ছন্ন হ'চ্চে আমার নিমিত্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রতাশ্রমী স্বামীর এই কষ্ট! লঙ্কার মহাসমরে অভাগিনী আমি আমার প্রতিষ্ঠার জন্য ভীষণ রক্ত মহাসমুদ্রের সৃষ্টি হ'চ্চে! কত শত্রুর সহিত কত মিত্রের মর্ম্মন্তুদ সংহার-নাটকের অভিনয় হ'চ্চে! কেন সখি! এখনও কেন এই ছিন্নসৌন্দর্য্য সংহারিণী সীতার মৃত্যু ঘটেনি। যে প্রকৃতির অমঙ্গলরূপা, যা হ'তে ভস্মবৃষ্টি, ধাতুবৃষ্টি পতিত হ'য়ে এই স্বভাব-সুন্দরী সম্মানসম্পদ শালিনী স্বর্ণলঙ্কা আজ ছারখারে যাচ্চে,যে খলরূপিণী বিষময়ী সর্পিণীর মহাবিষে আজ আত্মীয় সুহৃদাদি সকলেই সন্ত্রস্ত, সে সৃষ্টি নাশিনীর ধ্বংসের এত বিলম্ব হ'চ্চে কেন? সখি রে, না জানি অদৃষ্টে আরও কি আছে! হয় ত রাক্ষস রাবণের প্রাতর্ভোজনেই এই দেহ উৎসর্গিত হবে! আর ত সময় নাই সখি! রাক্ষসকথিত দ্বাদশমাস সময়ের দশমাস অতীত! এখনও যখন এই জীবমেধ মহাযুদ্ধের শেষ হ'ল না, তখন এই চির দুর্ভাগিনী সীতার অদৃষ্টের পরিণাম কি গাঢ়-দুঃখ-মসীময়, তা কি বুঝ্‌চ' সতি! কি হবে সরমা! (ক্রন্দন)

সরমা। মহামহিমময়ী মা মহাদেবি ভগবতি! একি মা, এ যে আশ্চর্য্য হ'চ্চি! তুমি মহাবীর অমোঘবিক্রমশালী পুরুষসিংহ শ্রীরামের বনিতা হ'য়ে পথ-পতিত ক্ষুদ্র তৃণের মত এত লঘু হ'চ্চ কেন জননি! নিজেকে নিজে বুঝে পরের নিকট আত্ম-শক্তি গোপন করা মা কোন্ বিনয়ের নীতি? এত বিনয় তোমার?

সীতা। এ কোনও বিনয়ের নীতি নয় সরমা, এ আমার

ভগবদ্দত্ত দান! তাঁর এই অমূল্য দানের বলেই এ দুর্ভাগিনী সীতা আবাল্য অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রেও এ কঠিন দেহ এখনও ত্যাগ ক'র্‌তে পারেনি। সখি রে! তোমায় যে আমি আমার করুণ-জীবনের ইতিহাস অনেক দিন অনেক ভাবেই বর্ণনা ক'রেচি, তাতে কি তার দিনের,পলের, পৃষ্ঠার কোনও ঘটনা-ছত্রে দেখেচ যে, সীতার কোন দিন কোনও সময়ের জন্ত চোখের জল না প'ড়েচে! সখিরে! (রোদন)

সরমা। ওকি, ওকি, কি ক'রচ সখি! আমি যে তোমার সান্ত্বনা দান ক'র্‌তে এলুম, আর তুমি কাঁদ্‌চ? কেঁদ' না কেঁদ' না সখি! (অশ্রুমোচনোদ্যত)

দ্রুতপদে রক্ষঃকুমারী বেশে ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। ওকি, ওকি, তুমি আবার ক'রচ কি? ধ'রো না, ধ'রো না, পড়ুক, পড়ুক, সতীর অশ্রু ফেল্‌তে দে মা, সতীর অশ্রু ফেল্‌তে দে! ও চোখের জল নয়, চোখের জল নয়, তরল আগুন! না হ'লে সোনার লঙ্কা ভস্ম হবে কিসে? শুধু রামের বাণে লঙ্কা ধ্বংস হবে না মা, তাতে সতীর অশ্রু-আগুন মিশুতে হবে! মিশুতেই হবে, মিশুতেই হবে!

সরমা। চুপ, চুপ হতভাগি! ব'ল্‌ছিস কি? দুরন্ত রক্ষচরেরা একথা শুন্‌লে তোকে কি রাখ্‌বে?

ভগবতী। আমি সে ভয় করি নি। যে মর্‌বার ভয় করে না, সে যমকে ডরাবে কেন?

সীতা। সরমা, সরমা, এ জলন্ত আগুনের মধ্যে এ ননীর পুতুল কে সখি! এই কুসুমকোমল-লাবণ্যের স্বর্গীয় বিভাবতী অনবদ্যাঙ্গী, রক্ষবালিকাটী কে? আহা, কি অনৈসর্গিক জ্যোতিঃ। (দৃষ্টিপাত)

সরমা। সখি, এই বালিকাটী রক্ষবংশোদ্ভূতা, পিতৃ-মাতৃ-হীনা, পরদুঃখ দুঃখিতা, ত্রিজটা চেড়ীর প্রতিপালিতা। বালিকা নিজ স্বভাবসৌন্দর্য্যগুণে এই রক্ষপুরীর প্রত্যেকের নিকটেই চির পরিচিতা ও আদৃতা।

সীতা। সখি, বালিকা ভালবাস্‌বারই চিত্র বটে! আহা, এই সজীব আলেখ্যখানি পিতৃ-মাতৃহীনা দরিদ্র! শুন্‌লে ব্যাকুলতা স্বতঃ এসে ব্যথা দান করে!

সরমা। সখি! ভগবান্ বালিকাকে একপক্ষে দীনা ক'র্‌লেও অপর পক্ষে বিশিষ্ট সম্পদশালিনী ক'রেচেন। তিনি বালিকার ঐ ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাঁর অপ্রমেয় মহার্ঘ রত্নগুলিকে অযাচিতভাবে দান ক'র্‌তে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নি! তাই বালিকার ধর্ম্মে আনন্দ, অধর্ম্মে বিরক্তি, পাপে ঘৃণা, পুণ্যে স্ফূর্ত্তি, বিপন্নে দয়া, আর্ত্তে মায়া চিরপ্রিয়! সত্যের জয়, মিথ্যার ক্ষয়, স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা ওর মহানন্দের, স্পৃহার সামগ্রী!

সীতা। সখি রে—এ পাপ নরকেও পদ্ম ফুটে! আয় মা, আয় মা, আমার কাছে আয়! তোকে স্পর্শ ক'রে আমার জ্বালার শরীর শীতল করি আয়! (গ্রহণোদ্যত)

ভগবতী। মা—মা, আমার মা পাষাণী হ'য়ে আমায় ছেড়ে

দিয়েচে! তুই আমার মায়ের মতন, তুই আমার মা হবি? এই পাড়ার ছেলেরা সকলে মা বলে! আমার মা ব'লবার কেউ নেই মা!

সীতা। মাগো, আমারও অবস্থা তাই! জন্মে কখনও মা দেখি নি! চিরদিনই "মা মা" ক'রে কাঁদ্‌চি। তাই মা,তুই বালিকা হ'লেও তোকে মা ব'লে ডাক্‌তে আমার সাধ! মা হবি না মা, বল ত মা, তোমার নামটী কি?

ভগবতী। আমার নাম, আমার নাম, অনেক নাম! পাড়ার ছেলেরা বলে—নিলি, মেয়েরা বলে দিলি, ত্রিজটাবুড়ী বলে বলি, যত সব মিন্‌সে বলে খেদি, আর ঐ দাঁড়িয়ে র'য়েচেন ঐ উনি, উনি বলেন লীলাময়ী।

গীত।

আমার যে যা বলে যে নামে।
সে নামে আমি গো বুঝি আর যে ডাকে বুঝে সে নামে॥
নামেতে কি আসে যায়, যে মনে ডাকে আর আর,
আমি তার হ'য়ে হায়, নড়ি না ক' কোন খানে।
কান্না আমি ভালবাসি, কেঁদে কেঁদ ছুটে আসি,
কাঁদতে পারলে সুখে হাসি, আপনার প্রাণে প্রাণে॥

সরমা। ঐ মা, মহারাজ আস্‌চেন, এখন যাই সখি, আবার আস্‌ব এখন।

[প্রস্থান।

উলঙ্গ খড়্গ হস্তে ক্রোধোন্মত্ত রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। কৈ? কৈ রক্ষকুলের অজগরী! কৈ সে রূপ-

যৌবনের আবরণীতে আবৃত—রক্ষবংশের ধ্বংসমূর্ত্তি! এই যে—এই যে, সেই কামচারিণী ছদ্মপ্রদৃষ্টা যমকিঙ্করীর ন্যায় সংহার শ্মশানকাষ্ঠস্থ গোপবিষ্টা! মুগ্ধ সৌন্দর্য্যে লুব্ধ হ'য়ে এতদিন পিশাচী, তোকে চিন্‌তে পারি নি, কিন্তু চক্ষুষ্মান্ দশানন রাবণের বিংশতি চক্ষে কতক্ষণ তুই লুক্কায়িত থাক্‌বি! এবার চিনেচি এবং বুঝেচি, তুইই এই রক্ষকুলনাশের প্রধান আগ্নেয়াস্ত্র! তুইই এই রক্ষপুত্রবতী জননী ও অনাথা বিধবাবর্গের একমাত্র মর্ম্ম-বিহারী তপ্ত অশ্রু! তুইই লঙ্কার সর্ব্বনাশিনী। আয় রাক্ষসগ্রাসিনী নীচা হেয়া চণ্ডালিনী, আজ তোকে সংহার ক'রে লঙ্কার কুটিল বক্র কণ্টক উৎপাটিত করি আয়! তাহ'লে এক শরে দুই লক্ষ্য-ভেদ করা হবে। এক লক্ষ্যে তোকে নাশ ক'রে লঙ্কার সর্ব্বনাশ, নাশ, দ্বিতীয় লক্ষ্যে—আজ যে পুত্রশোক-শেলের আঘাতে লঙ্কার রাবণ আমি জর্জ্জরিত ব্যথিত আর্ত্ত হ'য়েচি, সেই পুত্রশোক শেলের ন্যায় পত্নীশোক-শেল সেই পুত্রহন্তার হৃদয়ে নিক্ষেপ ক'র্‌ব! বুঝুক পুত্রহন্তা রাম, শোকের জ্বালা বাড়বাগ্নির ন্যায় কি তীব্র, কত তীব্র! (হননোদ্যত)

ভগবতী। (সীতার ক্রোড় হইতে উত্থানপূর্ব্বক) ভয় কি মা, ভয় কি! ও কি তোমায় মার্‌তে পারে! রাজা, রাজা, এমন কাজ ক'রো না! সতী যে সকল জাতির উঁচু! তাকে ছুঁলে পাপ হবে। (হস্তধারণ)

রাবণ। এই পাপ! দূর হ, দূর হ,—সরে যা সীতা! এ সময় বাক্যচপলতা ভাল লাগে না। আর দুর্ব্বিনীতা সীতার কিছু

ন্তই পরিত্রাণ নাই ! কিছুতেই পরিত্রাণ নাই । (হনবোস্তত)

ভগবতী । কি বল্লে ? কাপড়ে কি আগুন বাঁধা যায় রাজা, াপড়ই পুড়ে ছাই হ'য়ে যায় । ভয় কি মা !

[বেগে প্রস্থান ।

সীতা । ভয় ক'র্‌ব কেন মা ? কারে ভয় ক'র্‌ব ? আমি ।লোকবিশ্রুত মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ অমিততেজা পরন্তপ ।াবীর শ্রীরামের ধর্ম্মপত্নী হ'য়ে—আমি আবার কারে ভয় ক'র্‌ব ? ত্যুপ্রার্থী রাক্ষস আপনারই মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা ক'র্‌চ ? কৈ আমায় ার্শ কর দেখি, তাহ'লেই সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হবি ! মনে ক'রিস্ না, ই ষোড়শশত রমণীর সর্ব্বনাশ সাধন ক'র্‌তে সক্ষম হ'য়েচিস ব'লে, ।রামের স্ত্রীকে স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বি ? এমন শক্তি তোর নাই । াবরাজ ইন্দ্রের স্ত্রী শচীকে হরণ ক'রেও রক্ষা পাবার সুযোগ ।তে পারিস্, কিন্তু আমাকে স্পর্শ ক'র্‌লে তোর ধ্বংস নিশ্চয় ।র জানিস্ । দুরাত্মা পরনারীপীড়ক সতীত্বাপহারক চোর ! ই সতীর মহিমা কি বুঝ্‌বি ? জীবনে কি কখন সতীর মূর্ত্তি দর্শন 'রেচিস্ ! তাই আমি আজ তোকে সেই সতীমাহাত্ম্য দেখাবার ন্তই তোর এই সর্ব্বনাশিনী লঙ্কাপুরীতে স্বেচ্ছায় প্রবেশ ক'রেচি ! তুবা কি অন্যায়্ তুই, সতী সীতার কেশ স্পর্শ ক'রে রথে তুলে ।কে লঙ্কার আন্‌তে পারিস্ ? না সিংহ-রমণী এরূপ শৃগাল-করে াবদ্ধ হ'য়ে এই অশোক বনে রুদ্ধ থাক্‌ত ! রে হ্‌তভা পূরীবলোহী ।তুর ! দেখেছিস্ কি, গোমুখী-নিঃসৃত গুরুগম্ভীর স্রোতপ্রবাহ ?

এর গতি রুদ্ধ ক'র্‌বার শক্তি থাকে শত ঐরাবতের শক্তি নি
সেই শক্তিরূপা পুরুষসিংহ শ্রীরামশক্তির সমীপে অগ্রবর্ত্তী হ।

রাবণ। বটে ধূমাবতি! লঙ্কার ভাগ্যপন্থায় সূর্প হস্তে কাক
ধ্বজরথারূঢ়া হ'য়ে বিহার ক'র্‌ছিস্ বটে! তোর অলোকসামান্য
সৌন্দর্য্যের মোহে এতদিন সব সহ্য ক'রেচি! তোর রূপের হুত
শনে পুত্র পৌত্র আত্মীয় সুহৃদ্‌সহ লঙ্কার সর্ব্বস্ব মহামহাযোদ্ধা
বীরগণকে সহাস্যে আহুতি দিয়েচি! কিন্তু আর না, ভ্রম তিরো
হিত হ'য়েচে! কালনাগিনি, এখন বুঝ্‌ছি, তোর সংহারে
লঙ্কার বিগতশান্তিশ্রী পুনরাবর্ত্তন ক'র্‌বে। নতুবা যে গোধূলি
ললাটে যে গৌরব সূর্য্যের অস্ত, তার আর সমুদয়ের আশা নাই
আয় দুর্ব্বিনীতে—(হননোদ্যত)

দ্রুতপদে মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) বজ্র এত নিষ্ঠুর হ'চ্চ কেন
তুমি কি পতনের পূর্ব্বে আত্মপর বিবেচনা ক'র্‌তে শেখ নাই
তুমি কি বুঝ নাই যে, এ পতনে তোমারই ধ্বংস নিশ্চয়! মনে ক
মহারাজ! নলকুবেরের অভিশাপ! পরপুরুষানভিলাষিতা সতী
নারীস্পর্শে যে তোমার অনিবার্য্য মৃত্যু—তা কি মনে নাই
আর অগ্নি জ্বালিও না! যে আগুন জ্বালিয়েচ, তারি জ্বালায় লঙ্কা
ছারখার হ'চ্চে! লঙ্কাবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার অশ্রুর প্রবাহে ভেসে
যাচ্চে! জ্ঞানবীর! ক্রোধে আবার কি ক'র্‌তে ব'সেচ! চল, এখন
চৈত্য প্রাসাদে চল; চিত্ত স্থির ক'র্‌বে চল, তারপর যা ক'র্‌বে

হয়—তোমার বিবেক তোমায় যে পথে চালায়, তাই ক'র্‌বে। আর আমার উপর জ্বালা দিও না মহারাজ!

রাবণ। আচ্ছা, বেশ তাই ক'র্‌ব! চল, চল, তোমার কথাই উত্তম, কিন্তু মন্দোদরি ঐ মৃত্যুময়ী সীতার জীবন হত্যাই আমার পুত্রশোক-জ্বালা উপশমের একমাত্র মহৌষধি! যে কোনরূপে ঐ পাপচারিণীর প্রাণসংহার চাই, চাই, চাই।

[মন্দোদরী সহ প্রস্থান।

সীতা। শৃগাল! তুমি সিংহের মর্য্যাদা নষ্ট ক'র্‌তে চাও! সীসক তুমি স্বর্ণের সম্মানলাভে প্রয়াসী! কুক্কুর, তুমি যজ্ঞীয় হবিঃ অভিলাষী! কৈ—কৈ—রে—কামচারী লম্পট! আয়, আয়, সতীর বিস্ফোরকময় গাত্রে কৈ—একবার তুই তোর কলঙ্কিত হস্ত স্পর্শ ক'র্‌বি আয়! দেখ্‌ সতীর তেজঃ! সেই তেজে তোর পাপদেহ ভস্মরেণু হয় কি না তাই দেখ্‌!

বেগে প্রমীলার প্রবেশ।

প্রমীলা। একি মা, ফুল্লকুলে একি বিশ্বপ্রদাহিনী বিজয়শ্রী! মৃত্যু সঞ্জীবনী সুধায় একি জননি, জ্বালাময়ী কালকূটের কালান্তিকা নীলাভা! এ সর্ব্বনাশিনী সংহারিণী মূর্ত্তি ত' কখন মা, তোমার দেখি নাই! মা, মা, আত্মসম্বরণ কর। আত্মসম্বরণ কর। অগ্নিস্রাবী ক্রোধকুণ্ডে আত্মসংযমসলিল সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত কর।

সীতা। দুরাত্মা, আমি সংসারাদর্শ রাজর্ষি জনকের কন্যা, ইক্ষ্বাকুলোজ্জ্বল ইন্দ্রসখা দশরথের কুলবধূ! জগতের তমোদীপক

মহারথী ধনুষ্পাণি শ্রীরামের অঙ্কশায়িনী, এ সত্ত্বেও বিধাতা আজ আমায় অরণ্যচারিণী ক'রে তোর গৃহে বন্দিনী ক'রেচেন কেন,তা কি জানিস ? কেবল জগতে অক্ষুণ্ণ সতীমর্য্যাদা প্রদর্শনের জন্য! আজ তুই ক্ষুদ্র পতঙ্গ, সতীকুলের প্রহরিণী আমি, আমার জলন্ত ক্রোধকুণ্ডে যখন আহুতি দান ক'রতে এসেচিস্, তখন তোর আর অব্যাহতি নাই! (প্রমীলার প্রতি) কে মা,তুই, রক্ষতরুর পবিত্র ব্রততী, আয়—আয়, সতী তুই গো—তোকে কোলে করি আয়! সতী তুই, বুঝ্‌বি মা, আজ সতী-মর্য্যাদায় আঘাত লেগেচে ব'লেই আমি এত ব্যাকুল হ'য়েচি! আমার ব্যথা তুই বুঝ্‌বি মা! আর কা'কে জানাব! এ ব্যথায় ব্যথিত কে হবে মা! আয়—আয়—সতি, আহা হা সতীর অঙ্গ কি শীতল! (প্রমীলাকে আলিঙ্গন)।

প্রমীলা। জননি! আমি তোমার দাসী।

সীতা। কি ব'লিস্ মা সতি, সতী—কৈলাসের ভগবতী! সতী স্বর্গে বশিষ্ঠের অরুন্ধতী! সতী মর্ত্তের সাবিত্রী মহাদেবী! সেই সতী তুই, তুই—বিশ্বের নমস্যা! আমারও আরাধ্যা! তুই আমার দাসী কি মা, আমি তোর দাসী। তোর পদধূলি যে যে স্থানে পতিত হ'য়েচে, সেই সেই স্থান জগতের রমণীবৃন্দের এক একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'য়েচে!

প্রমীলা। আনন্দিতে! মহাসতী তুমি, এতদিন এমন ভাবে বুঝিনি, আজ তোমায় এ অন্ধকারে উজ্জ্বল কিরণরেখা দেখে সতীর যে কি উজ্জ্বলিতা জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভা তা প্রত্যক্ষ ক'রেচি। এ

কোমল ফুলের মধ্যে মূলশক্তির মহিমা প্রত্যক্ষ দর্শন ক'রেচি। আর লুকাই না মা, আমাদের পতিভক্তি—আর তোমার পতিভক্তি, কূপ আর মহাসমুদ্র! আমরা পৌত্তলিকা সাকারবাদিনী সংসারবাসিনী, আর তুমি নিরাকার ব্রহ্মবাদিনী তপোবনবাসিনী মহাযোগিনী। মাগো, অশ্রুমোচন কর না, আমার সঙ্গে চল, চল মা,পদাশ্রিতা দাসীকে কিছু পতিভক্তি শিক্ষা দিবে চল! নৈলে ছাড়্‌বো না, তোমার পদে আত্মঘাতিনী হবো! স্বর্গের কুসুম তুমি,এত হতাদরে থাক্‌বে কেন? তোমার স্থান উন্মুক্ত দূর্ব্বাক্ষেত্রে নয়, ভক্তের আরাধিত বিগ্রহের মস্তকে! এস জননি, আমায় কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত কৃতার্থ ক'র্‌বে এস।

সীতা। মা প্রমীলা, সতি, চল মা, উন্মত্ত ভাবাবেগে অধীর হ'য়েচি, স্থির হই গে। তবে জননি,আমি তপস্বিনী ব্রহ্মচর্য্যধারিণী এটী যেন মা, তোমার স্মৃতির বাহির না হয়।

প্রমীলা। না মা, তোমার ব্রত ভঙ্গ হবে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[চামুণ্ডার মন্দির-প্রাঙ্গণ]

ভৈরব ও ভৈরবীগণের প্রবেশ।

গীত।

ভৈরব। হর হর হর, ব্যোম ব্যোম ব্যোম, সংহার ভোলা চির উদাসী।

ভৈরবী। মা মা মা মা, রক্ষ স্থিতিময়ী লীলাবতী, লীলা বিকাশি॥

ভৈরব। (বাবার) বৈরাগ্য-ভস্ম অঙ্গে, নির্বিকার ভূতসঙ্গে,
সদানন্দে সদা শ্মশানচারী,

ভৈরবী। (মা) আসক্তি-ভূষণসাজে, প্রবৃত্তিসঙ্গিনীমাঝে,
নিত্যবিরাজে লীলাবিহারি,

ভৈরব } আমরি বৈরাগ্য নীরে মায়ার অনলধারে, নিভায় তাহার—
ভৈরবী } আলো লাবণ্য বিনাশি।

ভৈরব। বিদূরি তামসী-ভ্রান্তি, দানিতে অমিয়শান্তি, সর্ব্বত্যাগী দেব-দিগম্বর,

ভৈরবী। করুণায় পড়ি ঢলি, "জগত আমার" বলি, কোলে ধরি মা যে নিরন্তর,

ভৈরব ও } বৈরাগ্যে মায়ার খেলা, শিব-শিবানীর লীলা,
ভৈরবী } নেহারিতে আমরা গো সদা অভিলাষী।

মহাদেব ও ভগবতীর প্রবেশ।

ভগবতী। ধূর্জ্জটি, আরও কেন নিস্ফল ভবিষ্যৎ আশা শূন্য হৃদয়ে বহন ক'রে বেড়াচ্চ! এখনও দুরাত্মা রাবণের মমতা ত্যাগ কর! আর রক্ষা হবার নয়, আজ কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছিল, শুনেচ কি?

মহাদেব। কি পার্ব্বতি, কি ? লঙ্কায় সর্ব্বনাশ ত পদে পদে নিরীক্ষণ ক'র্‌চি সতি।

ভগবতী। সতীর অশ্রুতে ত অশোককানন কর্দ্দমাক্ত হ'য়েচে ! তা হোক্ সে ত' আর নূতন নয়, তার উপর তোমার পরম অনুগত অনুগৃহীত ভক্ত সেই সতীকে আজ সংহার ক'র্‌তে গেছ্‌লেন ! কেবল সতীর ইচ্ছায় সেই সর্ব্বনাশের চিত্র রক্তভূমিতে অঙ্কিত হয় নি, কুলকুণ্ডলিনী নিজবলে আত্মরক্ষা ক'রেচে।

মহাদেব। বল কি কাত্যায়নি ! আমার ভক্ত হ'য়ে আমার গুরুপত্নীর প্রতি এরূপ দুষ্ট সংকল্প করেছিল ! আমি যে কল্পনার আসনেও এরূপ ধারণার স্থান দিতে পারিনি ! আরে কুলাঙ্গার [illegible]হীন পশু, শিবশক্তির আনুগত্যে আমার গুরু রামশক্তির জয়-আশা ! তুই বাহুবলে ত্রিলোকবিজয় ক'রেছিলি ব'লে সতীর মনের বল ক্ষয় ক'র্‌তে চাস্ ?

ভগবতী। আরো ভাব বিশ্বনাথ ! সতী তোমার কত আদরের ধন ! তুমি তাল অনুভব কর্‌তে পার্‌বে, তুমি এই সতীর নিমিত্ত কি না ক'রেচ ! আত্মা হারা হ'য়ে আমার দেহ স্কন্ধে ল'য়ে "হা সতী হা সতী" ক'রে কত যুগ পথে পথে কেঁদে কত ঘুরেচ ? সে দিন কি মনে নাই ! সে অবস্থা স্মরণ কর। আরও বিশ্বেশ্বর, আরও [illegible]রণ কর, আজ প্রভু শ্রীরামেরও সেই অবস্থা কি না ? পত্নী-[illegible]রহের যন্ত্রণায় প্রভু আমার কি অবস্থায় কালযাপন ক'র্‌চেন ! [illegible]ার এ দিকে সতীর অবস্থা ! পতিবিচ্ছেদবিধুরা অনশনকৃশা, [illegible]ম্মা কৌষেয়বাসিনী, দীনা মূর্ত্তিমতী করুণা আজ চোখের জলে

ভাস্‌তে ভাস্‌তে মাত্র সতীমাহাত্ম্যের উজ্জ্বল আলোকরেখার পানে চেয়ে আশার বুক বেঁধে বসে আছে! আহা, ব্যাধতাড়িতা হরিণীর দশা দেখেচ ত? ঝঞ্ঝাহতা লতিকার অবস্থা দেখেচ ত! ছিন্নশতদল মৃণালের দুর্দ্দশা দেখেচ ত!

মহাদেব। দেখেচি ভগবতি, আর দেখিও না, বিধিমতে দেখেচি। দেখেচি—আর বুঝেচি—ক্ষমা নাই! আশুতোষের অসীম ক্ষমা—দুর্বৃত্ত অনাচারী পাপিষ্ঠের কৃতকার্য্যে আজ সসীম হয়েচে। আরে ক্ষুদ্রচেতা, অকৃতজ্ঞ, ভেবে দেখ্, তোকে কতদূর স্পর্দ্ধার কাঞ্চনতত্ত্বায় উত্থিত ক'রেছিলাম! তোর কত অমার্জ্জনীয় অপরাধ মার্জ্জনা ক'রেছিলাম; যখন তুই আমার প্রদত্ত রুদ্রশক্তির অমোঘ বিক্রমে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্রকে পুষ্পচয়ণ ও মালাকর কার্য্যে নিয়োগ করেছিলি, তখন তোকে ক্ষমা ক'রেচি, যেদিন তুই ধর্ম্মরাজ কৃতান্তকে অশ্বপালকরূপে অশ্বশালে অশ্ব-পরিচর্য্যায় বাধ্য ক'রিয়েছিলি, তখনও তোকে ক্ষমা ক'রতে কুণ্ঠাবোধ করিনি, যেদিন তুই সতীসাবিত্রীরূপিণী আদর্শ মহাসতী বেদবতীর দুর্লভ সতীত্বরত্নাপহরণে আত্মদান ক'রেছিলি, সেদিনও তোকে অকৃত্রিম স্নেহের দৃষ্টির দূর করিনি; এমন কি যেদিন তুই জননী জনকদুহিতা শ্রীরামবনিতা সাক্ষাৎ বিশুদ্ধতার অমলস্বরূপিণী আমার গুরুপত্নীর কেশস্পর্শ ক'রেছিলি, এমন কি হরণপর্য্যন্ত ক'রেছিলি, তখনও তোকে ক্ষমা ক'রে এসেচি! কিন্তু আর না আর ক্ষমা ক'রতে পারি না, গর্ব্বিত রাক্ষস, এবার তুই ধূর্জ্জটীর সুপ্রভ-ক্ষমার গণ্ডী অতিক্রমণ ক'রেচিস! আজ তোকে

বর্জ্জন ক'র্লাম! আজ সমাবগলঙ্কা অসীম ফেনিল-তরঙ্গময় মহাসিন্ধুর মহাগর্ভে নিমজ্জিত হ'ক—তাতে আমার কাতর আক্ষেপ কিছুই নাই! আজ ত্রিলোচনের ত্রিলোচনসম্ভূত জলন্ত হুতাশনে তোর প্রেমভক্তি-আনুরক্তি ভস্ম ক'রে চল্লাম। অহো এত অহঙ্কার! এত স্পর্দ্ধা! রুদ্র! তোমার রুদ্র নাম কেন? মহাকাল! কেন তুমি মহাকাল নাম গ্রহণ ক'রেছিলে?

দ্রুতপদে প্রস্থান।

ভগবতী। ভূতনাথ রুদ্র-মূর্ত্তিতে চল্লেন! এখন যাই, পাগল আবার ক্রোধে কি ক'র্‌তে কি করেন!

[প্রস্থান।

অদূরে মন্দোদরী ও উন্মাদিনীভাবে চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্রাঙ্গদা। কে গেল—কে গেল! জমাট ঘোরাল সূচীভেদ্য অন্ধকারের বুক চিরে কে ছুটী বজ্রদামিনী! একসঙ্গে মিশিয়ে গেল! স্থানটা যেন শূন্য বোধ হ'চ্চে—আমারি হৃদয়ের মত! মা মা—বেটি! লুকিয়েচ? পুত্রহন্তার রক্ত না দেখিয়ে লুকিলে থাক্‌লে চল্‌বে কেন? দেখাতে হবে! বীরবাহু, বাবা, আমি আজ তোমার বীরত্বগৌরবে গৌরববতী হলেও তোমার বিয়োগযন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে অক্ষম হ'চ্চি ধন? ছিঃ ছিঃ লোকে শুন্‌লে ব'ল্‌বে কি? বীরাঙ্গনার কি এই প্রাণ! চিত্রাঙ্গদা, তুমি না গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী!

মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। ভগিনি, বীরাঙ্গনা ব'লে ভগবানের রাজ্যে পৃথক কোনও রমণীজাতি নাই। এই পুত্র-স্নেহদুর্ব্বলা রমণীই মনের শক্তিতে বীরাঙ্গনা। বীরাঙ্গনা হ'লেই কি সে রমণী স্নেহ-শূন্যা করুণা-বর্জ্জিতা পাষাণী হয় বোন! তা নয়, তবে সে সংযমে অধীর হয় না, এই মাত্র প্রভেদ। কি ক'র্‌বে ভগিনি, এখন পুত্র সুবাহুর মুখ চেয়ে সকল কষ্ট, সকল দৈন্য হৃদয় হ'তে দূর কর। বীরমাতা তুমি, তোমার বীরবাহু আজ স্বর্গে—এই আনন্দ অনুভব কর। এখন চল, একাকিনী এ নিশীথকালে দেব-মন্দিরে থাকা কর্ত্তব্য নয়।

চিত্রাঙ্গদা। দিদি—দিদি—প্রাণের জ্বালায় ছুটে এসেচি, হিতাহিতশূন্যা হ'য়ে ছুটে এসেচি। সুবাহুকে ঘুম পাড়িয়ে আর স্থির হ'তে পার্‌লুম নি, অমনি বাছা বীরবাহুর মুখ মনে প'ড়্‌ল, তখনি পুত্রহন্তার প্রতিহিংসানল জ্বলে উঠ্‌লো! জ্বালায় জ্বল্‌তে লাগ্‌লুম, শীতল হব ব'লে অমনি মায়ের মন্দিরে এলুম!

দ্রুতপদে সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। মা, মা—

মন্দোদরী। এস বাবা, মা তোমার এখানে আছেন।

সুবাহু। আমায় একা শূন্য কক্ষে রেখে কেমন ক'রে এলে মা!

চিত্রাঙ্গদা। অভাগীর পুত্র, ভয় পেয়েচ বাবা!

সুবাহু। ভয় পাই না মা, ভাবিত হ'য়েছিলাম।

চিত্রাঙ্গদা। ভাবনা কি বাবা, তোর মা এখন মরবে না। চল বাবা, এস দিদি. তুমিও আমার জন্য অনেক যন্ত্রণাই পেলে।

মন্দোদরী। এখনও অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে বোন, তা বিধাতাই জানেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[কালনেমির বহির্ব্বাটী]

আদিনাথ ও কালিন্দীর প্রবেশ।

আদিনাথ। মামি, মামি, আমি ঠিক ব'ল্‌চি, তোমাকে সাম্‌নে রেখে অতি নিশ্চয় ব'ল্‌চি মামি, হামি রামাদে দেখে গা, দেখে গা, দেখে গা।

কালিন্দী। প্রথম স্বামি, "তোমার" এ শব্দটা বঙ্গভাষায় ভূষণবিহীন শব্দ, এটা পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত হওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়। ত্বদীয় শব্দটা কেমন? এটা যেন নিতান্ত প্রাচীন জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যগ্রস্ত! ও তোমারই ভাল, কি বল প্রথম স্বামি!

আদিনাথ। আরে থু থু, ও কি বল মামি, ও কি ব'ল্‌চ, যা ব'লেচ—ব'লেচ, জিভের নীচে মাথ, যেন আর না বেরিয়ে পড়ে। ছিঃ মামি, তুমি এমন!

কালিন্দী। আরে প্রথম স্বামি—

আদিনাথ। ফের—আবার! ছিঃ, আমি লোক ডাক্‌ব একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে দোব, মামাকে ব'লে দোব!

কালিন্দী। আরে মূর্খ প্রথম স্বামি!

আদিনাথ। দোহাই—দোহাই মামি, আমি ওতে রাজী নয়। ছিঃ ছিঃ মামি, আমি বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারব না। অহো হো—আমার কান্না আস্‌চে! হায় হায়—মামা শুন্‌লে কি মনে ক'র্‌বে! হাঁ মামি, কেন এমন কথাটা ব'ল্‌চ, আমি ত মনে জ্ঞানে কিছুই জানি না মামি!

কালিন্দী। আরে অর্ব্বাচীন, কি বাক্য প্রয়োগ ক'র্‌চিস? তোর নাম কি—আদিনাথ ত? আদি অর্থেও কি অনভিজ্ঞ। শোন—আদি অর্থে প্রথম ত? আর নাথ অর্থে স্বামী ত? তা হ'লে তোর সংস্কৃত নাম প্রথম স্বামী।

আদিনাথ। সে আমি নয় মামি, আমি নয়, সে সব আমার মামা, সে তোমার প্রথম স্বামী, দ্বিতীয় স্বামী, তৃতীয় স্বামী, সে তোমার সব সময়ের স্বামী! রক্ষে কর মামি, আমি অমন বদখৎ সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ সংস্কৃত নাম চাইনি, সংস্কৃত নামে এত মহিমে মামি, এতদিন আমি জান্‌তুম নি! বেটী বলে কি, আমি ওর প্রথম স্বামী! ও বাবা সংস্কৃত! এমন বিদ্যে তোমার! আহা, হা, সরলপ্রাণ পণ্ডিতগুলোর কাঁচা মাথা হজম ক'রে আবার তুমি স্বামীর সঙ্গে ভাগ্নের মিলন কর্‌তে চাও?

কালিন্দী। অহো কি দাবদাহী প্রতিভাপ! কি অনুশোচনার

দীর্ঘসমস্তা ! একশব্দের যে নানান্ অর্থ বর্ণিত হ'তে পারে এবং অপরিপুষ্টা অসম্পূর্ণা বিকলাঙ্গী ভাষার পুষ্টিবিধানার্থ যে নানান্ জাতীয় শব্দ ভাষার শ্রীবর্দ্ধনের নিমিত্ত সংযোগ করা কর্ত্তব্য, আর ভাষাই যে জাতীয় শক্তি এবং সেই শক্তির উদ্বোধন, এ যাদের জ্ঞান নাই, এমন কি এই প্রসঙ্গ ল'য়ে যারা—ভাঁড়ের ভাঁড়ামীর মত রঙ্গভঙ্গী ক'রতে কুণ্ঠা বিবেচনা করে না, সেই সকল কুসংস্কারাপন্ন নূতনত্ববিরোধী দুর্ব্বলচেতা পুরুষ ল'য়ে কিরূপে ভাষা সংস্করণ হতে পারে ! দুরাশা ! দুরাশা ! বামনের—না-না এ শব্দটা নিতান্ত অতীতযুগের। দূর্ ভস্ম—এর এ হ'তেও সংস্কৃত নাম কি ? মনে আস্‌ছে না, তবে বামনের শশিধারণের আশা ! এ দৃষ্টান্তটা নীলাম্বরে আবৃত রাখাই সমীচীন। কিন্তু আমি ক্ষুদ্রা দুর্ব্বলা নই, আমি ভাষাসংস্করণ ক'র্‌বোই ক'র্‌বো ! হিমাদ্রি যদি আমার ইচ্ছাপথের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়, দুর্লঙ্ঘ্য মহাসিন্ধু যদি আমার বাসনা-ব্যবধানের নিমিত্ত সম্মুখে এসে সমুপনীত হয়,—তথাপি উচ্চপ্রাণা মার্জ্জিতা শিক্ষাপ্রাপ্তা কালিন্দী নিবাত নিষ্পন্দ দীপশিখার ন্যায়—সমাধিস্থ মহাযোগী মহেশ্বরের ন্যায় নিশ্চল থেকে এই ভাষা সংস্করণে ব্রতী থাক্‌বে ! ইন্দ্রের বজ্র—রুদ্রের ত্রিশূল—বিষ্ণুর সুদর্শনেও ভয়প্রাপ্ত হবে না। তাদেরই সম্মুখে আমি সগর্ব্বে, কীতবক্ষে, মুক্তকণ্ঠে উচ্চনাদে, অসঙ্কুচিত ভাবে,—সগৌরবে—বেদের ভাষায় বল্‌ব, আদিনাথ নয়, আদিনাথ নয়, প্রথম স্বামী।

আদিনাথ। ও বাবা গো, ও মাগো, আমি এর কিছুই জানি না গো ! স্বামী জোর ক'রে এ অঘটন ঘটাচ্ছে। ও মাদি,

তুমি এমন হ'লে কেন মাসি! ছিঃ, ছিঃ বুনেদি ঘরের মেয়ে মাসি—এ প্রবৃত্তিটা হলো কেন মাসি! মামা—তোমার কি ক'র্লে!

কালিন্দী। শব্দার্থানভিজ্ঞ নির্ব্বোধ কুসংস্কারাপন্ন! আমি শিক্ষিতা বীরা, তোদের মত মূঢ়ের অত্যাচারে ভীতা হবো না। তাহার সংস্করণ ক'র্বো, তাহাকে দুর্মূল্য শ্রীদান ক'র্বো—যার সৌন্দর্য্য আপ্রলয় দীপ্তিমান থাকবে! নিশ্চয় সংস্করণ করবো, দ্বিতীয় সংস্করণ, তৃতীয় সংস্করণ—চতুর্থ সংস্করণ—পঞ্চম সংস্করণ!

আদিনাথ। উঃ, কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা মাসি! আচ্ছা, মাসি, সংস্করণ ত ক'র্বেই, তবে সত্য ক'রে বলত দেখি মাসি, আমার মামা তোমার কোন্ সংস্করণ?

কালিন্দী। আরে মূর্খ; এখনও বুঝিস না, ভাষা-সংস্করণ!

আদিনাথ। তা বেশ; ভাসাও, তবে মাসি তোমার পায়ে ধরি, নিজেকে ভাসাও—কিন্তু মাসি আমার মামাকে আর এ বয়সে ভাসিও না! আচ্ছা মাসি, ঐ ভাসাবার আগে আর একটা কাজ ক'র্লে হ'ত না? সেই অশোকবনের সীতের স্বামী রামা-বেটাকে রাজার পুত্রশোকের জ্বালার মত একটা জ্বালা দিতে পার! তারি বরং একটা সংস্করণ করো! তাহ'লে অর্দ্ধেক রাজ্য আর রাজার দিতে হওয়া যায়।

কালিন্দী। সঙ্কীর্ণমনা, সাহিত্যসেবিকা ভাষাসংস্কারিণীর প্রাণ অত ক্ষুদ্র নয় যে, এত তুচ্ছ কার্য্যে তার অবিশ্রামবিনিময়লভ্য অমূল্য সময়কে ব্যয় ক'র্তে প্রস্তুত হ'তে পারে? এ সব বাণী

আমার সন্নিধ্যে কেন? রাম ত একটা অনার্য্য ঋক্ষদলভুক্ত হেয়। আর সীতা—সে একটা জড় প্রস্তর নির্ম্মিতা মূর্ত্তি! যার ভোগ-বিলাসে একটা অনুভূতিই নেই, সে ত একটা বনকুক্কুরী! তা না হ'লে আশৈলাম্বয়া বসুন্ধরার ভূস্বামী মহাবীর বিদ্বান্ রাবণের বিহারসঙ্গিনী হ'তে উপেক্ষা করে! অসভ্যা—অসভ্যা! সতীত্ব বলে যে একটা অন্ধবিশ্বাসের খেল্‌নার সামগ্রী আছে, সেইটে লয়েই সে অসভ্যা উন্মত্তা!

আদিনাথ। হাঁ মামি, তা হলে সতীত্বটা কিছুই নয়, তা হলে, ওটা বল, মেয়েমানুষগুলোর চালাকি আর দম্‌বাজি!

কালিন্দী। নিশ্চয় নিশ্চয়—প্রথম স্বামী—

আদিনাথ। (স্বগত) ঐ গো ঐ গো, বেটী কিছুতেই ছাড়্‌চে না! ডাইনি পেলে না কি?

কালিন্দী। নিশ্চয়, নিশ্চয়, নতুবা যে জগতের—যে পুরুষের ষোড়শশত যুবতী উপভোগে ব্যভিচার হয় না, আজ সেই জগতের—সেই রমণীর একটী ব্যতীত দ্বিতীয় পত্যন্তর গ্রহণে ব্যভিচার! এ কোন্ সমাজকর্ত্তার আজ্ঞা! সে নিশ্চয়ই মদ্যপায়ী, কি গঞ্জিকাসেবী বা বায়ুরোগগ্রস্ত! এ বাণী কখনই সমাজে ব্যবহৃত হ'বার যোগ্য নয়, সতীত্ব—আবার কি? সতীত্ব—সতীত্ব—সতীত্ব—

আদিনাথ। সেই ভাল মামি, তুমি ওটা বাদ দিয়ে যাও, কেন একটার মধ্যে একূল ওকূল হারাবে মামি! তবে এবয়সে যাবার যা কষ্ট!

গীত।

আদিনাথ। সখি, এ যদি করিতে পার, তবে বাঁচে কত ছোঁড়া ছুঁড়ী।
কালিন্দী। শুধু ছোঁড়া ছুঁড়ী নয় ওরে চাঁদ, বাঁচেও বেতো বুড়োবুড়ী॥
আদিনাথ। কি বল গো সখি, যাতে যার যাবে মন,
কালিন্দী। হাঁ যাদু, তাতেই সে অভিলাষ করিবে পূরণ,
আদিনাথ। বাহবা—বাহবা—বাহবা—
কালিন্দী। আরো শোন যাদু, আমি শব্দ তুল্‌ব বিপত্নীক আর বিধবা,
উভয়ে। তবেই মদনরাজার বাজ্‌বে ডঙ্কা প্রেমে ভাস্‌বে নোড়া নুড়ি॥

কালনেমির প্রবেশ।

কালনেমি। না দিব্য, কি বিশ্রী জগৎ, কি বিশ্রী ভগবান! আমার অস্ত ত্রিরাত্রি আদৌ নিদ্রা নাই, আর তোমরা কিনা প্রমোদোন্মত্ত!

কালিন্দী। অহো কি অপমান, কি অপমান! স্বার্থপর! তোমার নিজের সুখ-বিলাসের নিমিত্ত তুমি অন্তের প্রমোদে ঈর্ষা আনয়ন কর! কি স্বার্থপরতা! কি স্বার্থপরতা!

কালনেমি। কাকে তুমি স্বার্থপরতা বল! বল কালিন্দি, আবার বল, তোমার স্বার্থপরতার নির্দ্দেশ কি? আমি সমস্ত বিজ্ঞান-শাস্ত্র আলোড়নে—আমার সারবান মস্তিষ্ক নিষ্পেষণে—একটা অভীষ্ট নির্য্যাস নির্গত ক'রছি, যা দেখে জগৎ স্তম্ভিত হবে, সভ্য-সমাজ স্তব্ধ হবে, বিজ্ঞানের একটা পরম আদর্শ আবিষ্কার হবে!

তাকে তুমি ব'লতে চাও কি স্বার্থপরতা ? ওঃ, এই জন্যই স্ত্রীশিক্ষার এত দুর্গতি !

কালিন্দী। বিজ্ঞান, নীরস বিজ্ঞান ! ও নীরস বিজ্ঞানে ছাই-ভস্ম কি হ'তে পারে ? যে নীরস বিজ্ঞানে তোমাকেও দেখ্‌লে আমার সরস ললিতলবঙ্গলতা প্রাণও নীরস হ'য়ে উঠে, সেই নীরস বিজ্ঞান !

আদিনাথ। ঠিক মামি, ঠিক, তোমার প্রাণ ত নীরস হবেই, আমি যে এমন কঠিন প্রাণ, তাও মায়া বিগ্‌ড়ে দেয় ! কেবল বলে—তোর গায়ে বোট্‌কা গন্ধ ! হাঁ মামি, দেখ ত, আমার গায়ে কি সত্যিসত্যি বোট্‌কাগন্ধ ?

কালিন্দী। তা আমি কিরূপে জান্‌ব' ! ঐ বিজ্ঞানবিৎকে প্রশ্ন কর্‌।

[প্রস্থান।

আদিনাথ। ওগো মামি, ওঁকে দেখ না ! চ'লে যাও কেন, ওঁকে দেখ না।

[প্রস্থান।

কালনেমি। বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সংসার-তরুর অমৃতফল ! আজ গুণিগণের মহারাজের পুরস্কার লোভে আমারই মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তার মায়াবী বিচারপ্রণালীর দ্বারা এক নূতন শিল্প আবিষ্কার ক'রেছি ! তারা মেঘনাদ দেখেই আমার শত ধন্যবাদ দান

ক'রেচে! মেঘনাদ ব'লেচে, দাদামশায়ের বিজ্ঞান-চর্চ্চা সার্থক! এখন এস রাবণ! বাবা, সখা ব'লে রাজ্য ভাগাভাগির ব্যবস্থা কর! বাবা, নিজমুখে ব'লেচ—বাপের বেটা হও ত—মরদ ক্যা বাৎ, হাতি কি দাঁত।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[অন্তঃপুর]

সহচরীগণ ও প্রমীলার প্রবেশ।

সহচরীগণ। গীত।

জয় জয় তোমারি প্রবাহিনি, উধাও হইয়ে ছোট তুমি কার পানে।
জয় জয় তোমারি লো ব্রতি, কাহার লাগিয়ে র'য়েচ নীরব ধ্যানে॥
জয় জয় কমলিনি, সদা তুমি আমোদিনী,
কাহার কারণে ধনি, বল এসে কাণে কাণে।
কে না আশা করে এ লো, এ হেন মদিরা পানে?
যাহার লাগিয়ে সখি, সবারে উন্মত্ত দেখি,
শিখাও সে শিক্ষা শিখি, এ পরাণ প্রতিদানে,
পতিভক্তি পরাভুক্তি—একমাত্র সতী জানে।

প্রমীলা। (স্তিমিতনেত্রে ধ্যান)

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। একি পদ্মচক্ষু মুদ্রিত ক'রে কি ভাবচ' প্রমীলা !

প্রমীলা। শুধু ভাব্‌চি না, একটা গুরু অভ্যাস ক'র্‌চি নাথ !

মেঘনাদ। কি অভ্যাস ক'রচ' চারুমুখি !

প্রমীলা। আজ একটী মহাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, তিনি মহাসতী ! পতিমাত্র তাঁর জীবনের লক্ষ্য, অথচ তিনি পতি-বিরহিতা। সেই পতি-বিরহিতা সতীর সতীত্বের উগ্র অনলে এক জগদেক মহাবীরকে প্রত্যক্ষ পরাজিত দেখেচি। সেই জীবগা-ফণিনীর গুরু গর্জ্জনে পন্নগারি গরুড়কেও নত হ'তে দেখ্‌লাম ! দেখে অবধি একটা যেন কি বৈদ্যুতিক শক্তি আমার শরীর মধ্যে সঞ্চারিত হ'ল ! সে যেন কি এ বিশ্ব-বিজয়িনী মহাশক্তি ! দেখ্‌লাম, অখণ্ড চরাচর সে শক্তির শ্রীপাদকোকনাদোদ্ভূত ! অমনি আত্মশক্তি বিস্মৃত হ'লাম, তার পরেই দেখ্‌লাম, আমার মস্তক তাঁর পাদপদ্মে নমিত র'য়েচে ! হৃদয় হ'তে একটা ধ্বনি কণ্ঠ হ'তে নির্গত হ'চ্চে—"মা মহাসতি, আমায় তোমার ঐ সতীত্বের কণা দান কর ! তোমার নিরাকার উপাসনায় পতিভক্তি শিক্ষা দান কর !" তিনি অমনি আমায়—"মা আমার, এই দিচ্চি নে" ব'লে দীক্ষা প্রদান ক'র্‌লেন ! প্রাণদেবতা, আমি আজ সেই নিরাকার উপাসনা কেমন ক'রে ক'র্‌তে হয়, তারি অভ্যাস ক'র্‌চি।

মেঘনাদ। প্রমোদিতে ! বল বল, সে মৃতপুত্র যজ্ঞশিখারূপিণী মহাদেবী কৈ ? তাঁকে দেখ্‌তে পাব না কি ! আমি যে জানি,

তুমিই এই একমাত্র বিপুল রক্ষকুলের মহাদেবী, তুমিই লঙ্কার সতীত্ব-সরোবরের একমাত্র প্রস্ফুটিত গৌরব-পদ্মিনী, তখন প্রমীলা, তোমার বর্ণিত সে মহাদেবী কোথায় এবং তাঁর নাম কি ?

প্রমীলা। নাম? কোথায় থাকেন? ব'লব? শুন্‌বে? না ব'ল্‌ব না, ব'লে পাছে তুমি ব্যথিত হও, না ব'ল্‌ব না, এখন তুমি এস, একবার তোমায় দেখি!

মেঘনাদ। আমায় ত প্রতিদিনই দেখ্‌চ' প্রমীলা!

প্রমীলা। দেখ্‌চি বটে, কিন্তু দেখার মত দেখ্‌তে পারিনি! তোমাতে যে কি স্বর্গীয় সুরভি আছে, তোমাতে যে কি দেব-দুর্লভ অমিয় আছে, তোমাতে যে কি সতীবাঞ্ছিত পূর্ণসঞ্জীবনীশক্তি আছে তাই দেখ্‌ব'! আজ সতীর দীক্ষায় সহিত তোমার অপূর্ব্ব ভাণ্ডারে সন্ধান পেয়েচি! তুমি এতদিন সে উজ্জ্বল রত্নভাণ্ডার আমায় দেখাও নি! তিনি আমায় আজ তা দেখ্‌বার জন্ত একটী নব চক্ষু দান ক'রে গেছেন! সেই চক্ষুতে হে স্বামিন, তুমি যে কল্পিত ভাব-রাজ্যের ও উচ্চরাজ্যের রাজরাজেশ্বর সম্রাট! অনুগ্রহ ক'রে যে দাসীরও অযোগ্য আমি, আমাকে সঙ্গিনী ক'রেচ', তা দেখ্‌তে পাচ্চি! তাই ভাল ক'রে দেখ্‌তে চাই, অনিমেষ স্থির চাঞ্চল্যহীন দৃষ্টিতে দেখ্‌তে চাই যে, কোন্ পুণ্যে আমি তোমা হেন অলভ্যরত্নকে লাভ ক'রেছিলুম।

মেঘনাদ। মদিরাক্ষি! কল্পনারও কুসুম তুমি, তোমার অসজ্জিত অকল্পিত অনবগুণ্ঠিত স্বভাবসৌন্দর্য্যে আমি সৌন্দর্য্যবান, সুখময়, পরম সুন্দর, সার্থক!

প্রমীলা। সহসা ভেরীনিনাদ কেন?

(নেপথ্যে ভেরীবাদ্য—)

মেঘনাদ। ধন্য কর্ম্মবীর বিদ্যুম্মালি! তুমি এরি মধ্যে প্রস্তুত হ'য়েচ? ধন্য তোমার উদ্যম! প্রমীলা, দুঃখিত হও না! রাজকীয় ভার মস্তকে ল'য়ে উপস্থিত আমি সুখ-শান্তির অধিকার হ'তে বঞ্চিত! আসি প্রিয়তমে! আমায় কিছু সময়ের জন্য অবসর দাও।

প্রমীলা। কেন বীর! এরি মধ্যে আবার কোন্ প্রয়োজন উপস্থিত হ'ল?

মেঘনাদ। বিশেষ প্রয়োজন প্রমীলা!

প্রমীলা। সে প্রয়োজন কি শুন্‌তে পাব না?

মেঘনাদ। বর্ত্তমানে অপ্রকাশ্য! পরে শুন্‌তে পাবে।

প্রমীলা। আমাকে তোমার বিশ্বাস হয় না?

মেঘনাদ। তোমাকে বিশ্বাস হয় না, এ অতি রূঢ় কথা প্রমীলা! আমি কখন বা কোন দিনও তোমার মুখে এরূপ কথা শুন্‌ব, এরূপ কল্পনাতেও আনি না।

প্রমীলা। তবে আমার নিকট অপ্রকাশ্য কি নাথ! শিশু-স্বভাব কৌতূহলের আকর্ষণে আমার এইরূপ বাক্য বহির্গত হয়েচে, দাসী নিষ্পাপ।

মেঘনাদ। আচ্ছা, আমি তোমার কৌতূহলকে সন্তুষ্ট কর্‌চি! কিন্তু বুদ্ধিমতী প্রমীলার নিকট আমার অভিযোগ, আমিও ঐ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে তোমার দীক্ষরাণী মহাদেবীর তথ্য জান্‌তে চেয়ে ছিলাম, তাতে তুমি আমায় বঞ্চিত করেচ, ওই

বিচারভার তোমার প্রতিই ন্যস্ত রৈল! এক্ষণে শোন, পিতার প্রীত্যর্থে কোনও কূট বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই রক্ষরিপু শ্রীরামকে পুত্রশোক-জ্বালার ন্যায় এক মহাজ্বালা প্রতিদানের নিমিত্ত আমাকে এই মুহূর্ত্তে নগর ত্যাগ ক'র্‌তে হবে; তাই এই ভেরী-নিনাদ। সখা বিদ্যুন্মালী প্রস্তুত হ'য়ে আমাকে কার্য্যকরী সঙ্কেত ক'র্‌চে! আসি চারুমতি! (গমনোদ্যত)

প্রমীলা। যাবার সময় একটা কথা বল্‌ব, রাগ ক'র্‌বে না ত?

মেঘনাদ। তোমার প্রতি রাগ! এ কোন্ অনুরাগের বিনিময় প্রিয়ে!

প্রমীলা। তবে শোন, তুমি বীর, শুধু বীর নয়—বীরাগ্রগণ্য মহাবীর! তোমার ছলনা, বীরনীতিবহির্ভূত বরং অখ্যাতি! বীর নামের কলঙ্ক।

মেঘনাদ। সত্য প্রমীলা, ঘৃণাই হয়, কিন্তু পিতৃ-আদেশ—

প্রমীলা। এ আদেশ যদি না শোন? বীর তুমি, বীরত্বের পরিচয় দাও। তাতে মৃত্যু হয়, তাতেও বীরের গৌরব—বীর নামের গৌরব! সে মৃত্যুতেও জগৎ আনন্দ অনুভব ক'র্‌বে।

মেঘনাদ। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতা হি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা। প্রমীলা, ক্ষমা কর সতি, তোমার সবিনয়ানুরোধ রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লাম না।

[প্রস্থান।

প্রমীলা। বীর, তখন যখন তুমি পিতৃভক্তির জন্ত কলঙ্ক, অপবাদ, অখ্যাতিকে ভয় ক'র না এও তোমার বীরত্ব! তোমার এ বীরত্ব-নিন্দারও আমি স্ফীতা—গর্ব্বিতা, দুঃখিতা বা কুণ্ঠিতা নই। বীর, প্রমীলা যদিও তোমার সরল ভালবাসায়, তোমার নির্ম্মল অমলিন শুভ্র প্রেমে, তোমার অক্ষুব্ধ গাঢ় অনুরাগে তোমার অনুরাগিণী, তথাপি তোমার অদ্ভুত বীরত্বই আমায় তোমার চির বশীভূতা করেচে। হে বীর, তোমার অলোকসম্ভব বীরত্বই তোমাকে আমার নিকট অনিন্দ্য সুন্দর মূর্ত্তিতে ও কৃত্রিমতাহীন অবক্র ভালবাসাময় হৃদয়ে সুসজ্জিত ক'রে আমাকে উন্মাদিনী ক'রেচে! আমি তোমার প্রেমপ্রণয়িণী ব'লে যে গৌরব অনুভব না করি, আমি তার শতগুণ গৌরব বোধ করি—আমি বীরের বীরাঙ্গনা—সহধর্ম্মিণী বলে!

গীত।

তুমি যে আমার গো অনিন্দ্য মুরতি যশের চম্পক-সৌরভময়।

সখীগণ। তুমি লো চম্পক-মধু মধুমতী মধুর মলয়।

প্রমীলা। সখি লো সে যে আমারি শান্তিতরু,
তারি শান্তছায়াতলে শীতল হৃদয়-মরু,

সখীগণ। তুমি ত তরুর শোভা, জ্যোতির্ম্ময়ী মনোলোভা,
সে তরুর স্বর্ণ-শাখে নব কিসলয়।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(বিশ্রবার আশ্রম।)

[যজ্ঞস্থল]

বিশ্রবা ও ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।

বিশ্রবা। আজি মম পুত্রমেধ-মহাযজ্ঞ-মহোৎসব !
আপনি বাসব অনুষ্ঠাতা উত্তর সাধক তার,
আর আর দেবকুল
অনুকূল সহকর্ম্মী তাহে, যজ্ঞপূর্ণ হয় যাহে।
মম পুত্রমেধ-মহাযজ্ঞে আমিই বরিত হোতৃপদে !
দিব এ আহবে পূর্ণাহুতি—ধ্বংস হবে পুত্র রাবণ দুর্ম্মতি !
হবে তাহে এ বিশ্ব শীতল—দেবের মঙ্গল !
হেন ভাগ্য হয় গো জগতে কার ?
ধন্য আমি, শত ধন্য—সৌভাগ্যে আমার।
শত ধন্য এ মম জীবন !
দেবগণ, হইয়াছে যজ্ঞ আয়োজন, যজ্ঞকাল উপস্থিত এবে
দিন সবে যজ্ঞকুণ্ডে সবিধে অনল।

দেবগণ। জল, দেব বিভাবসু, নিজ মহিমায় গৌরব-প্রভায় !

(দেবগণ কর্তৃক কুণ্ডে অগ্নিদান)

ইন্দ্র। তব পুত্রমেধ মহাযজ্ঞ ইহা নহে ব্রহ্মর্ষি-প্রবর,

বিশ্রবার স্বার্থত্যাগ মহাযজ্ঞ—এই যজ্ঞ নাম !
অন্য নাম বিশ্বের কল্যাণ-যজ্ঞ !
ভাগ্যবান তুমি তপোধন !
হের অই রক্তিম বরণ—
প্রোজ্জ্বল ভাস্বরমূর্ত্তি, দেব হিরণ্যরেতস্—
জাতবেদ বিভাবসু মন্ত্রপূত যজ্ঞকুণ্ডে—
কি ভাবে উদয়—
ল'য়ে সাথে সুন্দরী সঙ্গিনী তেজস্বিনী শিখা !
উদ্দেশ্য কি দহনের জান ঋষিবর !
আকান্তার-শৈল-ভূমি-সাগর-অম্বর—
তব কীর্ত্তি-গাথা করিতে প্রসর—
প্রেরিছেন সঙ্গিনী শিখায় মহা উর্দ্ধদেশে !
হের অই ছোটে তারা ছড়াইয়া স্ফুলিঙ্গ তাদের—
বিমণ্ডিত করি তাহে তব কীর্ত্তির কিরণ।
ধন্য ধন্য তুমি ঋষি ! তব কীর্ত্তি অক্ষয় অমর !
যুগান্তের' স্মরণীয় স্মৃতি !

বিশ্রবা। স্বর্গপতি ! তুচ্ছ ক্ষুদ্র আমি, তবে—
মলয় সমীরে যথা বনদারু অগুরু চন্দনে হয় পরিণত,
তেমতি বাসব, করিছ আমায় উচ্চ সবে।
যাক, বাক্যব্যয়ে নাহি ফলোদয়, হয় কালক্ষয়—
আসুন সকলে—হই এই মহাযজ্ঞে ব্রতী।

সকলে। তথাস্তু, তথাস্তু ঋষি !

বিশ্রবা। (ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ইত্যাদি)।

ওঁ নমো গণেশায়। অদ্য শ্রাবণে মাসি শুক্লপক্ষে দশম্যাং তিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রী বিশ্রবা দেবশর্ম্মা—অহং বিশ্ববাসিজনমঙ্গল কামনয়া ত্রৈলোক্যশত্রুভূতস্বাত্মজনিধনার্থং পুত্রমেধ-যজ্ঞং বিদধামি সকলে যজ্ঞপুরুষ পুরুষোত্তমকে আবাহন করুন। ওঁ নমো যজ্ঞপুরুষায়।

সকলে। ওঁ নমো যজ্ঞপুরুষায়! ওঁ নমো যজ্ঞপুরুষায়! ওঁ নমো যজ্ঞপুরুষায়।

বিশ্রবা। যজ্ঞপুরুষ! ইহাগচ্ছ, যজ্ঞপুরুষ! ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ।

বিশ্রবা। এইবার দেব বৈশ্বানরকে আবাহন করুন। বৈশ্বানর দেব! অত্রাধিষ্ঠানং কুরু।

সকলে : বৈশ্বানর দেব! অত্রাধিষ্ঠানং কুরু।

বিশ্রবা। তদর্থং অর্পিতং হোমাদিকং গৃহাণ।

সকলে। তদর্থং অর্পিতং হোমাদিকং গৃহাণ।

বিশ্রবা। ইদং হবিঃ ওঁ অগ্নিদেবায় স্বাহা।

সকলে। ইদং হবিঃ ওঁ অগ্নিদেবায় স্বাহা! ইদং হবিঃ অগ্নিদেবায় স্বাহা! ইদং হবিঃ অগ্নিদেবায় স্বাহা!

দূরে উন্মাদিনীভাবে নিকষার প্রবেশ।

নিকষা। সত্য, সত্য, নহেক অসার মিথ্যা অশরীরী বাণী—
সত্য সত্য মুনি, করিবারে পুত্রমেধ-যাগ—

জ্বালায়েছে যজ্ঞের অনল ! যজ্ঞানল কালানল সম—
অই অই উঠে ধূ ধূ করি চারিধার,
সংহারিণী নীল শিখা তার ঊর্দ্ধ নভোস্থলে—
কাল-দূত স্ফুলিঙ্গ সহিত।
অহো কি করি এখন !
প্রাণের নন্দন রাবণ আমার—
তারে দিবে পিতা হ'য়ে মন্ত্র-আকর্ষণে যজ্ঞানলে ডালি,
মাতা আমি—চক্ষু মেলি দেখিব কেমনে ?
না—না—দিব নিজপ্রাণ অই যজ্ঞের অনলে—
না সাধিতে ঋষি হেন পৈশাচিকী লীলা !
সম্বর সম্বর ঋষি, স্বামি, স্বামি—

(যজ্ঞস্থলে প্রবেশ)

ইন্দ্র। হে ব্রহ্মর্ষি, পত্নী তব রাক্ষসী নিকষা।

বিশ্রবা। ধর, ধর নিকষারে—না পরশে যেন যজ্ঞভূমি।

ইন্দ্র। স্নেহোন্মত্তা রাবণ-জননী,
আসিয়াছে অগ্নিময়ী খর-স্রোতা প্রবাহিনী সমা,
কে রক্ষিবে সেই বাঘিনীরে ?

বিশ্রবা। দণ্ডপাণি ধর্ম্মরাজ, ধর দণ্ড করে,
লও দূরে—রক্ষ নিকষায় !
নয় যজ্ঞ পণ্ড ঘটিবে অচিরে।

নিকষা। যজ্ঞ পণ্ড কর ঋষি, যজ্ঞ পণ্ড কর,
রাবণের পিতা তুমি না হয়ো নিষ্ঠুর।

যম। রাক্ষস-নন্দিনি, স্বামি-বাক্য রাখ,
ঋষি-আজ্ঞা—রহ স্থির।

(নিকষার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওন)

নিকষা। রব স্থির ? বিধির এ নহে রীতি !
নিম্নগামী স্নেহধারা—
বারি-ধারা সম স্থির কভু না সম্ভবে বীর !
বয়সে স্থবির তুমি, জান না কি নবনীত মাতৃপ্রাণ,
বিধাতার দান পুত্রে কোন্ রূপে ?
নহ কি পুত্রের পিতা ?
নাই কি ভবনে পুত্রবতী নারী ?
ছাড় পথ, পতিপদে সঁপিব জীবন,
নয় ভিক্ষা লব রাবণে আমার।

বিশ্রবা। রে নিকষে ! সঙ্কীর্ণতা পরিহর,
দৃঢ় কর স্নেহময় প্রাণ—দেবহিতে-বিশ্বের কল্যাণে।

নিকষা। অসম্ভব ঋষি, বিধিসৃষ্টি উলটিতে আদেশ তোমার !
মাতা কোথা পুত্রনাশে ?

বিশ্রবা। মাতা যদি নাহি পুত্র নাশে,
জগতের মাতা নিত্য সনাতনী—
অসিকরা উলঙ্গিনী সংহারিণী মূর্ত্তি কেন ধরে ?
কেন মাতৃ-করে যায় বিশ্বত্রস্ত মহাবীর—
শুম্ভ-নিশুম্ভের প্রাণ !
জীব-অরি—বিশ্ব-অরি, পুত্র দুর্দ্দান্ত রাবণ—

দেবদ্বিজগণে দিয়েছে বেদন, পরনারী ক'রেছে হরণ,
তাই আজি তার এই পরিণাম!
ভেবে দেখ রে রাক্ষসি, কেবা এর নিমিত্ত কারণ!
পাপিষ্ঠই এই যজ্ঞ-অনুষ্ঠাতা!
হইতেছে কালগত, দাও যজ্ঞঅনলে আহুতি!
ইদং হবিঃ ওঁ অগ্নিদেবায় স্বাহা।

সকলে। ইদং হবিঃ ওঁ অগ্নিদেবায় স্বাহা।

নিকষা। অহো কি করি, কি করি,
যায় পুড়ি সর্ব্বাঙ্গ আমার,
কেমনে কুমার রক্ষিবে জীবন ইথে!
ওগো, কে গো তুমি, পথ ছেড়ে দাও,
বল কিবা চাও,
পুত্র-প্রাণে এ ত্রিলোক দিব বিনিময়।
ওগো, ওগো, সে যে গো আমার
একমাত্র মাতৃ-মহাপ্রাণ! দিয়াছিল দান
তিন রত্ন বিধি, নিরবধি আনন্দে ছিলাম,
কালবশে একে কালে দানিলাম,
আর পুত্র গেল গৃহ ত্যজি চিরতরে।
রহে এক, তাহার সংহারে—নারীহত্যা হবে!
ওগো, তোমরা ত শাস্ত্রবিৎ, তোমরাই জান প্রভু,
নারীহত্যা কিনা ঘোর মহাপাপ!

ইন্দ্র। জানি, জানি, জানি রে রাক্ষসি—

পুত্রবতী স্নেহবতী রাবণের মাতা,
এত যদি স্নেহ-প্রাণ,
তবে সাবধান কেন না হ'লি অতীতে—
পারিতিস্ পুত্রে শিক্ষায় শোধিতে।
এবে দারুণ কাতর,
করুণ অন্তর—এত দিন ছিলি কোথা ?
যবে পুত্র তোর দিত ব্যথা সর্ব্ব জীবে ?
যবে আমি ইন্দ্র—স্বর্গ হ'তে আমারে বিতাড়ি
নিল লঙ্কাপুরী, করিল অনা'সে পুষ্পবাহী দাস !

নিকষা। দেবরাজ ! দেবরাজ ! ক্ষমা কর তারে,
পদ ধ'রে চাবে পুত্র ক্ষমা-ভিক্ষা তব !
করহ করুণা, এই ভাবে না লইও প্রতিশোধ !
মরায় মের' না ! রণে হানা দিয়েছে শ্রীরাম—
সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপী ! অর্দ্ধ রক্ষ হত—
অর্দ্ধ মৃত্যু হ'য়েচে বাছার !
শিওরে গর্জ্জিছে তার সংহার-মূরতি !
তাই কহি মরায় মের' না আর।
ক্ষমা—ক্ষমা—

বিশ্রবা। ত্বরা রাক্ষসীরে দূরে কর দূর !
নয় যজ্ঞ পণ্ড হয় ! কিম্বা কর আবদ্ধ অচিরে,
যজ্ঞে আমি দিই পূর্ণাহুতি !

(সকলে নিকষাকে ধারণ)

সকলে। আয় আয় রে রাক্ষসি!

নিকষা। ছাড়্ ছাড়্ রে কৃতান্ত-দূত!
　　আমি যাব শমন-আলয়।

বিশ্রবা। হিরণ্যরেতঃ দেব হুতভুক্ হবিবাভুগ্ধঃ জগদগ্নিং মমাত্মজং রাবণং—

নিকষা। (বেগে গমন ও ঋষির পদধারণপূর্ব্বক)
　　ওগো, ওগো, দাও মোরে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি!
　　এই ভিক্ষা রাবণ-প্রসূতি যাচে!

বিশ্রবা। আরে রে রাক্ষসি, পদে পদে দিস্ বাধা!
　　থাক অচেতনে, এই সম্মোহন-শীতলসলিলে।
　　　　(নিকষার গাত্রে মন্ত্রপূত বারি প্রক্ষেপ)

নিকষা। ঋষি! ঋষি! আমি দাসী।
　　　　(অচেতনাবস্থা প্রাপ্ত)

বিশ্রবা। অগ্নিদেবে কর আবাহন!
　　ইদং হবিঃ ওঁ অগ্নিদেবায় স্বাহা।

সকলে। ইদং হবিঃ ওঁ অগ্নিদেবায় স্বাহা।

বিশ্রবা। এইবার করি পূর্ণ পুত্রমেধ মহাযজ্ঞ দেবের আদেশে। হিরণ্যরেতঃ দেব হুতভুক্ হবিবাভুগ্ধঃ জগদগ্নিং মমাত্মজং রাবণং মারয়—মারয়—

দ্রুতপদে মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণ! স্থির হও, স্থির হও,

স্থির হও। পূর্ণাহুতি প্রদানে একটুকু অপেক্ষা কর। আমি তোমার এই আদর্শ আত্মত্যাগ-মহাযজ্ঞের বিঘ্নকারী রিপু নই, আমার একটীমাত্র বাক্তব্য আছে। তা শুনে যা বিহিত হয়, তাই কর, এই আমার অনুরোধ।

সকলে। একি,একি আপনি! জয় হর হর ব্যোম ব্যোম ভোলা!

(সকলের প্রণাম)

বিশ্রবা। ভগবন্! আগমনের উদ্দেশ্য?

মহাদেব। তুমি ত্রিলোকের সর্ব্ব মঙ্গল বিধানের জন্য আজ যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'রেচ, তাতে তোমার অবিসম্বাদী মহত্ত্বই যথেষ্ট প্রকাশিত হ'চ্চে, কিন্তু ঋষিরাজ! আমার গুরুদেব শ্রীরামচন্দ্রের মহত্ত্ব যে খর্ব্ব ক'র্‌চ! তাঁর অবতার গ্রহণের মহোদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ ক'র্‌চ,তা কি তুমি পূর্ব্বে চিন্তা ক'রে দেখনি? তিনি যে অনন্তসাধ্য রাবণ-বধ-মহাকার্য্য সাধনোদ্দেশে বনবাসী—ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী হ'য়েচেন, সে কার্য্য যদি আজ তোমার দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠানে সিদ্ধ হয়, তাহ'লে যে আমার গুরুর গুরু গৌরব নষ্ট হয়! রাম অবতারের উদ্দেশ্য যে নিষ্ফল হয়! আমিও সেই কারণে আজ চিরবশম্বদ পরমভক্ত রাবণকে আমার আশীর্ব্বাদের দূরে রেখে তার বর্ত্তমান জন্মের মত তাকে ত্যাগ ক'রেচি। পূর্ব্বকথা স্মরণ নাই কি? ব্রহ্মার বরে রাবণ যে অন্তের অবধ্য! নর-বানরের মহাযুদ্ধেই যে তার ধ্বংসনিয়তি নির্দ্দিষ্ট!

বিশ্রবা। শিবময় বিশ্বেশ্বর! আমায় ক্ষমা করুন! আমার এই নীতিভিন্ন মোহকর্ম্মের ত্রুটী সংশোধন করুন।

মহাদেব। আহুতিদানে নিরস্ত হও।

বিশ্রবা। নিরস্ত হবার সময় যে অতীত হ'য়েছে প্রভু! মন্ত্রপূত হুত-হোমানল যে বিনাহুতিতে শান্ত হবার নয়! এক্ষণে কি অপরিহার্য্য আহুতিদানে তাঁকে তৃপ্ত করি, তাই আদেশ করুন।

মহাদেব। আহুতি—কি আহুতি দিবে! বিষম সঙ্কট!

দেবগণ। তাই ত, কি হবে, উপায় কি? অহো আমরা কি অন্যায় কার্য্যে ব্রতী হ'য়েছিলাম! এখন উপায়!

ইন্দ্র। এত কোন পশুমেধ যজ্ঞ নয় যে, পশুবধে যজ্ঞপূর্ণ হবে! উপায়?

বিশ্রবা। বাসব! আর কারও আতঙ্কিত হবার কারণ নাই। আমিই যখন এই মহাযজ্ঞের অঙ্গীকৃত হোতা, তখন আমিই আমার উদ্ভাবিত উপায়ে এই হুতহোমানলের তৃপ্তি-বিধান ক'র্‌ব। পিতা-পুত্রে প্রভেদ কি? পুত্র পিতৃ-আত্মারই রূপান্তরিত মূর্ত্তি! যে অনলকে আজ পুত্রদানে তৃপ্তিদান ক'র্‌তাম, সেই হুত-অনলকে আজ আত্মদানে তৃপ্ত ক'র্‌ব। আমার অজ্ঞানসম্ভব অপকর্ম্মের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হোক! হে কৃষ্ণবর্ম্ম জাতবেদ সর্ব্বভুক্, অনল, অনল্, অল! তোমার প্রখরোজ্জ্বল দীপ্তিশালিনী দাহিকা শক্তিকে আমায় গ্রহণ কর! পবিত্র কর! উত্তপ্তা অগ্রজরীধরা শীতলা হোক্! বিশ্ববাসী শান্তিলাভ করুক।

(যজ্ঞকুণ্ডে পতনোন্মুখ)

সহসা অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি। ব্রাহ্মণতাপস! তৃপ্তোহস্মি! তৃপ্তোহস্মি! তৃপ্তোহস্মি!

গীত।

সম্বর, সম্বর, ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞ বিধি-বিধি নয়, শাস্ত্রবিধি নয়। (হে ব্রাহ্মণ)
তুমি যে কি নিধি, জানেন হরিবিধি; নিজে ভগবান্ ভৃগুপদ বক্ষে লয়।
"ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ" করে জগতের জন, জানে কিগো তারা কে জন ব্রাহ্মণ,
(এই) আত্মত্যাগেরই মুর্ত্তি হয় যে ব্রাহ্মণ, তাতেই ব্রাহ্মণ বিশ্বের নমস্য হয়॥
(তব) অহেতুক অনাবিল আত্মত্যাগে, আত্মদান তব (আমি) লইয়াছি আগে,
প্রতিদান দানে আমি গো এসেচি, চল চল বৈকুণ্ঠ-আলয়।

[হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

মহাদেব। ধন্য নিষ্কাম আত্মোৎসর্গী তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ! তোমার অক্ষয় গোলোকবাস—তোমার এই আকাঙ্ক্ষাহীন নিঃস্বার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের অবশ্যম্ভাবী অমোঘ-অমর ফল! যাও, নররূপী দেবতা, জীবরাজ্যের স্বার্থজড়িত কোলাহলের অতি দূরে—যার ঊর্দ্ধে আর স্থান নাই। সেই উচ্চতম ভাবরাজ্যের নিরঞ্জনপুরে নিত্যনিরঞ্জনের সহিত নিত্যনিত্যানন্দে নিত্যক্রীড়া কর গে! তোমার তপাগ্নিদগ্ধ পবিত্র আত্মা চিরশান্ত-শীতলতা লাভ করুক। হে বিশ্বের চিরবন্দনীয় ভূদেব ব্রাহ্মণবর্গ! আজ আদর্শ ব্রাহ্মণের আদর্শ আত্মত্যাগ উন্মুক্তনেত্রে প্রত্যক্ষ কর! তুমিই ব্রাহ্মণ—এই আত্মত্যাগেরই প্রতিরূপ মূর্ত্তি! আত্মোৎসর্গতাই তোমাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসন দান ক'রেচে! ভগবানও তাই সেই আত্মোৎসর্গী ব্রাহ্মণের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য নিজবক্ষে ব্রাহ্মণ-ভৃগুপদচিহ্ন সগৌরবে ধারণ ক'রেচেন। সেই ব্রাহ্মণ তুমি; বিস্মৃত হও না—তুমি এই পবিত্র আত্মোৎসর্গের নির্ম্মল

মূর্ত্তি নিত্য ধ্যান কর। আত্মত্যাগ-ব্রতে দীক্ষিত হও, তোমার এই উদার আদর্শ আত্মত্যাগের মহাচিত্র দর্শন ক'রে জগদ্বাসী অজ্ঞানান্ধ জীব আত্মত্যাগ শিক্ষা করুক। যে দিন সমস্ত জগৎ এই আত্মত্যাগের মুক্তপথে বিচরণ ক'র্‌তে সক্ষম হবে, সেই দিনই জান্‌বে জীব, আবার সত্যযুগ আরম্ভ হ'য়েচে! আবার নিত্যশান্তি, নিত্যসুখ তোমার করস্থ! জগৎ, স্বার্থত্যাগ কর, আত্মোৎসর্গই তোমার চির সত্য শান্তি-ভূষণ। আসুন দেবগণ, আমরা স্বস্থানে গমন করি!

[দেবগণ সহ প্রস্থান।

নিকষা। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) ঋষি, ঋষি কি ক'র্‌লে? কোথায় গেলে! যজ্ঞানল ত নির্ব্বাপিত হ'য়েচে! তবে কি আবার অন্যত্র কোথাও যজ্ঞভূমি প্রস্তুত ক'রে যজ্ঞানল প্রজ্বলিত ক'র্‌চ! ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহিত প্রখর বেগবান মহাস্রোতের গতিরুদ্ধ কর্‌'তে এসেছিলাম ব'লে, তাই কি ব্রাহ্মণ কোন আপত্তিহীন নির্জ্জন প্রদেশে প্রস্থান কর্‌'লে! কিন্তু পুত্রপ্রাণা নিকষার উপায় কি ক'রে গেলে! কোথায় গেলে? কোথায় যাব, কোথায় সন্ধান পাবো? স্বামিন্! স্বামিন্! লুকায়িত হও না, পৃথিবীর গুপ্তপ্রান্তে গেলেও নিকষার অগম্য স্থান পাবে না! দেখি, কোথায় তুমি লুকিয়ে সেই গুপ্ত অভিচার সম্পন্ন কর!

[বেগে প্রস্থান।

প্রেমমঙ্গলের প্রবেশ।

প্রেমমঙ্গল। দেখেছি, দেখেছি, সব দেখেছি! পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব দেখেছি! দেখেছি আর কেঁদেছি! অহো, একি মানুষে সম্ভবে! ধন্য আত্মত্যাগী পুরুষ! তুমি ধন্য! পিতা হ'য়ে নিজপুত্র-সংহার-সঙ্কল্প! এত মহত্ত্ব আর কোথায়? এই মহত্ত্বই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ! তা হ'লে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু নিশ্চয়ই ভগবানের প্রিয়! সুতরাং এই প্রিয় বস্তুই ভগবদ্দর্শনের প্রথম উপহার। তাহ'লে ত আমি ভক্ত হনুমন্তের নির্দ্দিষ্ট বস্তু লাভ ক'র্‌তে সক্ষম হ'য়েছি! এখন এই মহত্ত্বের নিদর্শন কিরূপে সংগ্রহ করি? এই মহাযজ্ঞের হব্যই ত সেই ভগবৎ প্রিয় বস্তুর নিদর্শন। অতএব এই যজ্ঞাবশিষ্ট হোমঘৃতই মস্তকে ধারণ ক'রে প্রভু, শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে গমন করি। (ঘৃত গ্রহণ) দেখি প্রভু, এবার আমায় দর্শন দেন কি না!

গীত।

এবার তোমায়, প্রিয় উপহার, পেয়েছি হে শ্রীহরি।
তুমি নিজে আত্মত্যাগী, স্বার্থপরতা-বিরোধী,
তাই ত্যাগী জনে লও আপন করি।
(তুমি) নিজের ঐশ্বর্য্য বিশ্বে করি দান, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য চাও প্রতিদান,
এই নিত্যলীলা তব ভগবান, নিত্য হেরি এ ব্রহ্মাণ্ড ভরি।
যে জন যখন হ'য়েছে বিপদাপন্ন,

অমনি তখনি আসিয়ে হয় হে দৈন্ত,

দেখিলে সেরূপ অন্ত, হও হরি ধন্ত, সেইটী তোমার হয় প্রিয়—

(হরি) তাই আমি বিশ্ব করিয়ে ভ্রমণ, এনেছি তোমার সেই প্রিয় ধন,

এখন বল প্রভু বল পাব কি চরণ, আমি রেখেছি জীবন যে আশা ধরি।

[প্রস্থান।

ঐকতান বাদন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[অন্তঃপুরস্থ সম্মুখবর্ত্তী পথ]

ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে খেলনাওয়ালাবেশে ছদ্মবেশী শ্রীরামচর হর্য্যক্ষের প্রবেশ।

হর্য্যক্ষ। ওরে পাড়ার খোকাখুকি !
আয় রে নিবি সোনার পাখী !
সস্তা দরে বিকিয়ে যায়,
এক পয়সা বই ত নয়।
পাখী পাখী হীরে ময়না নেওয়া যায় ?

(ভেঁপু বাজান)

রক্ষবালক-বালিকাগণের প্রবেশ।

রক্ষবালক। নেওয়া যায়, নেওয়া যায়, আমাদের একটা একটা দাও! বেশ পাখীরে ভাই!

হর্য্যক্ষ। এই নাও, এ পাখী দাঁড়ে ব'সে ছাতু খায়,
ফুড়ুক ক'রে পাছে উড়ে দাঁড়ের পানে চায়।

১ম রক্ষবালক। আবার দাঁড়ে এসে বসে?

২য় রক্ষবালক। বসে, নয় গা? এ আমি দেখেছি, একটা পাখী ঐ রকম ক'র্‌ত।

হর্য্যক্ষ। যুদ্ধের সময় আবার যুদ্ধ করে।

১ম রক্ষবালক। যুদ্ধ করে? কেমন ক'রে করে? মাথা নেড়ে নেড়ে?

২য় রক্ষবালক। জানিস্‌নি, এমনি ক'রে? (প্রদর্শন) আমি ঐ পাখীটা নোব, এখন ত খুব যুদ্ধ হবে, সেই সময় যুদ্ধে ছেড়ে দোব।

হর্য্যক্ষ। এখন আর যুদ্ধ কোথা? ক'দিন ধ'রে ত বন্ধই আছে! শীগ্‌গির যদি যুদ্ধ হয়, তা হ'লে আমি এর যুদ্ধ দেখিয়ে দেতুম।

১ম রক্ষবালক। তুমি থাক না, আজ বাদে কাল যুদ্ধ হবে, খুব বড় যুদ্ধ হবে।

হর্য্যক্ষ। এবার কে যুদ্ধে যাবে?

১ম রক্ষবালক। জান না বুঝি, রাজকুমার মেঘনাদ।

হর্য্যক্ষ। তা তোমরা কি ক'রে জান্‌লে?

১ম রক্ষবালক। তা আবার জান্‌ব কি? আর কে যাবে, আর ত যুদ্ধে যাবার কেউ নাই।

হর্য্যক্ষ। (স্বগত) একটা সন্ধান পাওয়া গেল। (প্রকাশ্যে) বস, আমি থেকেই তোমাদিকে পাখীর মজার মজার যুদ্ধ দেখাব।

১ম রক্ষবালক। তুমি আমার সঙ্গে এস, যাকে ব'লে তোমায় পয়সা দোব।

[হর্য্যক্ষ সহ প্রস্থান।

বেদিনীবেশে হয়ের প্রবেশ।

হয়। কে ঘা ভাল ক'রবি গো! ঘা—ঘা, পোড়া ঘা, পড়া ঘা—নালি ঘা, থালি ঘা, ঘুরঘুরে ঘা, পচা ঘা, ধসা ঘা, অস্ত্রের ঘা, শস্ত্রের ঘা, ছেঁড়া ঘা—থেঁতলান ঘা, কাটা ঘা, জোড়া ঘা আরো—আরো ঘা—সব রকম আসল ঘা ভাল হবে।

সূর্পণখার প্রবেশ।

সূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) কে তুই রে, ঘা ভাল ক'রবি? পারবি, পারিস্ ত আয়।

হয়। ভাল ক'রতে পারব না কেন মাসি, আমরা সব পারি।

রক্ষবালকগণ। ঐ রে—ঐ রে—খঁনি বেরিয়েচে রে, গান ধর্, গান ধর্।

১ম রক্ষবালক। ওরে, ও যে রাজার বোন, রাজা শুনলে মাথা নেবে।

২য় রক্ষবালক। তখন বল্লেই হবে, আমরা ব'য়ের পড়া প'ড়ে বানরদিগে ভেঙাচ্ছিলাম। ধর্ ধর্ গান ধর্।

গীত।

হাঁস পাঁক পাঁক, খেঁকি খাঁক খাঁক, ভোঁ ভোঁ ভোঁ, কোঁ কোঁ কোঁ,

অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দুঃ।

কাঁদানো পাঁপর, আঁতুড়ে বাঁদর, কাঁচা পাঁঠা রাঁধুনী রাঁধে ধোঁয়া
ফোঁস ফোঁস, অনুনাসিকের মহাসিন্ধুঃ ॥
ভ্যাঁ ভ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, খাঁ খাঁ, ধাঁ ধাঁ, ট্যাঁ ট্যাঁ, ক্যাঁ ক্যাঁ, পাঁ পাঁ, শাঁ শাঁ—
ধাঁ কুঁড় কুঁড়—ধাঁ কুঁড় কুঁড়, নাকুর ভিতরে সব চাঁদের মাথে বিন্দুঃ ॥
কুঁজো কুঁজি কাঁধে হাঁটে, খোঁনা খুঁনি কাঁদে ঠোঁটে,
ছিঁচ কাঁদুনে ছিঁচ কাঁদুনী চায় কাঁদে ছাঁদে ইন্দুঃ ॥

সূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) তবে রে ডেক্‌রারা, মুখ-পোড়ারা, অধঃপাতে ছোঁড়ারা, এত বড় আস্পর্দ্ধা! দাঁড়া ত, দাঁড়া ত, দেখাচ্চি; আজ দাঁদাকে ব'লে তোদেরও এম্‌নি ক'র্‌চি! মর্ আঁটকুড়ির বেটারা, আমার নাক গেছে ব'লে আমাকে ভেঙাচ্চিস্? লঙ্কার সকলের নাক কাটাব, তবে আমার কথা! আমাকে নিয়ে ন্যাক্‌রা!

রক্ষবালকগণ। না পিসি, তোমাকে নয় পিসি, তোমাকে নয়! আমরা তোমাকে ভেঙাব কেন?

সূর্পণখা। আমাকে নয় অরেয়েরা! আমাকে নয়? তবে বুঝি তোদের মা মাসীকে ভেঙাচ্ছিলি? আমাকে কচি খুকি নেকি পেয়েচিস্ নয়? আমি কিছু বুঝি না, নয়? দাঁড়া, দাঁড়া, নির্ব্বংশের পুতেরা! আমি তোদের ন্যাক্‌রা করা ঘুচোচ্চি। আজ লাথিয়ে মুখ ভাঙ্‌ব।

রক্ষবালকগণ। না পিসি, তোমার পায়ে পড়ি পিসি, আমরা নয়, চল্ রে চল্, পিসি বড় রেগেচে, পালাই চল্! পালাই চল্।
[প্রস্থান।

সূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) বিটুলে মুখপোড়াদের বড় বাড় বেড়েচে! আজ যদি ধ'র্‌তে পার্‌তুম—তা হ'লে বাঁদরামি ভেঙে দিতুম। যাক্‌; যার জন্তে বাড়ীর বার হওয়া, তাই আগে হোক, তার পর ছোঁড়াদের সঙ্গে বোঝা পড়া। বলি বাছা, বল দেখি কি ব'ল্‌ছিলে?

হয়। মাসি, সব রকম ঘা, কাটাছেঁাটা ঘা সব ভাল ক'র্‌তে পারি, তাই ব'ল্‌ছিলুম।

সূর্পণখা। হাঁ বাছা, সব রকম কাটাছেঁাটা ঘা ভাল ক'র্‌তে পার? বেস আচ্ছা বাছা, আমার এই কাটা নাক জোড়া দিতে পার?

হয়। এ কি আর বিচিত্তির মা! পাঁচ দিন ওষুদ দিলেই বাঁশীর মত নাক আপ্‌না হ'তে গজিয়ে উঠ্‌বে। তবে মা, একটা কথা, নাক যাবার কারণটা কি বল্‌তে হবে। তা না হ'লে আমার ওষুধটি কাট্‌ কর্‌বে না। কিসে তোমার নাক গেল মা? আমাদের ঘরে ত কোন বউড়ি ঝিউড়ি ব্যারকটুকা হ'লেই তাদের নাক কেটে দেয়। বলি, সে সব কিছু নয় ত? ঠিক কথা ব'ল্‌বে মা! লজ্জা ক'রো না, তা না হ'লে ওষুধ ধরাতে পার্‌ব না।

সূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) তাই ত মা, কি কথাই বা বলি, আর না ব'ল্‌লেও নয়, কপাল এক এক সময়ে সকলেরই পোড়ে বাছা! তবে আমার ভাগ্যগুণে বেটা যে হিঁজ্‌ড়ে, তা কি ক'রে জান্‌ব' মা! যার লেগে মজ্‌লুম, সেই মা আমার এম্‌নি ক'রে মজালে! যাক্‌ মা, এখন তুই নাকটা আমার কোন রকমে

যদি ভাল ক'র্‌তে পারিস্, তা হ'লে তোকে আর বেদিনীর কাজ ক'র্‌তে হবে না।

হর। তা মাসি, তোমার আশীর্ব্বাদ, এখন ধর দেখি, এই শুখো মলমটা কাটা নাকে ঘস দেখি, ওতেই কাটা নাক গজাবে। (প্রদান)

শূর্পণখা। (ঔষধ লেপন ও অনুনাসিকস্বরে) মাসি, হাঁগা বাছা, এ যে জলে!

হর। তা মাসি, একটু জল্‌বে, আমি বুঝেচি মাসি, তোমার যে বড় জলুনীর ধাত, একটু বেশী জল্‌বে বৈকি।

শূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) ও মাসি, বড় যে জল্‌চে!

হর। একটু সহ্যি ক'র্‌তে হবে মাসি! জলুক, ভয় পেয়ো না, ওতে গজাবেই মাসি, ওতেই গজাবে। তা জ্যান্ত দশাতেই হ'ক্ বা মরণের পরেই হ'ক্—ও গজাবেই! তা তুমি ওষুদ ঘসা ছেড়' নি, খুব ঘস, খুব ঘস, যতক্ষণ না গজাবে ততক্ষণ ঘ'স্‌বে, এখন আসি মাসি, ও জলুনির সময় রোজাকে থাক্‌তে নেই! তাহ'লে আরও জল্‌বে! জলুনীর ধাত কি না!

[প্রস্থান।

শূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) ও মাসি, কোথা যাস্ মাসি! বড় যে জল্‌চে—মাসি! ও বাবা গো, যাই গো—ওগো, কেন এমন কাজ ক'রেছিলুম গো! ও মাসি গো, কোথা গেলি মাসি—আমার যে গো, বেশী জলুনীর ধাত মাসি! তুই ত বুঝেছিলি, তবে তুই এমন ওষুদ কেন দিলি! ও—বাবা রে—ও মা রে—ওরে হিঁদুড়ে মুখপোড়া লখা রে—

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[চিত্রাঙ্গদার কক্ষ]

সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। ভাবি আমি জীবের অন্তর—
মৃত্যু-ভয়ে হয় কেন গো কাতর ;
জন্ম-মৃত্যু দুটী নিত্য সৃষ্টিক্রিয়া যদি।
একে হর্ষ, অন্যে ক্লেশ—একি দুর্ব্বলতা ?
না, বিশ্বের গুহ্যতম কোন্ মহাশক্তি ইহা—
ক'রিছে বিজনে এক নীরব সাধনা—
সম্মোহিতে বিশ্ব-জীবে !
যদি হয় তাই, তাহ'লেও যাহা অখণ্ড্য বিষয়—
অমোচ্য লিখন—কার্য্য ও কারণ, এক বাধাহীন গতি।
তার প্রতি কেন জীবে রাখে লোলুপ নয়ন !
নিশ্চয়ই দুর্ব্বলতা ! জীব বীরত্ববিহীন কাপুরুষ !
দাদা বীর বীরবাহু—মৃত্যুভয় না ছিল হৃদয়ে তাঁর।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। ওরে পুত্র, কি ভাব নিশ্চিন্ত প্রাণে,
শুন না কি রাজার আদেশ ?
সুবাহু। রাজাদেশ কি গো ওমা !

চিত্রাঙ্গদা। না রাখ সংবাদ ? তুমি রাজ্যবাসী—রাজা-প্রজা—
রাজার সন্তান, রাজার দুর্দ্দিনে—
রাখ নাই রাজ্যের সংবাদ—রাজার আদেশ কিবা ?
ছিঃ ছিঃ পুত্র ! তবে পুত্র-আশা করে কেন জনক-জননী—
সন্তান রক্ষিবে ব'লে বংশের মর্য্যাদা !
হেন উচ্চ আশা কিসে রাখে—
"পুত্র মোর হ'য়ে গরীয়ান্ মহীয়ান্
এ বিশ্বের গৌরব-আসনে প্রতিষ্ঠিবে—সত্য-ধ্রুব—
এক স্বর্ণ মধুর উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা-মন্দির।"
সেই পুত্র তুমি, আজি নিন্দি উচ্চকণ্ঠে তোমা,
"তুমি পুত্র—কর্ত্তব্যবিহীন ! নীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ শিশু !"

সুবাহু। সত্য গো জননি !
এ ভৎর্সনা তিরস্কার নহে ; রোগীর ঔষধ,
মুমূর্ষুর পরমায়ু, পতনের, উত্থান-অঙ্কুর,
স্নেহ দণ্ড মাতঃ ! লব নতশিরে পাতি !

চিত্রাঙ্গদা। চিরজীব বাছা, আত্মদোষ পেরেছ বুঝিতে ?
তাই তিরস্কারে নহ রুষ্ট তুমি।

সুবাহু। কহ দেবি ! রাজ-আজ্ঞা কিবা ?

চিত্রাঙ্গদা। রাজ-আজ্ঞা আজি রণে—
লঙ্কাবাসী যত পুরুষ প্রকৃতি—
যে পারে ধরিতে অসি, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হ'ক,
সকলেই শ্রীরামের রণে করিবে গমন।

সুবাহু। বল কি মা, আজি কি লঙ্কার হেন প্রিয় শুভদিন!
ধন্য লঙ্কা স্বর্ণভূমি—বীর-প্রসবিনী—
তাই তব বক্ষে হেন বীর-বাণী—
বীর-ভাষা পাইনু শুনিতে।
ধন্য পিতা—
ধন্য হবে লঙ্কাবাসী তোমার কৃপায় আজ!
মা গো, আমি যাব রণে।

চিত্রাঙ্গদা। নিশ্চয়ই, বীরপুত্র তুমি, বীরভ্রাতা,
বীরের হৃদয় তব, তোমারি ত সঙ্গত প্রার্থনা বাছা,
আজি যবে পুনঃ পিতৃ-আর ভ্রাতৃ-অরি সহ
সংগ্রাম বাধিবে।
পার যদি শত্রু করিতে নিধন,
আশার গগন সুমণ্ডিত হবে, যশের কিরণে।
চল পুত্র, অগ্রে নিহারিবে চল—
এ লঙ্কায় বীরত্বের উগ্র উৎস কি ভাবে বহিছে।
ভূগর্ভ-অনল উদগারিছে কোন্ তাণ্ডব লীলায়!
পুনঃ তাহে কেমনে বে বহায় প্রবল ঝঞ্ঝা-উদ্বোধনগীতি—
রক্ষকবিগণ।
পরে যাবে বৎস! শত্রুর উত্তপ্ত রক্তে করিতে তর্পণ
তৃষাতুর ভ্রাতৃ-প্রেতাত্মার।

সুবাহু। চল মা গো—সিংহী-শক্তি শাস্ত-শক্তিরূপা—

জননী আমার! বহু ভাগ্যে আমি
হেন বীরাঙ্গনা মাতা লভি!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[পথ]

আদিনাথ, কালনেমি, কালিন্দী সহ রক্ষ-
কবিগণের প্রবেশ।

রক্ষকবিগণ।　　গীত।

আজি মেঘকজ্জলদিবসে, উজ্জ্বল করিতে রক্ষসেনা,
লক্ষ লক্ষ লঙ্কাবাসী রক্ষ হও আগুয়ান।
গুরু গর্জ্জিত রক্ষবীরের রুদ্র বিদ্যুত গর্জ্জনে, থাউক সব গর্জ্জিত মরুত্বান্।
দ্বারে দ্বারে বাজে শঙ্খ, প্রজ্জ্বলন্ত দীপ্ত মার অঙ্গ, সুপ্ত নিশ্চেতন পুত্রে জাগাতে,
আজি সুপ্তা অবগুণ্ঠিতা অকুণ্ঠিতা জন্মভূমি,
বীর) ওগো মাণিক্য-ভাণ্ডার দেখাতে,
মায়ের জীর্ণ শরীরে স্ফুরিছে স্পর্দ্ধা, যেন নবযৌবন মূর্ত্তিমান্।
কহে মা বজ্রনাদে রাজার আদেশ, মাতৃ-আজ্ঞা ; শ্রীরামসংগ্রামে বিলাও প্রাণ।

অদূরে চিত্রাঙ্গদা ও সুবাহুর প্রবেশ।

ত্রাঙ্গদা।　হের বৎস! বীরত্বের শিখা-বহ্নি হ'তেছে প্রকাশ—

কবির বিদ্যুৎ দীপ্ত বাণীর উচ্ছ্বাসে।
এক এক রক্ষ যেন প্রলয়ের ধ্বংসানল-স্তূপ,
মুক্ত ধূলারাশি হ'তে!

সুবাহু। হের গো জননি, দূরে ছুটে অই রক্ষপুরুষ-প্রকৃতি
অনল-আহুতি সম, চল মা, নিহারি
এ লঙ্কার এ সম্পদ-শোভা!

চিত্রাঙ্গদা। চল বাছা, এ ঐশ্বর্য্য দেখিতে কার না সাধ!

[উভয়ের প্রস্থান।

আদিনাথ। উঃ, মামীর বাঁধা গান যেন গায়ের রোঁয়ে শিওরে দেয়।

কালনেমি। বাছা আদিনাথ! আমি তোমার মামীর মূল্য—যত আমার বয়স হ'চ্চে, তত বুঝ্‌তে পার্‌চি।

কালিন্দী। হাঁ, হাঁ, বুঝ্‌বে, বুঝ্‌বে—তার উদ্বোধনী শক্তি কারেও নিদ্রিত থাক্‌তে দিবে না। এখন চল, এই মূর্ত্তিমান উচ্ছ্বাসে আজ নগর ভ্রমণ ক'র্‌বে চল!

কালনেমি। নিশ্চয় কালিন্দি! তোমার মহিমা বুঝেচি! চল, এ সঙ্গীতের তরঙ্গিণী আজ বিষুবরেখার প্রান্ত পর্য্যন্ত বইয়ে দি যাই, তা হ'লেই একটা অভাবনীয় অসাধারণ জনন জলে উঠ্‌বে! তাতেই নর-বানর কি আমাদের শত্রু ব'ল্‌তে আর কেউ থাক্‌বে না, সব ধ্বংস হবে। গাও, আবার সেই বিশ্ববিজয় সঙ্গীত!

সকলে　　গীত।

মেঘকজ্জলদিবসে উজ্জ্বল করিতে ইত্যাদি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[শ্রীরাম-শিবির]

শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, সুগ্রীব ও
বিভীষণের প্রবেশ।

শ্রীরাম। সখে, না ফিরিল এখনও কোন গুপ্তচর—
রক্ষপুর হ'তে, না পাইনু কোন লঙ্কার সংবাদ !
বড়ই প্রমাদ গণি।
বাড়িছে সংশয় ক্রমে—আসে মনে কত বিভীষিকা,
কত দুষ্টচিন্তা লহরে লহরে !
ভাবি বুঝি রাক্ষসের করে,
গুপ্তচর হ'য়েছে ধৃত বা হত।

বিভীষণ। সম্ভাবিত ইহা নহে রঘুমণি !
মনে গণি রাজনীতিবিদ্ রাক্ষসেন্দ্র মনস্বী রাবণ,
মন্ত্রগুপ্তি হেন ক'রেছে গোপন,
না পারে বুঝিতে গুপ্তচর।
ইহাই বিলম্বহেতু !

সুগ্রীব। অকপট কর্ম্মী কর্ম্মদক্ষ বীর দূত তারা,
ধৃত বা নিহত হবে সম্ভব না হয়।
আদিষ্ট কর্ম্মের সিদ্ধি না ল'ভিয়ে কেহ,
না হ'তেছে প্রত্যাগত আমার' ধারণা।

লক্ষ্মণ। সখে! আমিও ত করি ধ্রুব অনুমান।

রাম। ভাই, হয় যদি সত্য অনুমান তাই,
তবে এ নিশ্চয় জেন' আশার নির্ম্মলাকাশে—
সঞ্চারিবে ঘন-কৃষ্ণমেঘ!
অচিরাৎ তাহে খেলিবে বিদ্যুৎ,
বহিবে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা দশদিক্ ব্যাপি।
জান না কি ভাই, প্রকৃতির গাঢ় নীরবতা—
ভীষণ বাত্যার বার্ত্তা করে বিজ্ঞাপন।

লক্ষ্মণ। সত্য আর্য্য! জানি সবি তব চরণ-প্রসাদে,
যে প্রকৃতি ঝঞ্ঝা-বার্ত্তা করে বিজ্ঞাপন,
চাহি সদা হেরিবারে
সেই প্রলয়-প্রহৃতি প্রকৃতির ধ্বংসময়ী—
বিবর্ত্তন দশা, যার ঘাত-প্রতিঘাতে—
সদা নাচে সংহারিণী লীলা! তাই চাই,
না হ'লে ত মা সীতার হইবে না উদ্ধার সাধন!
অহো, মনে জাগে যবে সেই জননীরূপিণী—
সূর্য্যকুলবধূ রাজর্ষি জনকাত্মজা—
মূর্ত্তিমতী মহাসতী ভগবতী সীতা,

আজি সেই দেবী অশ্রুমতী নিগৃহীতা রাক্ষস-পীড়নে—
অশোক-কাননে!
অমনি গো জনমে ধিক্কার আপন জনমে!
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ রে লক্ষ্মণ!
এই কি রে মাতৃভক্তি তোর?
ধিক্ ধিক্ তোর বীরত্ব-গৌরবে!
ধিক্ ধিক্ তোর অস্ত্রশিক্ষা বাহুবলে!

দ্রুতপদে হয় ও হর্য্যক্ষের প্রবেশ।

হয় ও হর্য্যক্ষ। জয় জয় রাম, জয় শ্রীরাম। (প্রণাম)

সুগ্রীব। কহ কি সংবাদ! শুভ কি অশুভ?

হর্য্যক্ষ। মহারাজ! সংবাদ শুভ! আমি খেল্‌নাবিক্রেতা হ'য়ে পুরীমধ্যে প্রবেশ ক'রেছিলাম। দেখ্‌লাম, লঙ্কায় একটা মহাযুদ্ধের বিপুল আয়োজন হ'চ্চে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অক্লান্ত দেহে সেই বিপুল আয়োজনের উদ্‌যোগী। যুদ্ধের দিন আগামী কল্য। সেনাপতি মেঘনাদ।

সুগ্রীব। তোমার সংবাদ কি?

হয়। আমি বেদিনী সেজে গেছ্‌লুম। কার্য্যদক্ষ হর্য্যক্ষ-কথিত সমুদায় বাক্যই আমারও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের কথা জান্‌বেন। রাক্ষসেন্দ্র রাবণের ভীষণ আজ্ঞা,—অস্ত্র-ধারণক্ষম লঙ্কার আবালবৃদ্ধ-বনিতা আজ মেঘনাদ সহ এই যুদ্ধে যোগদান ক'র্‌বে। কেন না এই মেঘনাদ লঙ্কার শেষ বীর। এই যুদ্ধই লঙ্কার শেষ যুদ্ধ।

সুগ্রীব। যাও, তোমরা বিশ্রাম লাভ কর গে।

[হয় ও হর্য্যক্ষের প্রণাম ও প্রস্থান

শ্রীরাম। তবে কালি সখা, বড়ই সঙ্কট দিন!
না জানি রামের ভাগ্যে কি দুর্দ্দৈব র'য়েছে ভবিষ্য ঢাকা।
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ পরম মায়াবী যাদুকর,
কাঁপে থর থর স্বর্গের অমর, তার জটিল মায়ায়!
সেই নীচাশয় সুনিশ্চয়—
বীরঘৃণ্য মায়াযুদ্ধ করিবে আহবে।
কি হবে, কি হবে সখে!

লক্ষ্মণ। নহে আর্য্য, এ ভাব শোভন,
কমললোচন, চিন্তা পরিহর!
এ জগৎ অধর্ম্মের নহে রঙ্গভূমি,
অধর্ম্মে লভে না কেহ কভু জয়ের আসন।
নারায়ণ! দেখুন বিচারি,
আদি যুগ হ'তে কে এ বিশ্বেতে,
অধর্ম্মের ভিত্তি'পরি আরোহণ করি
স্থায়ীকার্য্য পেরেছে সাধিতে, পুরায়েছে মনস্কাম!
কেন হরি, তব নরহরিনাম?
কেন তব যুগে যুগে অবতার?
কেন যুগে যুগে দুরাচার হ'য়েছে শাসিত তব করে?
মায়াবীর সত্য মেঘনাদ,

সত্য তার মায়া দুর্ভেদ্য অস্ত্রের!
কিন্তু প্রভো! সেই রক্ষ-মায়াবীর থাকিতে লঙ্কায়,
কেন আজ বীরশূন্যা স্বর্ণলঙ্কা ভূমি?
সকল রক্ষের গৃহে দেউটী না জ্বলে?
ক্রন্দনের রোলে মুখরিত কেন দশদিক্?

সুগ্রীব। ধ্রুব সত্য সখে, যা কহিলা ঠাকুর লক্ষ্মণ,
ব্যর্থ আয়োজন তার যথার্থ হইবে।
যত মায়াফাঁদ পাতুক মায়াবী, এ দৃঢ় ধারণা মোর,
জয়-সিংহাসন লাভ নাহি হয় কভু মায়াঅস্ত্র-বলে।
ত্যজ সখে! নিরুৎসাহ, উদ্যম-কেশরী তুমি,
তোমার কি সাজে দুশ্চিন্তা এ দিনে?
কি ভাবিচ মনে মনে, হে ঋক্ষভূস্বামি!
উপস্থিত ভাব কি বা কর্ত্তব্য তোমার?

সুগ্রীব। হে রাক্ষসরাজ! কিবা কর্ত্তব্য আমার—
কর্ত্তব্যের মাঝে রহি সে কর্ত্তব্য করিয়াছি স্থির!
আছি মাত্র স্থির,
ইঙ্গিত পাবার আশে সুধীর সখার!

অঙ্গদ। খুল্লতাতঃ!

সুগ্রীব। বৎস, প্রাণাধিক!

অঙ্গদ। ক্ষমেন যদ্যপি, কহি তবে।

সুগ্রীব। ক্ষমার আস্পদ তুমি বাছা,
না ক্ষমিলে তোমা হেন ধনে,
বিধাতার নীতির বিরোধী আমি, অতি দুরাচার।

অঙ্গদ। তবে কহি খুল্লতাতঃ মহাশয়!
কর্ত্তব্য আপন, নয় পরাধীন,
স্বাধীন মস্তক তার, কেন তবে—
সে কর্ত্তব্য মানে আজ সখার ইঙ্গিত?
কর্ত্তব্য যে সবার প্রধান,
সেই কর্ত্তব্যের রাখিতে সম্মান,
আপনি যে রাজ্যত্যাগী দেবের সেবক—
কিষ্কিন্ধার রাজ!
রক্ষের আহবে সসৈন্যে যুঝিবে, সীতা উদ্ধারিবে—
ক'রেছেন প্রতিজ্ঞা আপনি!
কর্ত্তব্য তখনি তব পদে নোয়ায়েছে মাথা,
র'য়েচে ইঙ্গিত আশে!
ইথে সখার ইঙ্গিত কিসে!
তাই কহি, এ কর্ত্তব্য নহে শ্রেষ্ঠ তব পিতৃদেব!
এই অনুমানি!

সুগ্রীব। ধন্য তাতঃ তুমি, ঋক্ষের গৌরব-ভূষা!
চিরজীব বংশধর! করি এবে কর্ত্তব্য পালন।
যাও বৎস, বানরকটকে—
নলনীলগবাক্ষগবয় বীরে দানহ আদেশ,
পূর্ব্বদ্বারে দিক্ তারা থানা—
সম বিন্ধ্যগিরি দুর্ভেদ্য অটল।
উত্তরে অঞ্জনাপুত্র নিজে হনুমান, অনুচর সহ—

করুক শিবির রক্ষা, রুদ্র যথা রক্ষে শক্তি,
তীর্থ-মহাপীঠে ভৈরবের বেশে।
পশ্চিম তোরণে হর, হয়গ্রীব, ইন্দ্রানিল
আদি বীরের সংহতি,
তুমি নিজে বৎস, কর রক্ষা গিয়া—
যথা রক্ষে এই বসুমতী নাগরাজ সহস্র ফণায়।
পূর্ব্বদ্বারে থাকিব আপনি শূলপাণি,
দূতসম বানর কটক সহ।
যাও, যাও, এস পুত্র, করি কর্ত্তব্য পালন।

অঙ্গদ। যথা আজ্ঞা পিতৃদেব! কর্ত্তব্য স্বাধীন আমাদের,
স্বর্ণ-বিজয়-কিরীট তার মাথে,
কর্ত্তব্য জীবের জীবন-রাজ্যের রাজা,
মহাতেজা নাহি উপেক্ষিবে—শ্রীরাম আদেশ!
না শুনিবে কারো কথা।
জাগ জাগ, সৈন্যগণ!
নিমীলিত নেত্র কর উন্মীলিত
প্রবাসী কিষ্কিন্ধ্যানিবাসি,
রামকার্য্যে কর আজ জীবন সৌন্দর্য্যময়
কর্ত্তব্য পালিয়ে লভ সুখ, দুঃখমন্থনের সুধা!
নহে কর্ত্তব্যের অমর্য্যাদা-ফল,পাবে,তার ঘোর অভিশাপ।

[বেগে প্রস্থান।

হনুমান। বল কি ভাই, তার পর, তার পর!

প্রেমমঙ্গল। দেখেই সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। ভাব্‌লাম, প্রভু হে! তোমার পঙ্কিল বিশ্বরাজ্যে এমন অপূর্ব্ব-সামগ্রীও আছে! মায়াময় পিতা হ'য়ে বিশ্বহিতার্থে নিজপুত্রকে অনলে আহুতি দিতে পারে? এমন পিতা জগতে কে? ধন্য তুমি আত্মোৎসর্গী মহাপুরুষ, তুমিই জগতের দুর্ল্লভ রত্ন, তুমিই একমাত্র ভগবানের প্রিয়পদার্থ! তাই ভাই, সেই আত্মত্যাগীর আত্মোৎসর্গের নিদর্শনস্বরূপ তাঁরি হস্তের হুতাবশিষ্ট যজ্ঞীয় ঘৃত সযত্নে এনেচি! এই ঘৃত ভগবানের নিশ্চয়ই প্রিয়সামগ্রী! নয়: কি না বল?

হনুমান। নিশ্চয়, নিশ্চয়, এই উজ্জ্বলরত্ন নিশ্চয়ই ভগবানের প্রিয়বস্তু, তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু ভাই রে,এ রত্ন ভগবানের প্রিয় হ'লেও ইহাপেক্ষা আরও ভগবানের প্রিয়তম বস্তু আছে, সেটা তুমি এখনও সংগ্রহ ক'র্‌তে পার নি।

প্রেমমঙ্গল। তুমি ব'ল্‌চ পারিনি? আচ্ছা তবে চল্লেম, দেখা যাক্, কতদিনে সে বস্তু সংগ্রহ ক'র্‌তে পারি! দেখি নারায়ণ, তোমার কৃপায় কতদিনে তোমার দর্শন পাই।

(গীত)

হরি সত্যং শিব সুন্দরং,
সত্যমপি সত্যং হব ভক্ত ভুবনমাঝে।
তুমি ভক্তের মানসমূর্ত্তি ভক্তম নিয়ে বিবিধ সাজে

ভক্তকবি বাল্মীকি তুমি নাহি জনমিতে,
তব মুরতি আঁকি দিল নিজ লেখনীতে,
এলে তুমি সেইরূপে ভক্তবাঞ্ছা পুরাইতে,
দেখি বাঞ্ছা পূরে কি না বাঞ্ছাকল্পতরু,
যদি হৃদে তা বিরাজে।

[প্রস্থান।

হনুমান। ভক্ত, ভক্ত! ভক্তের বাঞ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে! দাস হনুমান সেই পূর্ণাবস্থা দেখ্‌বার জন্যই উদ্‌গ্রীব! তাই আজ সে তার মনের বলে মায়াবী ইন্দ্রজয়ী মেঘনাদের বিরুদ্ধে তুচ্ছ বৃক্ষশাখা মাত্র সহায় ক'রে যুদ্ধোন্মুখ হ'য়ে আছে। ভরসা ভগবান্ আর ভক্ত! ঐ নাকি একটা ছায়া—জয় রাম, জয় শ্রীরাম।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিশ্রাম-কক্ষ।

রাবণ ও মন্দোদরীর প্রবেশ।

মন্দোদরী। একটী প্রার্থনা?

রাবণ। কার?

মন্দোদরী। আমার।

রাবণ। তোমার? কার নিকট?

মন্দোদরী। সাগরাম্বরা ধরিত্রীপতি ত্রিদিববিজয়ী লঙ্কেশ্বরের নিকট।

রাবণ। এ সময় এ রহস্য কেন মন্দোদরি!

মন্দোদরী। রহস্য নয়, সত্য সত্যই।

রাবণ। সত্য সত্যই? আমি ত একে রহস্য ব'লেই অনুমান করি মন্দোদরি।

মন্দোদরী। রহস্য নয়, সত্য সত্যই আমার প্রার্থনার পূর্ব্ব-বর্ত্তী অন্তরের বিনয়।

রাবণ। কি প্রার্থনা তোমার সর্ব্বেশ্বরি? তোমার আবার প্রার্থনা? আচ্ছা তোমার প্রার্থনা কি বল?

মন্দোদরী। আজিকার যুদ্ধযাত্রা বিষয়ে তুমি কি আদেশ দান ক'রেচ? আমি তাই বিশেষভাবে শুন্‌তে চাই।

রাবণ। এই, এ আবার প্রার্থনা কি হৃদয়েশ্বরি? আমি আর অস্ত্রধারণক্ষম লঙ্কার স্ত্রীপুরুষ সকলকেই যুদ্ধগমনের আদেশ দান ক'রেচি।

মন্দোদরী। সকলকেই? কোন বিশেষত্ব নাই কি?

রাবণ। না প্রিয়ে, বিশেষত্বে পক্ষপাতিত্ব স্পর্শ করে ব'লেই আমি কোন বিশেষত্ব রাখি নাই।

মন্দোদরী। ঐ বিশেষত্বরই আমি প্রার্থিনী। বলুন প্রভু, দাসীর প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌বেন?

রাবণ। সতি! রাবণের অদেয় তোমার কি আছে?

মন্দোদরী। তা হ'লে মহারাজ, আমার প্রার্থনা কি শুনুন।

যে একপুত্রের মাতা, বিশেষতঃ যার জ্যেষ্ঠ পুত্র গত যুদ্ধে হত, মাত্র কনিষ্ঠকে বুকে ধ'রে হৃদয়ের জ্বালা কথঞ্চিৎ শীতল ক'রচে, সেই একাপত্য জননীর বর্ত্তমান পুত্রটীকে বর্ত্তমান যুদ্ধে অব্যাহতি দান, এই আমার প্রার্থনা।

রাবণ। করুণাময়ী দেবি! তোমার এ প্রার্থনা কি প্রত্যেক একাপত্য জননীর পুত্রের জন্য, না কোনও জননী বিশেষের জন্য?

মন্দোদরী। এ প্রশ্ন কেন নাথ!

রাবণ। ভাব্‌চি চারুচরিত্রে! শোকসন্তপ্তা বীরাঙ্গনা মন্দোদরীর হৃদয়ে পুনঃ ভবিষ্য শোকের ঘন কৃষ্ণছায়পাতে কোন দুর্ব্বলতা স্থান অধিকার ক'রেচে কি না?

মন্দোদরী। কেন নাথ, সে সন্দেহ ক'র্‌চেন? মন্দোদরী লঙ্কেশ্বর রাবণের বনিতা; ইন্দ্রজেতা বৎস মেঘনাদের মাতা। আমার প্রার্থনা, আমা ব্যতীত সমুদায় একাপত্য রক্ষ-জননীর নিমিত্ত। বিশেষতঃ হত-পুত্রা-শোকার্ত্তা চিত্রাঙ্গদার জন্য—

রাবণ। ধন্য—ধন্য, হৃদয়বতি! আমি সন্তুষ্টচিত্তে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ ক'র্‌লাম।

মন্দোদরী। তা হ'লে আমি আপনার বর্ত্তমান বিশেষ আদেশ—সাধারণে জ্ঞাপন ক'র্‌তে পারি?

রাবণ। নিশ্চয়।

মন্দোদরী। এই স্বামি-প্রেমই স্ত্রী জাতির বৈকুণ্ঠ লাভ! আমি আসি মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাবণ। এইরূপ পরদুঃখ-মোচনাভিলাষিণী উচ্চচরিত্রা রমণীপ্রেমই স্বামিহৃদয়ের নিত্য সঞ্জীবনী-শক্তি! কে—কে আপনি!

ভৈরববেশে মহাদেবের প্রবেশ।

মহাদেব। মহারাজ লঙ্কাধিপতি রাবণের নিত্য মধুরোজ্জ্বলা সত্য-বিজয়শ্রীর জয় হোক। আমি জনৈক রুদ্রানুচর।

রাবণ। (প্রণামানন্তর) প্রভু, কি জন্য আগমন।

মহাদেব। চিকিৎসার জন্য।

রাবণ। রোগী কে?

মহাদেব। রোগী, সীতাপহারী শ্রীরাম-প্রতিদ্বন্দ্বী ন্যায়ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট লঙ্কেশ্বর রাবণ।

রাবণ। উত্তম, যদি প্রকৃত ব্যাধি নিরূপণে সমর্থ হন, চিকিৎসা আরম্ভ করুন।

মহাদেব। সীতাহরণ প্রবল জ্বরে রাম-বিদ্বেষ-বিকারগ্রস্ত তুমি, আত্মদানসূচিকাভরণ ব্যতীত রোগশান্তির উপায় আছে কি রাবণ?

রাবণ। সীতাহরণ ও রামবিদ্বেষজনিত অপরাধ কি রুদ্র গুরুদেব অপরাধ রূপে গ্রহণ ক'রেচেন?

মহাদেব। তোমার বিবেক তোমায় কি সদুত্তর প্রদান করেন, জিজ্ঞাসা কর! অপরাধ বলে না কি?

রাবণ। কৈ,তা ত আমি ধারণায় আন্‌তে পারচি না। পূর্ব্বেও

ত আমি অনেক রমণী বলপূর্ব্বক হরণ ও অনেক বীরকে—এমন কি দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজিত ক'রে তাদের প্রতি বিদ্বেষস্থাপন ক'রেচি,–কৈ, তাতে ত এত পাপ ব'লে কেউ আমার নিকট ব্যক্ত করেন নি! তবে বর্ত্তমান সীতাপহরণে ও রামবিদ্বেষে আমার এত গুরুতম অপরাধ ব'লে গণ্য ক'র্‌চেন কেন? ক্ষুদ্র নর রাম কি স্বর্গাধিপতি সম্মানীয় ইন্দ্র অপেক্ষাও সম্মানিত?

মহাদেব। হাঁ, নিশ্চয়। নির্ব্বোধ, ইন্দ্রের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের তুলনা? শ্রীরামচন্দ্র যে তোমার গুরু রুদ্রদেবেরও গুরু। স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ।

রাবণ। রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ! নিশ্চয়?

মহাদেব। হা অন্ধ! এখনও সন্দেহ?

রাবণ। আঃ, প্রভু, এতদিনে আশ্বস্ত হ'লাম। আমিও তাই চাই! যদি কারো সহিত বিদ্বেষ স্থাপন ক'র্‌তে হয়,তবে সেই তিনি—তিনি—তিনি সেই ভগবান! যদি কারো প্রকৃতিকে হরণ ক'র্‌তে হয়, তা হ'লে সেই তাঁর শক্তি—তাঁর শক্তি—তাঁর শক্তি।

মহাদেব। কেন, এর তাৎপর্য্য কি রাবণ!

রাবণ। তাৎপর্য্য কি, এ কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার তাৎপর্য্য কি প্রভু! এইমাত্র প্রত্যক্ষ করুন, আজ সীতা আমার অশোক বনে, আর রাম আমার দ্বারস্থ।

মহাদেব। তা তাঁকে ভক্তিভাবে আরাধনা ক'র্‌লেই ত তোমার বাসনা চরিতার্থ হ'ত।

রাবণ। হ'ত, কিন্তু সে কত দিনে, কত যুগ-যুগান্তরে, কত

কল্প কল্পান্তরে—কত কঠোর সাধনায়? আর এই দেখুন, মাত্র দশমাসে—একজন আমার সদা অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী আর একজন আমার দ্বারে প্রহরীর ন্যায় দণ্ডায়মান। এখন বল দেখি প্রভু! কোন্ পন্থা সরল, আমার না আপনার?

মহাদেব। যদি শ্রীরামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ জ্ঞানে হৃদয়ে গ্রহণ ক'রে থাক, তাহ'লে সেই প্রেমের ঠাকুর—আদরের—ভাবের বিগ্রহ ভগবানকে বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হ'য়ে অনাদৃত, তিরস্কৃত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ক'রচ কেন? তাতে কি তোমার হৃদয়ে বেদনা অনুভব ক'রচ না?

রাবণ। ক'রচি, অতি সত্য; হৃদয়ের যন্ত্রণায় অধীর হ'চ্চি, কিন্তু একটা তৃপ্তি। ভগবান্ বুঝুন যে, হৃদয়ের বেদনা সকলেরই সমান।

মহাদেব। পরিণাম?

রাবণ। পরিণাম—আপনি ত' ব্যবস্থা ক'রেচেন, আত্মদান। আমিও স্থির ক'রে রেখেচি আবার সর্ব্বস্ব, বংশ, রাজ্য, জীবন, এমন কি আমার ইহকাল, পরকাল, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, সর্ব্বস্বই তাঁকে প্রসন্নচিত্তে দান ক'রব। তাতেও কি আমার পরিণামের ব্যবস্থা হবে না?

মহাদেব। তাহ'লে তুমি বর্ত্তমানে আত্মরক্ষার জন্য তোমার ইষ্টদেব মহাদেবের নিকট আর কোন প্রকার প্রসাদলাভে প্রয়াস ক'র না।

রাবণ। না, কিছুমাত্র না, তাহ'লে যে আমার আত্মদানের

বিলম্ব হবে! আমার ইচ্ছা যে, আমার ইষ্টদেব উভয়সঙ্কট হ'তে মুক্তিলাভ করুন। কেন না তাঁর একদিকে শিষ্য, অন্য দিকে গুরু, উভয় দিক রক্ষায় আমি তাঁকে অতিশয় ব্যথা দান ক'রেচি। আর না, আর তাঁকে ব্যথিত ক'র্‌তে চাই না।

মহাদেব। ধন্য বৎস! তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হোক। তাহ'লে আজ তুমি মুক্তকণ্ঠে বল যে, তোমার গুরু আজ তোমার নিকট ঋণমুক্ত!

রাবণ। কেন গুরুদেব, আর ছলনা ক'র্‌চেন? আমি আপনাকে চিনেচি, আজ মুক্তকণ্ঠে ব'ল্‌চি, আপনি আজ ঋণমুক্ত।

মহাদেব। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার আত্মদান-মহাব্রত সম্পূর্ণ হোক।

[প্রস্থান।

রাবণ। (প্রণাম) গুরুদেব, আর একটা কথা আপনাকে বলা হ'ল না! সেটা গুপ্তভাবেই রৈল। আমি ভক্তিভাবে ভগবান্ লাভে বিলম্ব ঘ'টবে ব'লেই শত্রুভাবে অতি অল্পসময় মধ্যে ভগবান্‌কে লাভ ক'র্‌বো, ভগবানের নিকট এই বর গ্রহণ ক'রে ভূভারতে জন্ম গ্রহণ ক'রেছিলাম। তখন আমার এই শত্রুভাব কখনই ভগবানের অপ্রিয় হ'তে পারে না। আমিই সেই বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয়-বিজয়ের একজন। রাম, তুমি যদি ভগবান্ হও, তাহ'লে প্রস্তুত হও, প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষা কর! কর্ত্তব্য অবহেলা ক'র না। আমার কর্ত্তব্য সাধ্যমত পালন ক'র্‌চি, তোমার লেলিহান [illegible] ক্রোধাগ্নিশিখায় অকপট প্রাণে পুত্র-পৌত্র-স্বর্ণলঙ্কা উৎসর্গ ক'রেচি। আবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা ক'র্‌চি, একাপত্যজননীর পুত্র ব্যতীত

অস্ত্রধারণক্ষম লঙ্কার সমুদায় রক্ষ স্ত্রীপুরুষ আজ শ্রীরাম-রণে অগ্রসর হও, নতুবা কারো রক্ষা নাই। রাম, লও, ধর, গ্রাস কর— ত্বরা গ্রাস কর! না পার, তোমার শক্তি রাবণের অশোকবনে রেখে প্রস্থান কর।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[পথ]

রক্ষবীর বালক, বালিকা, স্ত্রী ও পুরুষগণের প্রবেশ।

সকলে। গীত।

জয় জয় জয় লঙ্কেশ্বর রাবণের জয়।
জনম-মরণ দুটো কথা বৈত নয়।
একটী না থাকিলে পরে আর একটী না হ'ত,
ঠিক যেন মেশামিশি আলো আঁধার মত,
সে মরণ তরে বল কিবা আছে ভয়,
যাওয়া না থাকিলে হায়, আসা কোথা হয়?

শারণের প্রবেশ।

শারণ। শুন শুন রণযাত্রী লঙ্কাবাসী সবে,
শুনেচ ত' নৃপতির দ্বিতীয় আদেশ—
নিষেধাজ্ঞা—মাত্র মন্দোদরী—
সম্রাজ্ঞীর নন্দন ব্যতীত

একপুত্রামাতৃপুত্র না যাবে সমরে!
কহ আসি, দেহ পরিচয়, কে কে হয়—
একাপত্য জননীর হৃদয়ের ধন—
রাজ-আজ্ঞা নিষেধ তাহার সমরে গমন।

[প্রস্থান।

সকলে। গীত।

স্বচ্ছ স্রোতের ধারায় বাধা, হঠাৎ গেল প'ড়ে,
বালক-বালিকা ব্যতীত } ওরে এক মায়ের ধন কে কে আছিস্ ফিরে যা রে ঘরে,
জনৈক বালক। আমি না, আমরা পাঁচটী আছি মা'র কোল জুড়ে;
জনৈক বালক। তুই!
জনৈক বালক। তা সত্যি ভাই।
জনৈক বালক। তুই!
জনৈক বালক। আমার কেউ নাই!

সকলে। (ও সুবাহু) তুই যে মায়ের একটী মাণিক অতি স্নেহময়,
যা রে ফিরে সোণার যাদু, আমরাই ক'রব অরি ক্ষয়।

সুবাহু। এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়স্কর নয়।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

[চিত্রাঙ্গদার কক্ষ।]

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। চতুর্দ্দিকে রণবাদ্য আলোড়িয়া সিন্ধুতল,
স্বর্ণময়ী এ লঙ্কার বীরনিঃশেষিত শূন্য বক্ষঃদেশ,
গরজিয়া উঠিছে ঘর্ঘর ধ্বনি—বজ্রনাদ সম !
জাগে যেন সমস্ত শিরায় সুপ্ত রক্তস্রোত,
বহে মুক্ত ভীষণ প্লাবন সে বাদ্যের অনাগত—
কোন বৈদ্যুতিক-বলে।
শত্রুজিগীষায় দলে দলে ধায় চতুরঙ্গ সৈন্যদল,
প্রমত্ত সকল, হস্তী-অশ্ব-রথ-পদাতি সংযোগে।
লক্ষ্য সবাকার জয়শ্রী বিজয় টীকা—
করিবারে ললাটে ধারণ !
আজি বড় আনন্দের দিন !
পুত্রহন্তা—শ্রীরামের সহ রণ,
যাব' লয়ে কনিষ্ঠ নন্দন সমরে আপনি,
রক্ষমণি—যদি নাহি দেন বাধা।
নয় পুত্র করিবে গমন—
ভ্রাতৃ-শোকভারগ্রস্ত তার মলিন জীবন,
বিধৌত করিবে আজি ভ্রাতৃহন্তা শত্রুর রুধিরে !

কৈ, কোথা গেল প্রাণাধিক !
আজি মাতা-পুত্রে সাজিব সমরে।

বিষণ্ণচিত্তে সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। মা, মা—

চিত্রাঙ্গদা। কেন বাছা, এ আনন্দের দিনে, এই মহোৎসবে,
হিমসিক্ত পদ্ম সম এত তোর ম্লান মুখ !
কে রে প্রফুল্ল গোলাপে ফেলেচে নিশ্বাস !

সুবাহু। মাগো, শুন নাকি জনক রাজার—
আজি যুদ্ধযাত্রী প্রতি দ্বিতীয় আদেশ।

চিত্রাঙ্গদা। কি আদেশ, নিতান্ত দুর্ব্বল রাজা,
যে আদেশে বীরপুত্র তুমি তাঁর—
করিয়াছ মুখ বিমলিন।
শুনি বাছা, কহ কি আদেশ তাঁর ?

সুবাহু। মাগো, আদেশ রাজার—
"একাপত্য জননীর পুত্র যেই জন,
সমরে গমন নিষেধ তাহার।"

চিত্রাঙ্গদা। রে সুবাহু, স্নেহের মাণিক !
রাখ কি সংবাদ—এ আদেশ, ব্যক্তিগত—
কিম্বা সাধারণ রক্ষপুত্র প্রতি হ'য়েচে প্রয়োগ ?

সুবাহু। সাধারণ রক্ষপুত্র প্রতি মাতঃ !
মাত্র দাদা মেঘনাদ বিনা।

চিত্রাঙ্গদা। তবে এই খেলা খেলিয়াছে—
মহারাণী মন্দোদরী সতিনী করুণ্যবতী।
গো ভগিনি! এ নহে করুণা তব!
জেনেও জান না কেন তুমি পুত্রবতী,
পুত্র বিয়োগের জ্বালা—কি বাড়বানল!
কিবা অগ্নের ভূধর—স্রাব—তার বুকে বহে।
দহে কি দাবাগ্নি শিখা!
ক্ষুব্ধা ভুজঙ্গিনি! হারাইয়া মণি—
হ'য়েচ কি জ্ঞানহীনা? ভুলেচ কি প্রতিহিংসা-জ্বালা?

সুবাহু। জননি গো, রণে গেল চ'লে যত বীরগণ,
আমি অভাজন রহিলাম প'ড়ে!

চিত্রাঙ্গদা। আরে উন্মাদিনী-পুত্র!
অভ্রভেদী মর্ম্মদাহী আশার সঙ্গীত—
শুনিতে কি নাহি পাও, তব মরমের শেষ প্রান্তস্থলে!
চল চ'লে সহস্র ব্যাঘাত অতিক্রমি—
ক্ষিপ্রবৎ নিম্নগামী গৈরিকের স্রোত!
চল যাই রাজার নিকট, পুনঃ লই তৃতীয় আদেশ—
পুত্র মেঘনাদ সহ তুমি রণযাত্রী হবে।
চাই পুত্রহন্তা প্রতিশোধ!
করুণার নহে এ সময়—এস পুত্র, মোর সাথে।

[সুবাহুর হস্তধারণপূর্ব্বক বেগে প্রস্থান।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

[বিশ্রাম-কক্ষ]

কালিন্দীর প্রবেশ।

কালিন্দী। গীত।

মনের মতন নিতুই নূতন নারীর পরাণ চায়।
অপ্রেমিক জনে বিবাহ-বাঁধনে বাঁধিয়ে রাখিতে যায়।
সে কি থাকে বাঁধা, সে কি মানে বাধা,
সে যে প্রেমে সাধা, শুধু চোখের ধাঁধা, মনের আকারে নয়,
জাগরণে দূরে রাখি স্বপনে হেরি গো তায়।

আদিনাথের প্রবেশ।

আদিনাথ। গীত।

মাসি গো এসেচি আমি, কি প্রেম মাসি গো হায় হায়।
প্রেমিক এ প্রেম মাসি, বুকে বুকে থায়।

মাসি, তোমার প্রাণ এমন মাসি! আমি ভাব্‌তাম, আমার ভূত মামী, এ সবের কিছুই ধার ধারে না! তা মাসি—মাসি, ভূত মেয়ে মানুষরা বুঝি এমনি লুকিয়ে লুকিয়ে জল খায় মি! তা বেশ, এখন মাসি, বুঝলুম, মেয়েমানুষ সব এক খেতে ও নদী, সবারই প্রাণে প্রেমের অন্তঃসলিলা তর্ তর্ ক'রে চ্ছে, কেমন মাসি, নয়?

কালিন্দী। (স্বগত) ছি, ছি, কি লজ্জা, কি লজ্জা! কি পরিতাপ! আমার ভাব লোকে বুঝ্‌তে পার্‌লে? অহো এখন বুঝ্‌চি, প্রাণের পূর্ব্বে ভাষার সৃষ্টি হয়নি। তাই প্রাণের ভাষা অতি সরল, অতি সহজ, ভাষার ভাষা অতি জটিল, অতি কুটিল, অন্তের অবোধ্য। ছিঃ, ছিঃ, ক'র্‌লুম কি! আরে, আরে, ছিঃ, ছিঃ, দুরাত্মা মদন! পাইতাম দেখা যদি, এই পদাঘাতে ভাঙিতাম তোর দুপাটির দন্ত।

আদিনাথ। কি মামী! কি ভাব্‌চ বল দেখি, আমি দেখে ফেলেচি ব'লে? তা—তা তাকি আমি প্রকাশ ক'র্‌ব! শিবঃ, শিবঃ, শিবঃ, এখন শোন মামী, মামার বিষয় কি ক'র্‌চ বল দেখি?

কালিন্দী। কিসের বিষয়?

আদিনাথ। ঐ যে কি রাজার আজ্ঞা কি একাপত্য। তা হ'লেই ত মামী গোলমাল!

কালিন্দী। একাপত্য কি রে মূর্খ!

আদিনাথ। ঐ যে গো একাপত্য, রাজা কি আজ্ঞা দিয়েচে নয়?

কালিন্দী। সে ত, একাপত্য জননীর পুত্র না পশিবে রণে।

আদিনাথ। তা হ'লেই ত হ'লো গো মামি, ঐ একাপত্য—ও যে মামী তোমারই সংস্কৃত কথা! তা কি আমি বুঝ্‌তে পারিনি!

কালিন্দী। কি বুঝেচিস্‌?

আদিনাথ। মামি, তুমি কি আমায় এত অপণ্ডিত ভাব যে, এ আর বুঝিনি? একাপত্য কি না—এক একটী পত্য, কি না পত্যাঃ পতিঃ; তাহ'লেই হ'ল, একটী মাত্র পতি—এমন যে মায়ের ছেলে,

সে যুদ্ধে যেতে পাবে না। তাহ'লে ত তোমার একটা মাত্র পতি—সেই গুণের পণ্ডিত মামা আমার তিনি ত যুদ্ধে যেতে পাবেন না। এদিকে লঙ্কার বীরগণ দলে দলে যুদ্ধে যাচ্ছে দেখে মামা আমার যুদ্ধে যাবার জন্যে উস্‌খুস্‌ ক'র্‌চেন। এখন উপায় কি?

কালিন্দী। দূর মূর্খ! একাপত্য অর্থ—এক পুত্র।

আদিনাথ। চুপ চুপ মামি,গোল ক'রো না! তোমার সংস্কৃতে আবার এমন হয় না কি? একাপত্য মানে একপতি বুঝায় না? এক শব্দ স্ত্রীলোকের হ'লে একা আর পত্য কি না, পতি। পতিঃ, পতয়ঃ, পতি, পতে,পতানি। তাহ'লেই হ'লো পত্য মানে পতি! এ কথা কি আর আমি বুঝি না মামি! এত বড় সুবুদ্ধের ডুবরি মামার ভাগ্‌নে আমি—

কালিন্দী। আরে মূর্খ তা নয়, অপত্য মানে পুত্র।

আদিনাথ। তা আমি জানি, মামা যে পুত্র ছাড়া কন্যা নয়, তা তুমিও জান, আর আমিও জানি?

কালিন্দী। তুই কি ব্যাকরণ পড়িস্‌ না, এ সকল সামান্য অর্থ বুঝিস্‌ না?

আদিনাথ। না মামি,ওটায় আমার বড় গণ্ডগোল লাগে, ওর একটা কথাও সত্যি না। এই দেখ না কেন,মামার স্ত্রী মামী,জেঠার স্ত্রী জেঠী, কাকার স্ত্রী কাকী, কিন্তু দিদি দাদার স্ত্রী হয় না কেন? তখন বোম হয় কেন? আবার বাবার স্ত্রী বাবী না হ'য়ে মা হয় কেন? ও ব্যাকরণটা মামী উলটো বিধাতার সৃষ্টি! ও আমার দরকার নেই, আমি বিনি ব্যাকরণে বেশ আছি! তা যাক্‌—মামি,

এখন মামাকে একটু বুঝোই চল গে, তাঁকে যুদ্ধে যেতে দেওয়া হবে না। তুমি আজ যে রকম গান গাচ্ছিলে, তাতে মামা যুদ্ধে গেলে সাম্‌লাতে পার্‌বে না! আমি এমন মামী ছাড়্‌ব কেমন ক'রে মামি! এখন চল যাই। (হস্তধারণ)

কালিন্দী। গীত।

আরে দূর মিন্‌সে, আমার যেতে যে মন কেমন কেমন করে।

আদিনাথ। আমারও প্রাণ গো মামি হমৃড়ে হুমৃড়ে খায় গো আছাড়,
কেবল পেছুন পানে টান ধরে।

কালিন্দী। ইচ্ছে হয় কম্‌নে চলে যাই,

আদিনাথ। উঁহু, এমন কথা কইলে মামি যে, তার মেল্‌তা পেলাম নাই,

কালিন্দী। এ যে সরল প্রাণের সরল কথা, দোষ কি ব'ল্‌তে তাই,

আদিনাথ। হো হো হো—তাই—তাই—তাই—

উভয়ে। রসিকের রসিকতা, মিষ্টি কথা, নাই ব'লতে মানা আপন পরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে) রাম সৈন্যগণ। (জয়োল্লাসে) জয় রাম, জয় রাম জয় শ্রীরাম!

নবম গর্ভাঙ্ক।

[রাজসভা].

রাবণ, শারণ, কালনেমি, রক্তমুখ, লম্বকর্ণ,

বজ্রদন্ত প্রভৃতি পারিষদগণের প্রবেশ।

রাবণ। শুন্‌চ শারণ!

শারণ। শুন্‌চি প্রভো!

রাবণ। এখনও কি কুমার মেঘনাদের যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হওয়া হয়নি?

শারণ। তাই সম্ভব মহারাজ, তাহ'লেই ত তিনি সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হবার জন্য রাজ-সভায় সমাগত হ'তেন।

রাবণ। অধিকাংশ রক্ষবীরই যুদ্ধযাত্রা করেচে, তাদের প্রতি আদেশ, তারা অদূর শিবিরে অবস্থান করবে, আর কিয়দংশ মাত্র কুমারের সহযাত্রী হবার জন্য নগরে অপেক্ষা করচে। তাই ভাবচি শারণ, এখনও কেন অগ্নিদেব আজ কুমারের প্রতি প্রসন্ন হলেন না? যজ্ঞপূর্ণ হ'তে আজ এত বিলম্ব হচ্চে কেন?

কালনেমি। সম্ভব, কুমারের যজ্ঞ পূর্ণ হ'য়েচে; বোধ হয় যজ্ঞশেষে মহারাণী মার নিকট আশীর্ব্বাদ-নির্ম্মাল্য গ্রহণে কুমারের বিলম্বের কারণ।

লম্বকর্ণ। এ বিলম্ব কর্ত্তব্য-গণ্ডীর বহির্ভূত।

শারণ। না, এ বিলম্ব স্বভাবসিদ্ধ। কুমারের তার জগদেক

মহাবীরও কন্দর্প-কুমারবিনিন্দিতরূপলাবণ্যগুণাধার রাজপুত্রকে বর্ত্তমানযুদ্ধে বিদায় দিতে কোন্ মাতৃপ্রাণ সহজে সক্ষম হয়?

রক্তমুখ। তা'হ'লে আপনি বল্‌তে চান, যুদ্ধক্ষেত্রে সকল মাতৃহীন বীরই গমন করে, আজ যারা অক্ষুণ্ণ রাজসম্মানের মর্য্যাদা অমর ক'র্‌বার জন্ত আত্মপ্রাণ বলিদান দিতে গৃহবিনিক্রান্ত হ'য়েচে, তাদের মাতাগণ কোন্ প্রাণে সন্তানের মমতা বিস্মৃত হ'য়ে অম্লসহজে বিদায় দানে সমর্থা হ'লেন? সত্য, মাতৃস্নেহ-সমুদ্রের উত্তাল সফেন তরঙ্গ, সর্ব্বদা চঞ্চল সীমাহীন, তা ব'লে কর্ত্তব্যের গণ্ডী অতিক্রম করা, কখন কারো শোভনীয় নয়।

বজ্রদন্ত। বিশেষতঃ সাম্রাজ্যেশ্বরীর, আর রাজকুমারের।

শারণ। আমাদের নীরস শুষ্ক পুরুষ প্রাণ, কোমল নারী-হৃদয়ের—বিশেষতঃ স্নেহ-নির্ঝরিণী মাতৃহৃদয়ের পরিচয় কিরূপে অবগত হবে?

রাবণ। না শারণ, আমি তোমার বাক্যের সম্পূর্ণ সমর্থন ক'র্‌তে পার্‌লাম না। কেননা, পাষাণেও কোমলতা আছে, স্নিগ্ধ-সলিলা পতিতপাবনী ভাগীরথী পাষাণোদ্ভূতা, শ্মশানচিতা-ক্ষাররাশির মধ্যেও সুকোমল নবদূর্ব্বাদল অঙ্কুরিত হয়। সেইরূপ আমাদের পুরুষ-প্রাণে যে পুত্রস্নেহের কোমলতা নাই, এ কল্পনা মনেও স্থান দিও না। তবে আমার পক্ষে, সে কথা স্বতন্ত্র; কেননা আমি সে স্নেহ, সে মমতা, এমন কি হৃদয়ের যাবতীয় কোমল-বৃত্তিগুলিকে আমার বর্ত্তমান একমাত্র উপাস্য ইষ্টদেব আত্ম-সম্মানের সম্মুখে উৎসর্গ করেচি। আবার এও বলা যায়, তা

ক'রেচি কেন ? না আমরা পুরুষ, আমরা আত্মসম্মানের পূজক, তাই আমরা আত্মসম্মানের নিমিত্ত সব পারি। এই খানেই পুরুষ ও নারী-হৃদয়ের পার্থক্য এই যে, মাতৃপ্রাণ সে আত্মসম্মান-বিগ্রহের সেবিকা নয়, তার হৃদয়াসনে অপত্যমমতাই অভীষ্ট-দেবীরূপিণী দশভুজামূর্ত্তি। তাই তারা তারি পূজায় আগ্রহান্বিতা। ঐ দেখ, পুত্রশোকাকুলা উন্মাদিনী আর এক মাতৃমূর্ত্তি!

সুবাহুর হস্তধারণপূর্ব্বক চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। কৈ, কৈ দেশপূজ্য সম্মানাস্পদ গুরুজ্ঞানী মহারাজাধিরাজ দশদিক্‌বিজয়ী সম্রাট লঙ্কেশ্বর! কৈ কোথা তিনি? এই যে মহারাজ, অভিবাদন গ্রহণ করুন। লও, কুমার, তোমার পিতৃদেবের পদধূলি গ্রহণ কর।

সুবাহু। (পদধূলি গ্রহণ)

রাবণ। এস বৎস! কি চিত্রাঙ্গদা, রুদ্ধস্রোতা প্রবাহিণী মূর্ত্তিতে তুমি রাজসভায় কেন?

চিত্রাঙ্গদা। বিচারপতির নিকট একটী বিচারের জন্য।

রাবণ। বল, কিসের বিচার? উঃ, যেন দলিতা ফণিনীর মূর্ত্তি!

চিত্রাঙ্গদা। বিচার, একটী অবিচারের বিচার।

রাবণ। কার বিচার, কে অবিচার ক'রেচে?

চিত্রাঙ্গদা। কার বিচার? একটী অক্রবাণ অপোগণ্ড শিশুর। কে অবিচার ক'রেচে, একটা দুর্ব্বল অব্যবহিতচিত্ত দেশাধিপতি।

রাবণ। (স্বগত) সব বুঝতে পারচি, কিন্তু কি বলি!

চিত্রাঙ্গদা। নীরব কেন বিচারপতি? যদি বিচারাসনে উপবেশন ক'রে ন্যায্য বিচারে মৌন হ'তে হয়, তাহ'লে সে আসন কলঙ্কিত না করাই শ্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ নয় কি?

রাবণ। শ্রেয়ঃ কিন্তু আমি এমন কিছু অন্যায় কার্য্য করিনি।

চিত্রাঙ্গদা। কর নি? ধর্মভূষিত উজ্জ্বল বিচারাসনে উপবিষ্ট হ'য়ে এখনও বল্‌চ, অন্যায় কর নি? আচ্ছা বেশ, যদি বল অন্যায় করি নি, তাহ'লে সত্য বল দেখি রাজা, এই অজ্ঞান ভ্রাতৃশোক-সন্তপ্ত অভাগ্য বালক, তোমার নিকট কি এমন গুরুতর অপরাধী?

রাবণ। এই বালক—এই প্রাণের প্রাণ সুবাহু, কে ব'ল্‌লে চিত্রাঙ্গদা আমার স্বর্গীয় স্নেহরাজ্যের অফুটন্ত পারিজাত—দুধের বালক সুবাহু আমার, আমার নিকট অপরাধী? বৎস প্রাণাধিক, কে বল্লে তুমি অপরাধী?

চিত্রাঙ্গদা। অপরাধী নয়? তা'হলে ব'ল্‌চ নিরপরাধ। তবে কি বিচারে কোন্ ন্যায়ের শাসনে তোমার এই নিরপরাধ ফুল-কোমল দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানকে তুমি আজ শূলসম নির্ম্মম দণ্ডে দণ্ডিত কর? একি তোমার অন্যায় নয় রাজা! ভ্রাতৃহন্তারির নিধনসঙ্কল্পকারী বীর শিশুশিশু আজ যুদ্ধোন্মুখ হ'য়ে প্রতিনিবৃত্ত হয়, কার আজ্ঞায়? কার আজ্ঞায় বা এই কৌতূহলী বালক—আজ আত্মহারা হ'য়ে কৃতাবোপম রামসৈন্যসঙ্ঘের শক্তিপুঞ্জ ধ্বংস করবার জন্য রণযাত্রা ক'রেছিল?

রাবণ। হাঁ, আমি এই উভয় আজ্ঞাই দান ক'রেছি।

চিত্রাঙ্গদা। কেন এরূপ পরস্পর বিপরীতমুখী আজ্ঞা প্রদান কর্‌বার উদ্দেশ্য কি?

রাবণ। উদ্দেশ্য আছে বৈকি চিত্রাঙ্গদা! আমার কোন আজ্ঞাই রাজনীতির বহির্ভূত নয়।

চিত্রাঙ্গদা। বহির্ভূত নয়? তবে প্রথম আজ্ঞা বহির্ভূত বা পরিবর্ত্তিত হ'য়ে দ্বিতীয় আজ্ঞা প্রচার হ'ল কেন?

রাবণ। আমার উভয় আজ্ঞাই রাজনীতির অন্তর্ভূক্ত। প্রথম আজ্ঞারই মার্জ্জিত সংস্করণ দ্বিতীয় আজ্ঞা।

চিত্রাঙ্গদা। বুঝ্‌লাম না, এরূপ আজ্ঞা রাজনীতিশাস্ত্রের কান্ উদ্দেশ্যে?

রাবণ। রাজ্যের শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। রাজ্যের শত্রু ধ্বংসের জন্য প্রত্যেকেরই হৃদয়ে উত্তেজনা-বীজ রোপণে আমার প্রথম আজ্ঞা দান। পরে যখন বুঝ্‌লাম, বর্ত্তমান যুদ্ধের জয় পরাজয় অনিশ্চিত, তখন ভবিষ্যগর্ভনিহিতজয়রত্নলাভের আশা ক'র্‌তে না পেরে, পরাজয়-অমঙ্গলেরই দৃঢ় কল্পনা ক'র্‌লাম। চিত্রাঙ্গদা, তুমিও সেই ভবিষ্যগর্ভ বিদীর্ণ ক'রে দিব্য চক্ষুর অর্পণে দেখ দেখি, লঙ্কার কি শোচনীয় শঙ্কিত পরিণাম দৃশ্য। প্রত্যেক গৃহ অসহায়া বিধবার ও পুত্রহীনা অবলার পরিপূর্ণ, তাদের রক্ষাকর্ত্তা পুরুষ মাত্র নাই, সকলেই স্ব স্ব মর্য্যাদা রক্ষায় রতা, সুতরাং তাদের রক্ষার জন্য আমার দ্বিতীয় আদেশ দান। রাজ্যের শান্তিবিধান ও অবরোধের রক্ষার ব্যবস্থা রাজনীতিশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।

চিত্রাঙ্গদা। ছিঃ,ছিঃ, লঙ্কেশ্বর! এ তোমার কি কল্পনা? তোমার রাজনীতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি—পরাজয় কল্পনা! আর সেই পরাজয় কালিমাকলঙ্কিত জাতি, সেই পরাজয় ঘোষণা ক'র্‌বার জন্যই কি সেই জাতির বংশধর থেকে রাজ্যের মুখোজ্জ্বল ক'র্‌বে?

সারণ। তাহ'লে কি রাণি আপনার মত, রক্ষজাতির স্মরণীয় নাম একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক।

চিত্রাঙ্গদা। নিশ্চয়ই,নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! নিশ্চয়ই পরাজিত-জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক! বীরসমাজ হ'তে তাদের কলঙ্কিত নাম চিরদিনের মত লুপ্ত হোক! পরাজিত দুর্ভাগ্য জাতির ঘৃণ্য চিহ্ন বিস্মৃতির শূন্য আকাশে লীন হোক! পরাজয়? পরাজয়ের অভিজ্ঞান বীরসমাজে কেন? হায়, হায়, বীরজাতির আজ এত অধঃপতন! বীরেন্দ্রকেশরী লঙ্কেশ্বরের রাজসভায় তার এরূপ চরম সংস্কার! রাজা, তোমার সহস্র ধিক্‌ত রাজনীতির উদ্দেশের মৃত্যুকর গরল তুমিই পান কর! সে গরলে আর রাজ্য প্লাবিত ক'রো না। বল কি রাজা,বীরের বীরাঙ্গনা রমণীর আবার বৈধব্য-চিন্তা! বীর-রমণী আবার বিধবা কি? বীরপুত্র-জননী আবার পুত্রহীনা কি? যে বীর-রমণী বীর-স্বামী ও বীর-পুত্র হারা হ'য়ে আপনাকে সৌভাগ্যবতী জ্ঞান না ক'র্‌তে পার্‌বে, তার জীবনের বিহারক্ষেত্র বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় নয়—ঐ অসীম তরঙ্গময় মহাসমুদ্রের তরল জলদ-সংঘর্ষিত বাড়বাগ্নির জ্বলন্ত শিখায়!

রাবণ। চিত্রাঙ্গদা, স্থির হও, আত্মবিহ্বলা হয়ো না। উন্মা-দিনি, উত্তেজনার বশবর্ত্তিনী হ'য়ে রাজ্যে অশান্তি বিস্তার ক'রো

না ! শুনচ:না চিত্রাঙ্গদা, শোকার্ত্তার ক্রন্দনের ধ্বনি ! দেখচ না চিত্রাঙ্গদা বিয়োগের কি বিসদৃশ হাহাকারময় নিরাশার চিত্র !

চিত্রাঙ্গদা। শুন্‌চি, শুন্‌চি, দেখেচি, দেখেচি; শুনেচি আর দেখেচি ব'লেই ব'লচি যে, রোদনের হাহাকারে বীরের কি বীরাঙ্গনার শোকের শান্তি হয় নাই, হয় না আর হবেও না। শোকের শান্তি প্রতিহিংসায় ! এই আমি ভবিষ্য জ্যোতিষ গণনায় স্থির ক'রেচি, আমার পুত্রবিরহ-শোকের শান্তি—এই বালকের ভ্রাতৃশোকের শান্তি একমাত্র প্রতিহিংসায় আর এও স্থির ক'রেচি, তোমার রাজনীতিশাস্ত্রের স্বার্থ-যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন দুর্ব্বল মূর্ত্তি তুমি, তোমার দ্বারাও আমার সে প্রতিহিংসার শান্তি সাধন হবে না ? কিন্তু আমার সে প্রতিহিংসার শান্তি চাই। তখন মহারাজ ! মাত্র এই বালকের প্রতি তোমার যে দ্বিতীয় আদেশ, তা প্রত্যাহার কর ! এই বালককে যুদ্ধযাত্রার প্রসন্নমনে অনুমতি দান কর। এ বালক বর্ত্তমান যুদ্ধের অযোগ্য নয়, কেন না এ বালক আমার গর্ভজাত বীররাজ বীরবাহুর ভ্রাতা, অতীব রণকৌতুকী ও উৎসাহী।

রাবণ। চিত্রাঙ্গদা, আমায় ক্ষমা কর, তোমার এ অসঙ্গত প্রার্থনা পূরণে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম ! রাজাজ্ঞা প্রত্যাহার, রাজমর্য্যাদার বিরোধী।

সুবাহু। বাবা, তুমি ত মাত্র রাজরাজেশ্বর নও, তুমি যে বীরকেশরী বীরেন্দ্র বীরবর রাবণ ! এ নীতি রাজমর্য্যাদা বিরুদ্ধ হ'তে পারে, কিন্তু বীরমর্য্যাদার বিরুদ্ধ না ! বাবা আমাকে এই যুদ্ধ

যাত্রার অনুমতি দান ক'র্‌তেই হবে! মা আমায় বড় সাধে এ যুদ্ধ-সজ্জায় সাজে সাজিয়ে দিয়েছেন, আমি মা'র বড়সাধের, বড় আদরের, যুদ্ধসজ্জা কিছুতেই ত্যাগ ক'রতে পার্‌ব না। আমি বরং যুদ্ধান্তে এসে রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের দণ্ড—সে দণ্ড মৃত্যুদণ্ড হ'লেও অবনত-মস্তকে কুণ্ঠাহীন প্রাণে গ্রহণ ক'র্‌ব, তথাপি মাতৃসজ্জিত সজ্জা-সম্মান কিছুতেই নষ্ট ক'র্‌তে পার্‌ব না। বাবা, আমায় যুদ্ধে যাবার অনুমতি দান কর।

গীত।

আমায় যেতে দাও, আমায় ছেড়ে দাও, মা বাবারে বুঝাও, আমি যাবো রণে।
আমি সেথানেও যাবো, এথানেও রব, কেন তোমরা ভাব,
আমি ভেবেছি গো এই মনে মনে।
আমি রণে হবে ছুটো কাজ, দাদার অরি আর বংশলাজ,
যাবে চিরদিনের তরে, ঐ অতল সাগরে, আমি ভেয়ের ভাই হ'ব ভুবনে।
বাবা যাই, কি দুঃখ বা মরণে, সবারই ত অই চরমে,
যদি মরি দূরে যাই, তায় ভাবনা ত নাই, আমি আস্‌ব যাব স্মৃতি-স্বপনে।

চিত্রাঙ্গদা। রাজা, এ বালকের অদম্য স্পৃহার চিত্র দেখ্‌চ ত? এখন কি ব'ল্‌বে বল। শেষ কথা আমি শুনে যেতে চাই।

রাবণ। না চিত্রাঙ্গদা, আমি আর কর্ত্তব্যবিমুখ হ'তে পার্‌ব না, তুমি আমায় ক্ষমা কর।

চিত্রাঙ্গদা। বেশ, তা হ'লে আর একটা কথা আমি শুন্‌তে চাই, একাপত্য জননীর পুত্রের যদি যুদ্ধযাত্রা নিষিদ্ধ হয়, তা হ'লে যে বাহুহীন বালক, সে যুদ্ধে যেতে পার্‌বে ত?

রাবণ। তা কেন পারবে না, নিশ্চয়ই পারবে। মাতৃহীন পুত্র ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধনমুক্ত।

চিত্রাঙ্গদা। কি ব'লে রাজা মাতৃহীন পুত্র সম্পূর্ণরূপে বন্ধনমুক্ত! তাহ'লে বল রাজা, আমিই বাছা সুবাহুর মঙ্গলপথের অশুভ কণ্টক! আমিই বীরবালকের বীরনামের বিরুদ্ধাচারিণী প্রেতিনী! আমিই গর্ভজ শিশুর গৌরবনাশিনী অভদ্রা সর্ব্বনাশিনী! বীরবালক! বীরব্রতসাধনপথে কোন মরীচিকায়, কোন বিভীষিকায় ভীত হয়ো না! চলে যাও, দাও, রাজা, দাও, দাও স্বামিন্ দাও, তোমার শত্রুশিরশ্ছেদী তীক্ষ্ণ শাণিত তরবারি দাও—(অস্ত্রগ্রহণ) তোমার রাজাজ্ঞার জটিল আবিল পন্থা পরিষ্কার করি দাও। (বক্ষে আঘাত)

রাবণ। ক'রলি কি—ক'রলি কি—রে শোকোন্মাদিনী প্রতিহিংসাতুরা বাঘিনী ক'রলি কি, ক'রলি কি! (ধারণ বলপূর্ব্বক অস্ত্রগ্রহণ) শারণ! জল আন, জল আন।

[শারণের বেগে প্রস্থান।

সকলে। সর্ব্বনাশ হ'ল, সর্ব্বনাশ হ'ল!

সুবাহু। জল কৈ, জল কৈ! মা—মা—আমায় মুক্ত ক'রবার জন্য এই ক'রলে! কৈ, কৈ জল কৈ!

চিত্রাঙ্গদা। জল, জলে কি হবে? সুবাহু—এ জলন্ত জ্বালা ত জলে যাবে না! এর শান্তি—এর তৃপ্তি—এর সুখ একমাত্র পুত্রহন্তার উত্তপ্ত শোণিত। যাও পুত্র, এবার তুমি মুক্ত। এইবার

এই মাতৃরক্তের বিজয়তিলক ললাটে ধারণ ক'রে, মাতৃকণ্ঠের শেষ উচ্চারিত "তোমার জয় হোক" এই অন্তিম আশীর্ব্বাদ-অক্ষয়-কবচ প'রে এই মুক্তপথে যাত্রা কর।

সুবাহু। না, না, না, না, কাঁদব কি, চঞ্চল হব কি! আমার মা বীরগৌরবিনী, বীরের বীরগৌরব বর্দ্ধনের জন্যই আমাদিগকে মহাসতীর এই আত্মত্যাগ—মহাদান!

কালনেমি। বীরাঙ্গনা বীরজননীর এই! মহার্ঘ প্রসাদ! লঙ্কার এই গৌরব-কণ্ঠহার!

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। এ কি—বাবা—এ কি--এ কি চিত্র! এ যে ছোট মার রুধিররঞ্জিত অন্তিম চিত্র! ছোট মা, ছোট মা, কি করলে? ভাই সুবাহু রে, কি হ'ল! বাবা কি হ'ল! -

রাবণ। বাবা মেঘনাদ। বিস্মিত হোস্ না, এসেছিস,এসেছিস, এ চিত্র আমার কর্ম্মফলের মহাচিত্র! আর কি, এবার সব শেষ হোক্—সব ধ্বংস হোক! দিন রাত্রি এক হোক—লঙ্কা মহাসিন্ধুর অতলস্পর্শী অতল তলে ডুবে যাক্! যা যা,শীঘ্র পুত্রহন্তার তপ্তরক্ত আন্, মুমূর্ষা পুত্র-শোকার্ত্তা চিত্রাঙ্গদার—ক্ষতস্থানে প্রলেপ দে! অলো—ব্যথিতা উন্মাদিনী তবু কতক শান্তি নিয়ে যাক্। নে, নে, সুবাহুকে সঙ্গে নে! বরার যুদ্ধযাত্রা কর্। আমি তোকে আর প্রাণাধিকার এই অন্তিমচিত্র দেখতে দেখতে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে সেনাপতিপদে বরণ করলুম। যাও—পুত্র যাও, যাও লঙ্কার

শেষ বীর, লঙ্কার শেষ চিহ্নটুকু যদি রক্ষা ক'রতে পার, যাও, সন্তুষ্টপ্রাণে বিদায় দিচ্চি, এই মাতৃরক্ত দর্শন ক'রে যাও, আর আমার বল্‌বার নেই, যে কোন প্রকারে পার, পুত্রহন্তার প্রতিশোধ— পুত্রহন্তার প্রতিশোধ চাই।

চিত্রাঙ্গদা। অমৃত-অমৃত—স্বর্গের দেবভোগ্য অবিনাশী সুধা অবিরত পান ক'র্‌চি! রাজা, তুমি আমায় এত ভালবাস! ভুল করেচি, আমি তোমার এ ভালবাসার কিছুই প্রতিদান দিতে পার্‌লুম নি। ক্ষমা কর! স্বামিন্ ক্ষমা কর! ঐ যে বীরবাহু আমার, প্রাণের বীরবাহু—আমায় অঙ্গুলিসঙ্কেতে ডাক্‌চে! বাবা মেঘনাদ, পিতৃবাক্য পালন করগে। আমার সুবাহুকে সঙ্গে লও, যাত্রা কর, ই মঙ্গলময় শবমূর্ত্তি বামে রেখে পুত্রহন্তার প্রায়শ্চিত্তের মন্ত্র জপ ক'র্‌তে ক'র্‌তে লঙ্কার মুখরক্ষা ক'র্‌তে যাও, চলে যাও। এ অভাগিনীর আর কেউ নাই। সুবাহু, যদি তুই পুত্রহন্তার শিরশ্ছেদ কর্‌তে পারিস, তাহ'লেই আমি জান্‌ব, তুই চিত্রাঙ্গদার পুত্র। তুই তাহ'লে আমার এই শবদেহের সৎকারের অধিকারী হবি! নয়, এ শবদেহ আর যেন কেউ স্পর্শ না করে। বাবা—বীর, এই আমি যাচ্চি—অহো পুত্রহন্তা—ওহো পুত্রহন্তা—(মৃত্যু)

রাবণ। যাও দেবি! তোমার শীতল শান্তিময় গন্তব্য স্থানে গমন কর। প্রাণাধিক মেঘনাদ, বাবা সুবাহু, সতীর শেষ আজ্ঞায় তার এই মৃতদেহ ল'য়ে পুরমহিলাগণকে যত্নে রক্ষ ক'র্‌তে বল গে।

সকলে। ধন্য বীরাঙ্গনা বীরমাতা! তোমার জয় হোক! তুমি যে দেশে,যে রাজ্যে পদধূলি দান কর, সেই দেশ—সেই রাজ্য চিরপুণ্যময় ও সার্থক! তোমার জয়, সুরতি চিরস্থায়ী,অতি সুখকর, অতি পুণ্যকর, অতি শান্তিকর।

[চিত্রাঙ্গদাকে স্কন্ধে লইয়া সুবাহু, মেঘনাদ ও সকলের প্রস্থান।

ঐকতানবাদন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[যুদ্ধস্থল]

বানরসৈন্যগণের প্রবেশ।

গীত।

জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয় জয় সীতাপতি রামচন্দ্র।
জীবনে মরণে, সে নাম স্মরণে কাঁপাব মেদিনী তুলিয়ে বিজয়-মন্ত্র।
সে পদ শরণে ডরি কি জাগ্রত যমে,
মূর্চ্ছিত গায়ক যেমতি স্পন্দিত সোমে,
মরিয়া তেমতি নাশিব অরাতি সে নামে,
যুদ্ধনয়নে হবে স্তম্ভিতা ধরা হবে বিপক্ষ পক্ষ স্বতন্ত্র,
উল্লাসে মাতিবে, গৌরবে গাহিবে, স্বরগে ইন্দ্র চন্দ্র।

বিভীষণ ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

বিভীষণ। হে বানররাজ, ত্যজ ব্যাজ,
ঝটিতি সজ্জিত কর অরিদর্পহর জটিল সমরব্যূহ!

সমাগত সমূহ বানরঅনীকিনী,
শুনি রক্ষ-পুরুষ-রমণী—
আসিতেছে স্রোতসম বেগে!
দাও বাধা, নয় ধাঁধা লাগিবে তখন,
অশিক্ষিত সৈন্যগণ, না আঁটিবে বিপক্ষের সহ।

সুগ্রীব। হে রাক্ষসেন্দ্র, দাঁড়াও সম্মুখে গিয়া ঝটিতি দাঁড়াও,
সঙ্গে রাখ দুইটী পদাতি পরিখার দ্বারে,
পশ্চাতে তেটিতে আর'—
দ্বিসহস্র অশ্বারোহী সেনা রবে গুপ্তভাবে।
সৈন্যশূন্য হেরি দ্বার পশিবে অরাতি—
মহানন্দে মাতি শত্রু-জয়ে সেই পথে,
অমনি বেড়িবে লুক্কায়িত সৈন্য যত—জয় রাম নাদে,
মৃগয়ার্থী নৃপ যথা নিজ দলবল সহ উচ্চ কলরবে,
খেদাইয়া আনে জালে মত্ত করীযূথ!
রামভক্ত রাজভক্ত সৈন্যগণ! (বংশীধ্বনি)
ব্যূহচক্রে হও পরিণত! (সৈন্যগণের তথাকরণ)

বানরসৈন্যগণ। জয় রাম, জয় শ্রীরাম।

বিভীষণ। হে বানররাজ, হের আজ—
সিংহের গর্জনে আসে বীরসিংহ বীর মেঘনাদ—
এ লঙ্কায় এই শেষ বীর! অনন্ত শকতিধর—
রুদ্র রুদ্র সমন্বিত এক মহামূর্তি যেন!
অই শোন, তার সে গর্জনে মহাসিন্ধু হ'তেছে গর্জিত!

মেঘে মেঘে হ'য়ে সংঘর্ষিত,
বজ্রোৎপন্ন হইতেছে প্রতি পলে পলে!
দূরে চলে বিন্ধ্য-চূড়া নিজ ক্ষুদ্রত্ব প্রমাণ হেতু!
বীরকেতু এ যেন মহান্!
অনুমান আজি রণে কি হ'তে কি হয়,
আসিচে সংশয় বহু।

সুগ্রীব। হে সুধীর, হিমগিরি সম থাকহ অচল।

বিভীষণ। কে ও আসে, মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-পাশে—
অগ্নি আর দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ তাহার,
দোঁহে দোঁহাকার তেজঃ—
মূর্ত্তিমান নবশক্তি যেন করিচে উত্থান,
মুহ্যমান অবসন্ন বানরকটক,
কেবা ওই সিংহশিশু, ঠাকুর লক্ষ্মণ সহ যুঝে?
অহো কিবা বালক-বিক্রম!
ফুলমাঝে অনল বিরাজে কোথা?
অহো বুঝেচি, চিনেচি—বীর বীরবাহু-কনিষ্ঠ সোদর—
স্নেহের আকর—সুবাহু আমার হৃদি-কণ্ঠহার!
ওরে, ওরে রাক্ষস রাবণ!
এরেও প্রেরণ করিতে পারিলি তুই
আত্ম-অভিমান-গর্ব্ব-বিগ্রহ তুষিতে!
অনলে আহুতি দিতে কোমল কুসুম
হ'লো না কি একটুকু স্নেহের সঞ্চার!

কি করি, রে দেহ!
কে বলে কোমল তোরে,
বড়ই কঠিন তুই, হেন শক্তি বীরত্ব ধরিস্—
ভেঙে দিস্ বীর-অস্থি চূর্ণ চূর্ণ করি!

যুদ্ধ করিতে করিতে সুবাহু ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। সাবধান হে বীরকিশোর!

সুবাহু। হে বীর-কিশোরি! ধন্য তুমি,
দ্রুত-বিলম্বিত হস্ত বীরেন্দ্র মানব!

প্রস্থান।

বিভীষণ। মত্ত করী দুই—দুই সিংহ—
প্রমত্ত আহবে! পুনঃ উদ্বেল বিক্রমে আসে,
প্রতিদ্বন্দ্বী দুই জলন্ত উল্কা!
যথা রঘুনাথ আর বীর মেঘনাদ,
পশ্চাতে অসংখ্য সৈন্য অগ্নি-মূর্ত্তি ঘোর,
যেন কোন অজ্ঞাত রাজ্যের জীব জন্ম-মৃত্যুজয়ী।

বানরসৈন্যগণ। জয় রাম, জয় শ্রীরাম!

যুদ্ধ করিতে করিতে রক্ষসৈন্যসহ শ্রীরাম ও
মেঘনাদের প্রবেশ।

রক্ষসৈন্যগণ। জয় শিবশম্ভু জয় রক্ষোনাথ রাবণের জয়!

মেঘনাদ। আরে রাম, নরপশু নির্লজ্জ পামর!

এখন না আসে লজ্জা করিতে সমর?

শ্রীরাম। বহু ভাষা বীর-প্রিয় নহে নীচাশয়।

বীরের বীরত্ব যাহা অস্ত্রে পরিচয়।

মেঘনাদ। পিতৃ-বৈরী ত্যজ্য পুত্র অযোধ্যা-রাজার,

তোর সহ কোন্ রণ আছয়ে আমার?

শ্রীরাম। চোরপুত্র দস্যু তুই কহিতে না লাজ,

মায়া-যুদ্ধ চির ঘৃণে বীরেন্দ্র-সমাজ।

মেঘনাদ। রক্ষ রাম, আত্ম-প্রাণ এবে,

ভ্রাতৃশোক—মাতৃশোক ঘুচাব এবার।

বানরসৈন্যগণ। জয় জয় রাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয়।

মেঘনাদ। আজি শেষ রণ রাম, আজ শেষ রণ।

রক্ষ সৈন্যগণ। জয় শিবশম্ভু! জয় রক্ষ-রাজ রাবণের জয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান

ও সুবাহু সহ যুদ্ধ করিতে করিতে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

সুবাহু। আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র-ধারণ ক'রেছিলাম, এখন অস্ত্র রাখ্‌লুম; বীর পরিচয় দাও, তুমি আমার ভ্রাতৃহন্তা কি না?

লক্ষ্মণ। বীরকিশোর! রণক্ষেত্রে এ অসদৃশ প্রশ্ন কেন? কে তুমি, কে তোমার ভ্রাতা?

সুবাহু। বীর, আমি ত্রিলোকজেতা রাবণের কনিষ্ঠ পুত্র, আমার নাম সুবাহু, আমার ভ্রাতার নাম বীরবাহু, যার বীরত্বে

যশোমালা সেই ভ্রাতৃঘাতী রাম এখন পর্য্যন্ত নিরুদ্বেগে ধারণ ক'রে আছে! আমি সেই ভ্রাতৃঘাতীকেই অনুসন্ধান ক'র্‌চি। আমি সেই ভ্রাতৃঘাতীর সহিতই যুদ্ধ-প্রার্থী। আমার রণাকাঙ্ক্ষার বেগবান স্রোত সেই স্থানেই রুদ্ধ হবে, অন্যত্র নয়।

লক্ষ্মণ। বীরকিশোর! এখনও তোমার কিশোরসুলভতরলতা দূর হয় নি। রিপুরণক্ষেত্রে শত্রুবীরদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ ক'র্‌তে না পার্‌লে তোমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি কিরূপে হ'তে পারে?

সুবাহু। প্রকৃত বীরই বীরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ ক'রে থাকে। আমি অল্পকাল যুদ্ধেই তোমার বীরপণা ও রণনিপুণতার যথেষ্ট পরিচয় লাভ ক'রেচি, সুতরাং বীর! আমার আকাঙ্ক্ষা তোমার ন্যায় বীরের দুষ্পূরণীয় নয়।

লক্ষ্মণ। অসম্ভব কি? কিন্তু হে বীরকিশোর! আমার আকাঙ্ক্ষারও তৃপ্তিসাধন করা তোমার কর্ত্তব্য নয় কি?

সুবাহু। নিশ্চয়, বীর বীরের শত্রু নয়। "বীর-বাসনা-পূরণ" প্রকৃত বীরের বাঞ্ছনীয় বীরত্ব।

লক্ষ্মণ। বীর, তাহ'লে এস, তোমার বীরত্ব-তরঙ্গের অতর্কিত মূর্ত্তি কিরূপ অসাধারণ, তাই প্রত্যক্ষ করি।

সুবাহু। উত্তম। (উভয়ের অস্ত্র যুদ্ধ)

লক্ষ্মণ। সুন্দর! সুন্দর! অতি সুন্দর! ধন্য অস্ত্রচালনশিক্ষা! বীরপুত্র অস্ত্রধারীর আদর্শ বীর—তুমি বীরকিশোর! বড় তুমি, বড় তুষ্ট থাকি, যুদ্ধে বিরত হয়ো না ভাই!

সুবাহু। বীর, যদি তৃপ্তিলাভ ক'রে থাক, তাহ'লে তোমার তৃপ্তির প্রতিদান দাও, ভ্রাতৃহন্তা কোথায়—সেই পথ দেখাও! অহো, অতি অসহনীয় জ্বালা! মা—মা—বড় জ্বালা, ভ্রাতৃহন্তার সন্ধান পাচ্চি না।

লক্ষ্মণ। বীরকিশোর! রাখ, রাখ, অস্ত্র রাখ ভাই! তুমি বড় ক্লান্ত হ'য়েচ! আমি মুক্তকণ্ঠে অসঙ্কোচ প্রাণে স্বীকার ক'র্‌চি, তুমি বীর যোদ্ধা, সত্যই রক্ষকুলের ধ্বজ:কেতন!

সুবাহু। বীর! আমি এ প্রশংসায় তৃপ্তি লাভ ক'র্‌তে পার্‌লাম না। আমার পিপাসা, মাত্র রসনার আকর্ষণ নয়, আকণ্ঠ! বীর! পিপাসার বারি দাও। কোথায় সে ভ্রাতৃহন্তা—ভ্রাতৃহন্তার ভয়মূর্ত্তি—পাষাণ মূর্ত্তি—নির্ম্মমতার মূর্ত্তি! কোথায় সে শূন্য শ্মশানে বিহার ক'র্‌চে, একবার অঙ্গুল সঙ্কেতে নির্দ্দেশ কর। একবার তাকে আমি দেখ্‌তে চাই, একবার তার সঙ্গে হাস্‌তে হাস্‌তে রণ-ক্রীড়া ক'র্‌তে চাই।

লক্ষ্মণ। প্রতিহিংসাতুর রাজকুমার! তুমি তোমার ভ্রাতৃহন্তার পরাক্রম উপলব্ধি ক'র্‌তে পার নি! তুমি তাঁর আরক্ত-সুবৃত্ত মহাভুজ দেখনি, তাই সেই হস্তের অস্ত্রচালনশক্তি তোমার অনুমান অন্তরালেরও অজ্ঞাত। তিনি ইচ্ছা ক'র্‌লেই জগৎ শাসনে সমর্থ, তাঁর বীরশ্রী চিরবিজয়িনী। তিনি বীরত্বে বীরত্বে অসাধারণ বলেই রুদ্রদেব তাঁকে শুরুপদে বরণ ক'রেচেন।

সুবাহু। না, না, বীর! তোমার কথা আমি শুন্‌তে চাই না,

শুন্‌তে চাই না! তুমি আমায় ভয় দেখিয়ো না, ভয় দেখিয়ো না! এসব কথা তুমি ব'ল্‌চ কেন? তিনি তোমার কে হন্‌?

লক্ষ্মণ। তিনি আমার গুরু এবং অগ্রজ।

সুবাহু। ও, বুঝ্‌লাম, এ জগতে কেউ কখন নিরহঙ্কার নয়। যাক্‌, আমাকে তোমার এ ভয়ত্রস্ত ক'র্‌বার উদ্দেশ্য কি? সেই বীরদর্পীর ভয়ে আমি ভ্রাতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণে অগ্রবর্ত্তী হ'ব না বলে? না অপর কোনও উদ্দেশ্যে?

লক্ষ্মণ। বীরের বীর-ভালবাসার উদ্দেশ্যে! তুমি, বীর, তাই তোমায় ভালবেসেচি। সে বীরত্বের উগ্র অনলে তোমার কিশোর-বীরত্ব প্রৌঢ় বীরত্বের তুল্য হ'লেও তার উত্তাপ সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না বলেই বল্‌চি।

সুবাহু। বীরবর! তোমার এ বীর-ভালবাসা অমর হোক্‌! কিন্তু বীর, আমি তোমার ভালবাসায় প্রতিদান দিতে অসমর্থ! আমরা রক্ষজাতি, বিপৎপাতের নিবিড় অন্ধকারে চঞ্চল বা ভীত হই না, আশঙ্কার শত বজ্রসংঘর্ষের মধ্যেও গম্য পথ গমনে বিরত থাকি না, সুতরাং আমি প্রতিহিংসাময় প্রাণে স্বতঃই সে ভ্রাতৃহন্তার অন্বেষী। ভ্রাতৃহন্তার উষ্ণরক্ত ব্যতীত আমার হৃদয়জ্বালা নির্ব্বাপিত হবে না, মাতৃ হৃদয়ের ক্ষত আরোগ্য হবে না। আর আমার মা ভ্রাতৃশোকে আত্মজীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁর সেই শবদেহ সংকারেও আমি অধিকারী হ'তে পারব না। এতগুলি কর্ত্তব্য-সিদ্ধিরূপ মহাব্রত আমার, আজ সেই সব মহাব্রত ভ্রাতৃহন্তার দর্শন-মাত্রে সিদ্ধ হবে! তাই চাই, আই সেই ভ্রাতৃহন্তার দর্শন চাই!

দ্রুতপদে হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। আশু এস, শূরশ্রেষ্ঠ ঠাকুর লক্ষ্মণ,
নিরুদ্দেশ রাম কমললোচন,
শূন্য হ'তে মেঘের আড়ালে,
মায়াবলে যুঝে অধর্ম্ম-আচারী মেঘনাদ,
ছিন্ন ভিন্ন ঋক্ষ-অনীকিনী,
এস এস বীরমণি, ধেয়ে,
রহে মুখ চেয়ে মিত্র বিভীষণ তব সুগ্রীব রাজন্।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। নিরুদ্দেশ রাম কমললোচন!
কোন্ কার্য্য সাধন-উদ্দেশে?
নাহি বোঝা যায়, কোন পথে ধায়—
কালচক্র সুখদুঃখ লয়ে।
এস রক্ষবীর!
যদি ভ্রাতৃহত্যা চাও করিতে দর্শন!
বাহু। চল, চল, বীরবন্ধুবর!
হও অগ্রসর, চল কোথা কেলি,
ভ্রাতৃ-অরি করিছে বিহার।

[সকলের বেগে প্রস্থান।

নিকষার প্রবেশ।

নিকষা। কি হতভাগ্য সন্তান! লক্ষ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছিস্, অমনি পশ্চাৎ হ'তেই তরবারির এক আঘাত কর না! তুই যে রাজা রাবণের পুত্র যুবক, আর আমি এত বৃদ্ধা তোর পিতামহী, আমি পারি, তাই ক'র্‌ব না কি? ও কে আসে, রাম নয়? আর থাকা নয়! দূর ছাই ছাই ভগ্নগৃহে যে থাক্‌তে পারি না! শুধু বাছা রাবণের মায়ায় উন্মার মত ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি, পালাই, আবার আসচি, কিন্তু আজ একটা কিছু হোক্! ভবিষ্যের গুপ্তগহ্বরে আর লুকিয়ে থাক্‌তে পারা যায় না।

[বেগে প্রস্থান।

দ্রুতপদে রামের প্রবেশ।

রাম। অই অই চলে মেঘ-অন্তরালে,
যায় দেখা মায়াবীর-কনককিরীট!
আরে আরে নিশাচর চোর,
আজি মায়া বাহু তোর শত চূর্ণ করিব এ শরে।
তোরে নাশিবারে যদি হয় প্রয়োজন,
পর্ব্বত কাটিব, ব্রহ্মাণ্ড ভেদিব,
প্রবেশিব সৌররাজ্য মাঝে, অন্তকের মাঝে,
রঘুনাম বেণুতে মিশাব আজ!
সর সর শূন্যবাসী দেবতামণ্ডলি,
আর আর খেচরের জীব, আত্ম-প্রাণ করহ রক্ষণ,

দুর্জ্জন সংহার হেতু আজি রাম,
ব্রহ্ম-বাণ সংযোজিল বিশাল কার্ম্মুকে!
ভয় পাছে কারো বিঁধে বুকে,
তাই কহি—দেবকুল, সর সর সুদূর দক্ষিণে,
অই পাপী উল্কাসম ছুটিচে বিমানে,
দাও স্থান,—ব্রহ্ম-বাণ—নিক্ষেপিব এইবার।

[বেগে প্রস্থান।

বেগে মেঘনাদের প্রবেশ।

ঘনাদ। না হ'ল, না হ'ল সিদ্ধি, মায়াজাল—
দুরাচার ভেদিল আমার,
না দেখি যে আর ত্রাণের উপায়,
সুনিশ্চয়—এই বাণে বাহিরিবে প্রাণ,
ব্রহ্মবাণ কালান্তক কাল!
কি করি—কি করি—পিতৃ-অরি নারিনু নাশিতে!
নারিনু যন্ত্রণা দিতে রিপু-প্রাণে।
ভ্রাতৃশোক-জ্বালা বড়—বধিয়া লক্ষ্মণে।
এবে শেষ পন্থা করিব আশ্রয়!
সুনিশ্চয় কার্য্য সিদ্ধ হবে যাহে!
রাম রাম—রাখ, তোর ব্রহ্মবাণ,
তূণের মাঝারে; রাখ তুরঙ্গম, রঘুশ্রেষ্ঠ কথা

বিবরে আপন! দেখ্ তুচ্ছ নর,
নিশাচর ধরে কত মায়ার প্রভাব।

[বেগে প্রস্থান।

দ্রুতপদে হনুমানের ও হর্য্যক্ষের প্রবেশ।

হনুমান। কেমন পালিয়েচে না, আর ত শর বর্ষিত হ'চ্চে না!

হর্য্যক্ষ। বলা যায় না, মায়াধর আবার কোন্ মায়া প্রকাশ করে!

হনুমান। খুব সাবধান হর্য্যক্ষ! আজ জাগরণে রাত্রি অতিবাহিত ক'র্‌তে হবে। খুব সাবধান, বিশেষ সতর্কে রণস্থল পর্য্যবেক্ষণ কর।

[প্রস্থান।

হর্য্যক্ষ। বড়ই ক্লান্ত হওয়া গেছে, এমন ভাবেই বা বান্দরে প্রাণ ক'দিন টিক্‌বে! আজ বড় গুরুতর সমস্যা। এই যুদ্ধক্লান্ত দেহ আর ত বাবা এক পাও কোথাও নড়্‌তে চায় না! কুমার অঙ্গদের ত কথায় কথায় রাগ, এ বাবা—আবার বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। বানররাজ মহারাজ সুগ্রীব যদিও মুখের পানে চান, তা ছোট কর্ত্তার ত মুখ ভার হ'য়েই আছে! কথায় কথায় বলেন কি না, আমাদের অশিক্ষিত সেনা। আরে বাবা, তোর শিক্ষিত সেনায় ক'রেচে কি! রক্ষেরা ত খুব শিক্ষিত, তবে এ বান্দরে রোজের ঠেলায় গভার গণ্ডায় মুখো যদি জোড়া ক'রে ফেল্‌চে

ন? ও আবার কে! একটা ছোঁড়া নয়? ওতো মেঘনাদা
র! বেটা কি মায়া ক'রে কোন চালাকি ক'র্‌তে এল না কি?
। বাবা হ'চ্চে না, দেখি, ছোঁড়া কি করে।

আহারীয় দ্রব্য হস্তে জনৈক মাতৃহীন রক্ষবালকের প্রবেশ।

রক্ষবালক। এত মড়া সরিয়ে সরিয়ে দেখে আস্‌চি, কোথাও
মার বাবাকে দেখ্‌তে পাচ্চি নি। আমার বাবা কখন মরে
! মর্‌লেই হ'ল! আমার বাবা মর্‌বে কেন? বাবা যে যুদ্ধে
জে আস্‌বার সময় বল্লে, "শঙ্খ, তুই খাবার তৈরি কর্‌, আমি
সেরে এসে দুজনে একসঙ্গে ব'সে খাবো!" আর যত দুষ্ট
ল কি না—আমার বাবা মরে গেচে! মর্‌লেই হ'ল! বাবা—
বা গো—

হর্য্যাক্ষ। (স্বগত) ছোঁড়াটা মায়াবী, নিশ্চয় মায়াবী, যা মায়াবী
ঁড়া সেজে বেরিয়েচে। নৈলে আমার প্রাণটাকে এমন কাঁদ
দ ক'রে তুল্‌বে কেন? তা হচ্চে না বাবা, এ বড় শক্ত বানর!
য়াবী, কথায় আভাস দিচ্চে—ওর বাপ ওকে খাবার তৈরি
'র্‌তে ব'লে এই যুদ্ধে এসেছিল, এখন যুদ্ধ থেমে গেছে—যমের
প ঘরে গিয়ে পৌঁছচ্চে না, তাই ছোঁড়া খাবারগুলো হাতে
'রে বাপ খুঁজ্‌তে বেরিয়েচে। আচ্ছা দেখা যাক্‌।

রক্ষবালক। কৈ এত খুঁজ্‌চি, এত ডাক্‌চি, কৈ বাবাকে
পাচ্চি না! তবে কি সত্যি সত্যি আমার বাবা নেই! বাবা

কোথা গেল! বাবা! বাবা! কি ক'র্‌লে বাবা! আমি কার কাছে থাক্‌ব? কে আমায় খাওয়াবে? মা আমায় ভুলেচে, ছেড়েচে, তুমিও ভুল্‌লে, তুমিও ছাড়্‌লে! বাবা—কি করি, আমায় যে মাথা ঘুর্‌চে! ওগো, আমি যে আর দাঁড়াতে পাচ্চি না—বাবা—বাবা—

গীত।

বাবা পথ ভুলে, কোথায় গেলে, খুঁজে খুঁজে আমি পাই না উদ্দেশ।
এমনি ক'রে, মাও আমারে, গেছে ফেলে এক অজানা দেশ।
মা সেই গেল আর এল না ফিরে,আমি চেঁচিয়ে ডেকেছি কত কেঁদেছি ধীরে,
চেয়ে পথের পানে, ঠাকুর ধ্যানে, করেছি ভাবনা শেষ।
বাবা গেছ কি সেখানে, মা আছে যেখানে, না রাখি করুণা-লেশ।

ওগো, ওগো, তুমি কে গা? ওগো, বল না গো, আমার বাবা কোথা? ওগো, সেই লাল পোষাক পরা, খুব বড় বড় চোখ, খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা, বাবা আমার খাবার তৈরি ক'রে রাখ্‌তে ব'লে এসেছিল। দেরী দেখে আমি বাবাকে খুঁজ্‌তে এসেচি, এই যে খাবারও এনেচি। বাবা অনেকক্ষণ খায় নি, বাবার সঙ্গে খাব ব'লে আমিও খাই নি! বল না গা, তুমি কি আমার বাবাকে দেখ নি? এই ত যুদ্ধের জায়গা! বাবা এইখানেই ত এসেছিল, যুদ্ধ ক'র্‌তে গো, যুদ্ধ ক'র্‌তে!

কর্ব্বুর। (স্বগত) না, এ মায়াবী নয়। মায়ায় এত সরল হয় না। এ যে স্বভাব-সরলতা। মায়াবী হ'লে এ শিশু মূর্ত্তিতে

কি উদ্দেশ্য পূর্ণ ক'র্‌তে আস্‌বে! (প্রকাশ্যে) খোকা, তুমি কি ব'ল্‌চ?

রক্ষবালক। আমি এত ব'ল্‌চি, তুমি শুন্‌চো না? আমার বাবা গো, খাবার তৈরি ক'রতে ব'লে যুদ্ধে এসেছিল, খুঁজচি, পাচ্চি না, তাকে দেখেচ? আমি খাবার এনেচি, বাবাকে খাওয়াব, বাবার সঙ্গে খাব ব'লে, আমি এখনও খাই নি। বল না গা, আমার যে বড় খিদে পেয়েচে!

হর্য্যক্ষ। খোকা, তুমি খাও।

রক্ষবালক। তা কি হয়? বাবার সঙ্গে খাব! হাঁগা, তুমি তাঁকে খুঁজে দাও না।

হর্য্যক্ষ। (স্বগত) আহা সম্ভবতঃ এই বালকের পিতা এই যুদ্ধে নিহত হ'য়ে থাক্‌বে। অহো, কি করুণ দৃশ্য! দেখার কথা দূরে থাক স্মরণেও বিকলতায় প্রাণ ছট্‌ ফট্‌ ক'র্‌তে থাকে। (প্রকাশ্যে) খোকা, তুমি তোমার বাবাকে খুঁজ্‌তে ব'ল্‌চো, কিন্তু খুঁজবো কোথা বাবা, এ যুদ্ধে এসে যখন সে বাড়ী ফিরে না, তখন নিশ্চয় জেন, এ জন্মের মত তোমার বাবা বলা ডাক ফুরিয়েচে! সে বেঁচে নেই, স্বর্গে চ'লে গেচে। খোকা, তুমি বাড়ী যাও, বাড়ী গিয়ে খাও গে।

রক্ষবালক। অ্যাঃ, তুমি কি ব'লচ গো, বাবা নেই? তবে আমি কি ক'র্‌ব? বাবা—বাবা—আমার যে কান্না পাচ্চে! ওগো, আমার যে বুক কেমন ক'রে উঠচে! বাবা, আমি কার কাছে থাকব? ওগো, আমার যে কেউ নেই গো!

হর্য্যক। কেউ নেই?

রক্ষবালক। কেউ নেই গো, কেউ নেই; ভাই, মা, বোন কেউ নেই। ও বাবা, কোথা তুমি? আমাকে কার কাছে দিয়ে গেলে বাবা! উঃ, মাগো, আমি কি ক'র্‌ব বাবা! (রোদন)

দ্রুতপদে রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, দেখ, দেখ, একটী রক্ষবালক কাতরকণ্ঠে রোদন ক'র্‌চে কেন? বালক, কাঁদ্‌চ কেন? হর্য্যক, এ বিষয় কি কিছু জান?

হর্য্যক। বালক, ওর পিতাকে অনুসন্ধান ক'র্‌চে। বালকটী আত্মীয়স্বজনহারা মাতৃহীন! পিতামাত্র সংসারের অভিভাবক স্বরূপ রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্‌ত। বালকের পিতা অদ্য পুত্রটীকে আহার্য্য প্রস্তুত ক'র্‌তে বলে রাজাজ্ঞায় যুদ্ধার্থে উপস্থিত হ'য়েছিল, সম্ভবতঃ বালকের পিতা এই যুদ্ধে নিহত হ'য়েচে!

রক্ষবালক। ওগো, কে তুমি? তুমি কি আমার বাবাকে দেখেচ? উনি ব'ল্‌চেন, আমার বাবা ম'রেচে! ওগো, আমার বাবা ম'র্‌বে কেন? বাবা যে আমাকে খাবার তৈরি ক'র্‌তে বলে এসেছিল! আমি যে খাবার এনেচি গো! আমার বাবা কোথা! (রোদন)

লক্ষ্মণ। বালক, তুমি কেঁদো না! সকলের পিতা কি চিরদিনই থাকে? পিতার জন্য দুঃখিত হ'চ্চ কেন, ঐ দেখ, একপিতা হারিয়েচ, তাই আর জগৎপিতা তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন!

ঐ পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, তাহ'লেই তোমার সকল দুঃখ দূর হবে।

রাম। এস বালক, আমার কোলে এস, আমি তোমার পিতৃস্বরূপ হ'য়ে তোমার লালনপালন রক্ষণাবেক্ষণ ক'র্‌ব।

(গ্রহণোদ্যত)

রক্ষবালক। হাঁগা, ইনি কে? এঁর নাম কি?

লক্ষ্মণ। বালক, তুমি একে চিন নি! ইনিই সেই শ্রীরামচন্দ্র।

রক্ষবালক। কোন্ রামচন্দ্র? যাঁর সঙ্গে আমাদের রাজার যুদ্ধ হ'চ্চে, সেই রামচন্দ্র? লঙ্কার অনেক বীরকে যিনি মেরেচেন, উনি সেই রামচন্দ্র? সে দিন যাঁর হাতে রাজপুত্র বীরবাহু মরেচে, আমাদের রাজার শত্রু, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, সেই রামচন্দ্র ইনি? না, না, না—আমি ওঁর কোলে যাব না! রাজার শত্রু; দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, সে যে আমারও শত্রু! দেখ, আমি বংশের শত্রু বিভীষণ নই, তখন আমি ওর কোলে কি যেতে পারি! তাহ'লে যে আমাদের জেতের মুখে চুন কালি পড়্‌বে। যদি বাবাকে খুঁজে না পাই, তাহ'লে নয় পথে পথে বেড়াব, আমাদের রাজার কাছে যাব, শত্রুর কাছে যাব কেন? ওগো, ওকথা বলো না, আমি যাই, তবে তোমরা লোক ভাল!

[প্রস্থান।

রাম। লক্ষ্মণ! আজ বুঝ্‌লাম, রক্ষজাতি বীরজাতি! এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ শিশুর কথায় আমি স্তম্ভিত হ'য়েচি! বালক আত্মীয়স্বজনহীন মাতৃহীন, সম্প্রতি পিতৃহীন, আশ্রয়হীন, ক্ষুধার্ত,

তবু সম্মুখে অযাচিত সাহায্য কেমন বীরের ন্যায় প্রত্যাখান ক'রে গেল! কি স্বজাতিবৎসলতা! এ স্বজাতিবৎসলতা জগতের সমগ্র জাতির আদর্শ! স্বাধীনতা-সম্পদে যে জাতি সম্পদশালী, এই প্রকার স্বজাতিবাৎসল্যই সেই জাতির সম্পদসিদ্ধির সার্থক সাধনা! পৃথিবীর সমগ্র সভ্যতার ক্ষেত্রে যতপ্রকার পূজার মন্দির গঠিত হ'য়েচে,এই স্বজাতি-প্রেমই তার শ্রেষ্ঠ উপকরণ! এই প্রেমই জাতীয় জীবনের আরাধ্য বিগ্রহ এবং স্মরণীয় কীর্ত্তির বিজয় স্তম্ভ! আরে মূঢ় রাবণ! বহু যুগযুগান্তরের কঠোর তপস্যালব্ধ সর্ব্বজনাদৃত যে স্বজাতিবাৎসল্য-তরুর স্বাধীনতারূপ অমৃত ফল, তাকে তুই মুহূর্ত্তের ইন্দ্রিয়-তাড়নায় বিষময় ফলে পরিণত করলি! যে জাতীয়তা-গগনে সৌভাগ্য-সূর্য্যদেব জ্যোতির্ম্ময় রশ্মি পূর্ণপ্রভায় বিকীরণ করছিল, তুই তা মুহূর্ত্তের ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত হ'য়ে রাহুস্বরূপ গ্রাস ক'র্‌লি! আরে গর্ব্বিত! রাজ্যাধিপতি রাজ্যেশ্বর লঙ্কেশ্বর হ'য়ে এই যুদ্ধের অনলকুণ্ডে বংশের সমুদায় বীরগণকে আহুতি দান ক'রে যে বীরত্ব সম্মান লাভ না ক'রতে পেরেচিস্, একটী ক্ষুদ্র কুটিরের দরিদ্র শিশু শিশুর সাজসজ্জাহীন ভাষার দু'একটী সরল কথায় তার শতগুণ বীরত্ব প্রকাশ ক'রে গেল! রে অসার, তুই শিশুর অপেক্ষাও নির্ব্বোধ! এস লক্ষ্মণ, এ হেন রণসঙ্কটে একস্থানে অধিকক্ষণ অবস্থান করা বিহিত যুক্তি নয়। কি জানি, শক্তিধর মায়াবী মেঘনাদ কখন কি করে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[পথ]

কালিন্দী, প্রমীলা ও রক্ষবীরাঙ্গনাগণের প্রবেশ।

সকলে। গীত।

মাতরে মত্তা মাতঙ্গিনি, হও রণরঙ্গে উন্মাদিনী।
অবলা নহে অবলা মহাবলা আদ্যাশক্তিস্বরূপিণী॥
চল লো চপলা চঞ্চল চরণে, মেদিনী গুরু গুরু কাঁপুক সঘনে,
তেজঃ তড়িচ্ছটা ঝলুক্ লোচনে,কে রোধে প্রবলা পর্ব্বতবাহিনী।
আরে রে লো ভগিনি করিছ কি লক্ষ্য,
আজি কি বিপন্ন বীরজাতি রক্ষ,
রাজার দুর্দ্দিন, প্রজাশক্তি ক্ষীণ, দিন দিন করিছে বিপক্ষ,
আয় এ দুর্দ্দিনে,রাজার কল্যাণে, সঞ্চিত বাঞ্ছিত ধন-প্রাণ দানে
দেখাব শেখাব বিশ্ববাসী জনে, রমণী কত যে আত্মত্যাগিনী॥

কালিন্দী। বীরকুমারী, বীরযুবতী, বীরজননী আমরা—আমরা আজ নিজ নিজ স্বামী ও বীরসন্তানগণকে স্বহস্তে বীর-সজ্জায় ভূষিত ক'রে যুদ্ধার্থে প্রেরণ ক'রে এসেচি। মাত্র তাতে বিরত হই নি, আপনারাও কোমল করে কঠোর অস্ত্র ধারণ ক'রে সাহিত্য-শাস্ত্রের "কুসুমে অনল" এই রূপক অলঙ্কার বর্ত্তমান দেখাচ্চি।

প্রমীলা। রাজাজ্ঞার প্রতি স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের লুপ্ত ও ব্যক্ত মর্ম্মার্থ জ্ঞাপন ক'রছি। রাজাজ্ঞার সর্ব্বব্যাপিনীশক্তি রাজ-অন্তঃপুরে ও অনবরোধিনী মুক্তবিহারিণী বিরাট পৃথ্বীকে তা প্রদর্শন করাচ্ছি। রমণী যে স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, মাত্র বিলাসসঙ্গিনী নয়, তা আজ রমণীসমাজকে বিধিমতে বুঝাতেই আমাদের এই সমর-যাত্রা! আজ সমরক্ষেত্রে স্ব স্ব স্বামী-পুত্রের সাহায্যের জন্যই আমাদের এই সমর সজ্জা, দেশের সম্ভ্রম, রাজার সম্মান বর্দ্ধনের নিমিত্তই আমাদের এই অবাধ উন্মাদিনী বন্দিনী গতি! চল ভগিনি! ঐ অদূর-সংগ্রামস্থল দেখা যাচ্ছে, এবার উন্মুক্তকৃপাণে সিংহী বিক্রমে শত্রুর চিত্ত চমৎকারিণী গতিতে গমন করি চল।

সকলে। জয়—জয়—দেবী প্রমীলার জয়!

(অস্ত্র-কৌশল দেখাইতে দেখাইতে সকলে গমনোদ্যত,

দ্রুতপদে মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। একি তোমরা, তোমরা আজ ভবানী-সেবিকা ভৈরবীর ন্যায় কোথায় যাচ্ছ?

প্রমীলা। যুদ্ধে!

মেঘনাদ। যুদ্ধে? প্রমীলা, ব'লচ কি, লঙ্কা কি একেবারে বীরশূন্যা কাঙালিনী যে, তাই আজ তোমরা বীর মেঘনাদের বীরত্ব-গর্ব্ব কলঙ্কিত ক'রতে এবং চিরসম্মানীয় রাক্ষসরাজ রাবণের যশোসূর্য্য চির-অস্তমিত ক'রতে যাচ্ছ?

কামিনী। কেন এ কথা ব'লচ?

প্রমীলা। স্বামিন্! স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা ক'র্‌চ কেন? এত অশ্রদ্ধার চক্ষে দৃষ্টিপাত ক'র্‌চ কেন?

মেঘনাদ। প্রমীলা, আমি থাক্‌তে তুমি সেনা-নায়িকা হ'য়ে যুদ্ধার্থিনী, একি তোমার বীর স্বামীর গৌরব গুণবতি! বিশেষতঃ যুদ্ধ কোথায় যে যুদ্ধ ক'র্‌তে যাবে? সে ত বহুক্ষণ পূর্ব্বে শেষ হ'য়েচে! এখন যাওয়া মাত্র—প্রতিমা বিসর্জ্জিত শূন্যবেদী দর্শন! আর রক্ষকুলের কলঙ্ক অর্জ্জন! তাই বলি, শীঘ্র প্রত্যাবৃত্ত হও সতি! আমি একটী বিশেষ কার্য্য-সম্পাদনের নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত, অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌চি না। মুক্তপ্রবাহিণি, গতি ফিরাও, গতি ফিরাও। আমি চল্লাম, রাজপ্রাসাদ-শিখরে আরোহণ ক'রে দেখ গে, আজ কি বিষঅস্ত্র শত্রুবক্ষে পতিত হবে। দেখ গে, তার প্রাণ-নাশিনী রুদ্রশক্তি কি ভয়ঙ্করী। (প্রস্থানোদ্যত)

প্রমীলা। রাজাজ্ঞা যে নাথ! রাজাজ্ঞা পক্ষপাতিত্বহীন।

মেঘনাদ। সত্য, কিন্তু অদ্যকার রাজাজ্ঞা, আমার সহায়তার জন্য! আমি আজ এই যুদ্ধে সেনা-নায়ক, সৈন্য গ্রহণ বা সেনা-বিদায়-দান আমার ইচ্ছাধীন। সুতরাং আমি স্ত্রীসৈন্য গ্রহণ ক'রে নিজ বীরত্ব-গর্ব্ব খর্ব্ব ক'র্‌তে অনিচ্ছুক, রাজ-আজ্ঞা—রাজ্যে স্বেচ্ছাচারিণী, আমি সেনা-নায়ক, আমার আজ্ঞা—সমরক্ষেত্রে মুক্তসঙ্গিনী! তাই আমি রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য ক'রে আজ্ঞাদান ক'র্‌চি, মত্তমাতঙ্গিনি প্রত্যাবৃত্ত হও, প্রত্যাবৃত্ত হও।

[বেগে প্রস্থান।

প্রমীলা। উন্মত্ত সিংহ! দৃপ্ত সিংহী তোমার গর্ব্বেই চির-গরবিনী। চল ভগিনীগণ, কোষোন্মুক্ত কৃপাণ কোষবদ্ধ ক'রে নত ফণা ফণিনীর মত গৃহে গমন করি।

কালিন্দী। কি ক'র্‌ব ভগিনি, অতি আক্ষেপেই আজ রক্ষ-রমণী-শক্তি গুপ্ত ক'র্‌তে হ'ল! নতুবা ভক্ষ্য মানবকে অস্ত্র বিশেষ-রূপে বুঝাতাম, লঙ্কার রমণী—মানব-রমণী নয়।

[সকলের প্রস্থান।

নিকষা ও সুবাহুর প্রবেশ।

নিকষা। এখানে সেখানে ইতঃস্ততভাবে ঘুরে বেড়াচ্চিস্ কেন?

সুবাহু। পূজনীয়া ঠাকুর মা—

নিকষা। ছিঃ, ছিঃ, তোর ঠাকুরমার মুখে ছাই! নিয়ে আয় আর্য্যাবর্ত্তের বিন্ধ্যপর্ব্বতটা উপ্‌ড়ে নিয়ে আয়। পার্‌বি, নিয়ে তোর পোড়ারমুখী ঠাকুরমার বুকে চাপা দে! তা না হয়—কোথায় দাবাগ্নি, বাড়বাগ্নি না ভূধরাগ্নি আছে, সবগুলো এক জায়-গায় একত্রীভূত কর। পার্‌বি, তার মধ্যে আমায় ফেলে দে! তবে সব জ্বালা জুড়াই। রাবণের মা ব'লে আমার কাছে যে সৃষ্টি সংহারক যমও আসে না! তাইত অমার এত যন্ত্রণা! বংশের একটা রক্তপিণ্ড—একটা রক্তকণা—একটা—রক্তরেখার বিন্দু কেউ আমার জ্বালা বুঝ্‌লে না, কেউ মানবের অমানসিক অত্যা-চারের প্রতিবিধান কর্‌তে পার্‌লে না! কোথা যাই, কাকে বলি,

ভাবলুম, মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য মহাবীর কুম্ভকর্ণ, অতিকায়, অক্ষয়-কুমার, কটার কথা বলবো—এরা যা হয় একটা শেষ করবে! কি হ'ল, কি করলে? সব ভস্মে ঘি ঢাললে! শেষে দৈববীর বীরবাহু-সেটীও গেল! আমি তীর্থের বায়সীর মত বৃদ্ধা রাক্ষসী নিকষা সব বসে বসে দেখ্‌চি। বেশ, তুই এলি, প্রতিহিংসার জলন্ত বজ্র মাথায় ক'রে এলি, ভাব্‌লুম, বুঝি এবার আশার তরু তুই রাখ্‌বি। কিন্তু তুই ক'রচিস্ কি, এ সুযোগ থাকতে উন্মাদের মত প্রতি-হিংসার জ্বালায় ছট্ পট্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ছুটে ছুটে বেড়াচ্চিস্ কেন? কি কাজ হ'চ্চে ভাগ্যহীন! কাজ চাই, কাজ চাই! কাজ চাই।

সুবাহু। কি করি ঠাকুর মা, ভ্রাতৃ-হন্তাকে যে পাচ্চি না; আমি আমার সমস্ত প্রাণ সেই ভ্রাতৃহন্তার প্রতিহিংসার্থে উৎসর্গ ক'রেচি! প্রতিহিংসা-তাড়নার বিদ্যুদগ্নির স্ফুরণ যে, সেই ভ্রাতৃ-হন্তার অদর্শনে আমার দেহের সঞ্জীবনী শক্তি প্রতি পলে পলে প্রভাতের হতজ্যোতিঃ নক্ষত্রের মত ম্লান হ'য়ে আস্‌চে। কোথায় যাই, কোথাও যে ভ্রাতৃ-ঘাতীর দর্শন পাই না। পিতৃজননি! আমি যদি তার দেখা পেতাম, তা হ'লে আমার মনে হয়, তাকে নাশ ক'র্‌বার জন্য আমার অস্ত্র ধারণ ক'র্‌তে হ'ত না, আমার সুদীর্ঘ তপ্ত রুক্ষ ভীম নিশ্বাসেই নিশ্চয় দুরাত্মাকে ভস্ম হ'তে হ'ত! পিতামহি! যদি দেখাবার হ'ত তা হ'লে দেখাতাম—

হৃদয় শ্মশানে বাসনা চিতাগ্নি শিখা
দহে কোন্ ভাবে তোর বিরাট অন্তর!

নিকষা। আর ভাই ধর্, আমার প্রসাদ ধর্। আয়, চলে আয়। আমি তোকে—তোর ভ্রাতৃঘাতীর সহিত সাক্ষাৎ করাচ্ছি! বুকের ধন! দেখিস নিকষার বুকের আগুন নিভাস্। আমার পুত্রহন্তা, পুত্রদ্বেষীর উষ্ণরক্ত আমায় পান করাস্!

[সুবাহুর হস্তধারণপূর্ব্বক প্রস্থান।

—

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[রণস্থল।]

প্রেমমঙ্গলের প্রবেশ।

গীত।

কোটি তীর্থ হ'তে রণক্ষেত্র পুণ্যময়।
এই মহাক্ষেত্র মহামুক্তিক্ষেত্র ইথে যে কত নরমেধ-যজ্ঞ হয়॥
শাস্ত্রবিধি যার যুদ্ধে মৃত্যু ঘটে, স্বর্গে গতি তার সর্ব্বে কীর্ত্তি রটে,
আত্মত্যাগক্ষেত্র পুণ্য তীর্থ বটে, যথা আত্মগর্ব্বের অস্তিত্ব ক্ষয়॥
রণস্থল শুনে মনে আসে ত্রাস, ভেবে দেখ হেথা কত যে উল্লাস,
বীর যেবা তার বীরত্ব বিকাশ, ক্ষুদ্রত্ব বিনাশ স্থান ;—
করিতে যে পারে আত্মবলিদান, তার তৃপ্তি লাভ করেন আত্মারাম,
সেই সিদ্ধযোগী সেই পায় ত্রাণ,
হয় নয় হয় হরি (বল) মানসে উদয়॥

"হয় নয়" বলে আবার সন্দেহ উদয় হ'ল কেন? তাহ'লে এর, মধ্যে কিছু মতভেদ থাক্‌তে পারে! যাক, তখন এস্থানে আর থাকা নয়, দেখি হরি, তোমার অবিসম্বাদী প্রিয়বস্তু কোথায় পাই।

[প্রস্থান।

বিভীষণের প্রবেশ।

বিভীষণ। নীরব এ রণক্ষেত্র মৃতবৎ নিস্পন্দ অসাড়—
ভেঙে দিয়ে বেদনার বাঁধ নিষ্কাম সাধক সম—
মহাযোগী মহামূর্ত্তি এক রয়েচে শায়িত!
প্রকৃতি হেরি এ দৃশ্য রহে চেয়ে শূন্যমনা কাঙালিনী মত!

(নেপথ্যে) মায়া সীতা। রক্ষ রক্ষ দাক্ষায়িণি!
কোথা রাম কোথায় লক্ষ্মণ!
সীতার জীবন যায় আজি নিশাচর-করে!
রণে আর কিবা করে কাজ!

বিভীষণ। কাতর ক্রন্দন করুণার উৎস মুখে!
যেন আসে ছুটে বাতাসে মিশিয়া,
পশে কাণে সে অস্ফুট ধ্বনি!
মর্ম্মে স্পর্শে ছন্দ তার ভাষা না বুঝায়—
কে কোথায়—কর্ম্মবীর উৎসাহী কিঙ্কর!
হও তৎপর—দেখ গিয়া কোথা বাজে ব্যাকুল বাঁশরী,
বিপুল সুদূর কিম্বা অতি সন্নিধান!

করহ সন্ধান, যেন কোন ব্যথিতা হরিণী,
আর্ত্তকণ্ঠে নিজক্লেশ করিছে জ্ঞাপন !

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

মায়াসীতার হস্ত ধারণপূর্ব্বক মেঘনাদ,
কালনেমি বিদ্যুন্মালীর প্রবেশ।

মায়াসীতা। কে আছ কোথায়, কর রক্ষা অবলায়,
বার্ত্তা দেহ বীর রঘুনাথে—মরে আজ অভাগিনি সীতা !
সব কথা রহিল অন্তরে, কি করিলি ওমা দেবী হৈমবতি !
দেখ্ চেয়ে সতি, সীতার দুর্গতি আজ।

কালনেমি। ওগো সতি, তুমি কোন্ ধাতুতে গঠিত !
মহত্ব না বুঝ কেন নিজ ! ত্যজি রামে ভজনা রাবণে,
পাবে প্রাণ হবে রাজরাজেশ্বরী !
রক্ষনারী কিঙ্করী হইবে তব, মোরা রব হইয়া কিঙ্কর !
ক্ষুদ্র নর তারে কেন ভাবহ মহান্,
কি করিতে পারে ক্ষুদ্র নরে ?

মেঘনাদ। সাক্ষি তার প্রত্যক্ষ করহ সীতা,
ডাক দিয়া আন তপস্বী সে রামে, আজি এ দুর্দ্দিনে—
থাকে সাধ্য তার নিজনারী করুক উদ্ধার,
নয় এই প্রহারের যন্ত্রণায় যাবে সীতা যমের আলয়।

(প্রহার)

মায়াসীতা। অহো অহো রে নিষ্ঠুর! ক্রুর নিশাচর,
স্ত্রীহত্যায় না করিস ভয়! এত কি আসন্ন মৃত্যু তোর,
হয়ে স্পর্দ্ধায় বিভোর রামমণি হ'তে শ্রেষ্ঠ হ'তে চাস্?
কোথা রাম কমল-লোচন—
কোথা তুমি দেবর লক্ষ্মণ! এস ত্বরা কর দরশন,
সিংহের রমণী আজ ফেরু চায় বধিবারে—
প্রয়াসী শূকরে পূতযজ্ঞ হবি।
ডুবে যাও রবি, শশীহীন হও রাত্তি,
লুকাক তিমিরে সীতার বদন,
নয় যাও সমীরণ! অভাগী বচন রেখে,
আন গিয়া জানকীরঞ্জনে, দেবর লক্ষ্মণে মোর।
ত্বরা আসি দিক শাস্তি মূঢ়ে!
ওরে আমি যে আশ্রয়হীনা,
আমারে রক্ষিতে নাই কি জগতে কেহ!

বৃক্ষশাখা হস্তে হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। একি, একি কে কাঁদে? সেই আমার অশোকবনের মা জানকী না? কি ব'ল্চ মা, আছে বৈকি, আছে মা—রাজ-রাজেশ্বরি ভুবনেশ্বরি—তোমার চির কিঙ্কর মাতৃবৎসল পুত্র হনুমান্ উপস্থিত আছে। ভয় কি মা! আরে আরে দুষ্ট নিশাচর, এইবার তোর আসন্নমৃত্যু; তুই যখন আজ নিরপরাধা রাজাহারা গৃহহারা স্বামীবিরহিতা মা জানকীরূপ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর অগ্নিময় কেশকণা

ধারণে সাহসী হ'য়েছিস্, তখন নিশ্চয় জানিস্ যে, আর তোর রক্ষার উপায় নাই। মদান্ধ! তুই যখন আজ মদবিহ্বলতায় পুণ্যশ্লোক শ্রীরামচন্দ্রের ব্রত-তেজোজ্জ্বলা ধর্ম্মপত্নীর শ্রীঅঙ্গ নিজ পাপকালিমা কলঙ্কিত হস্তে স্পর্শ ক'রেছিস্, তখন তোর ধ্বংস অনিবার্য্য! কারো অসীম শক্তির এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা নাই যে, শ্রীরামশক্তি মা জানকীর অবমাননা ক'রে এই ত্রিলোকে পরিত্রাণ লাভে সমর্থ হয়। বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী, ব্রহ্মার পত্নী সাবিত্রী, রুদ্রশক্তির আদ্যাশক্তিরও ক্ষমা আছে, কিন্তু শ্রীরাম-বনিতা অযোনিজা পুণ্য-তপা রাজর্ষি জনক-কন্যার এ অসম্মানের ক্ষমা নাই! অদূরদর্শি অধার্ম্মিক! এখনও ব'ল্‌চি, যদি কুশল চাস্, তা হ'লে এখনও মা জগজ্জননী মা জানকীর পদে ক্ষমা ভিক্ষা নিয়ে জগতের পূজ্য-বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের পদে আশ্রয় গ্রহণ কর্ গে।

কালনেমি। এই বিপদে ফেল্‌লে! কি বিশ্রী ভগবান্, এ বেটাদিগে সৃষ্টি ক'র্‌লে কেন! ক'র্‌লে ক'র্‌লে বেটাদের গায়ে বোট্‌কা গন্ধ দিলে কেন? যদি গন্ধ দিলে, তা হ'লে কোন নির্জ্জন পর্ব্বতের কণ্টকপূর্ণ মহাগর্ত্তে ঢেকে জীবচক্ষুর অন্তরালে রাখ্‌লে না কেন? কি বিশ্রী জগৎ আর কি বিশ্রী ভগবান-ভায়া, ভায়া, তুমি যা হয় কর, আমি আর তিষ্ঠতে পার্‌চিনি। গন্ধে আমার প্রাণ বেরুচ্চে—কি বিশ্রী জগৎ আর বিশ্রী ভগবান।

[প্রস্থান।

মেঘনাদ। নিশ্চয়! রে মরণোন্মুখ বানর, তোর সহিত আমার বাক্যের বিনিময় হ'তে পারে না, তবে বীরধর্ম্মের অনু-

রোধে এখন ব'ল্‌চি মৃত্যুপথ হ'তে দূরবর্ত্তী হ, তোর বা তোদের রামচন্দ্রের যত পরাক্রম আমার বাহুবলের অজ্ঞাত নয়। বিশেষতঃ এই একবার নয়, গত দুইবার যুদ্ধে তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েচি। প্রমাণ পেয়েচি ব'লেই ভীরু কাপুরুষ দৈববলাশ্রিত লঘু রামের সহিত আর আমি সংগ্রামেচ্ছুক না হ'য়ে শত্রু-প্রতিহিংসার এই পন্থা অবলম্বন ক'রেচি। যদি শত্রু-পত্নী হত্যা ক'রে শত্রু ধ্বংস ক'র্‌তে পারি, তা হ'লে রণশাস্ত্রের অবমাননা করা হয় না, অথচ কার্য্যসিদ্ধ হয়। এখন হয় তোর রামকে সংবাদ দানে এখানে আনয়ন কর, নয় তুই মূর্খ বানর, তোদের সীতাকে আসন্নমৃত্যু হ'তে রক্ষা কর। সীতা, এখনও শেষবার ব'ল্‌চি, লঙ্কেশ্বর রাবণের ভজনা কর ? যদি তা না করিস্—তা হ'লে নিশ্চয় জান্‌বি,যে রূপলাবণ্যের গরিমায় লঙ্কেশ্বরকে মুগ্ধ ক'রেচিস্, সে রূপলাবণ্যের অঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে আজ সর্ব্বজনসমক্ষে প্রতিহিংসা খলিতমাংস কুৎসিত কঙ্কালময়ী শেষ ছবি দর্শন করাব। মনে ক'রেচিস্ কি এক আঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগ ক'রে মৃত্যু-যন্ত্রণা হ'তে নিষ্কৃতি পাবি, তা হবে না, তা হবে না, এইরূপে অল্প অল্প আঘাতে—এই রূপ অল্পবিস্তর যন্ত্রণা দীর্ঘকাল ভোগ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তোকে এই লঙ্কাপুরী হ'তে বিদায় গ্রহণ ক'র্‌তে হবে ! (অল্প বিদ্ধকরণ)

মায়াসীতা। উঃ, উঃ, যাই, যাই, বাছা হনুমান, রক্ষা কর, কি দেখ্‌চ বাছা,শীঘ্র প্রভু রামচন্দ্রকে দুঃখিনী সীতার দুরবস্থার সংবাদ দাও। উঃ, আর যন্ত্রণা সহ্য ক'র্‌তে পারি না।

হনুমান। তাই ত কি করি, কিরূপে মা'কে রক্ষা করি ?

দ্রুতপদে অঙ্গদের প্রবেশ।

অঙ্গদ। এ কি, এ কি, এখানে স্ত্রীলোকের কাতরকণ্ঠ কেন? এ কি, কোন্ নিষ্ঠুর এই ক্ষীণাকৃশা রমণীকে এরূপ ভাবে নির্যাতিত ক'র্‌চে! রমণীর সর্ব্ব অঙ্গ যে ক্ষত! গৈরিক-স্রাবের মত রক্ত ধারা যে প্রবাহিত হ'চ্চে!

হনুমান। কে—কে এসেচ,এসেচ কুমার অঙ্গদ, এসেচ, মহারাজকেও ডাক। নল, নীল, গবাক্ষ, হয়, হর্য্যক্ষকেও সংবাদ দাও! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! সব গেল, সব গেল, সব আশার তার ছিঁড়ে গেল!

অঙ্গদ। পবননন্দন, এত অস্থির হ'চ্চ কেন, কি হ'য়েচে, তাই বল? রমণী কে?

হনুমান। আর কি ব'ল্‌ব, কে রমণী! রমণী আমাদের জননী আমাদের মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রবনিতা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী মা জানকী সীতা!

অঙ্গদ। সীতা—শ্রীরামবনিতা আমাদের মা জানকী সীতা! হনুমান, তুমি থাক্‌তে এই দুর্ঘটনা! এখনও তোমার মৃত্যু হয় নাই কেন? ওরে দুর্বৃত্ত অন্নায়ু রাক্ষস! এতদিনে বুঝ্‌লাম, তোর জীবনের অন্তিমমুহূর্ত্ত উপস্থিত! এইবার তুই আত্মরক্ষা কর্।

(হননোদ্যত)

হনুমান। কর কি, কর কি! কুমার, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, পাপিষ্ঠকে আক্রমণ ক'র্‌লেই সংকীর্ণচেতা পাপিষ্ঠ তৎক্ষণাৎ মা'কে

সংহার ক'রে আমাদের আক্রমণজনিত প্রতিহিংসার প্রতিশোধ গ্রহণ ক'র্‌বে। বিশেষতঃ দুরাত্মা যেরূপে মায়ের সন্নিকটে অবস্থান ক'র্‌চে, তাতে তাকে কোন প্রকার প্রহরণে প্রহার ক'র্‌তে গেলেই সেই আঘাত মায়ের আমার শ্রীঅঙ্গে পতিত হ'য়ে মায়েরই জীবন নাশের কারণ হবে। এই সব মৌলিক কারণে বাধা প্রাপ্ত হ'য়েই পবননন্দন হনুমান আমি শক্তিহীন অচল জড়ের মত অস্ফুটবাক্যে অবস্থান ক'র্‌চি! নতুবা যখনই আমার জাগ্রত চক্ষু আমার হৃদয়ের উপাস্য প্রতিমার বিজয়া-বিসর্জ্জনের ম্লান কালিমময়ী শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ক'রেছিল, তখনি কুমার, মাতৃবৈরীর কুৎসিৎ ঘৃণ্য কলঙ্কিত মূর্ত্তি এ পৃথিবী হ'তে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ ক'র্‌ত! কুমার! নিশ্চয় জান্‌বেন, মাতৃস্তন্যপুষ্টমাতৃ-অনুগত হনুমান, মায়ের জন্য না ক'র্‌তে পারে এমন অসম্ভাবিত কার্য্য এ জগতে নাই। ইন্দ্রের বজ্রে, শিবের ত্রিশূলে বিষ্ণুর সুদর্শনে, বরুণের পাশাস্ত্রে যমের যম-দণ্ডে হনুমান কখন ভীত নয়! তখন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণাদপি তৃণ তুচ্ছ, দস্যু চোর ইন্দ্রজিতের ভয়ে বা বীরত্বে হনুমান স্তম্ভিত, ভীত, বা অবসন্ন হয়নি। ঐ সর্ব্বনাশিনী জননীই আমার সর্ব্বনাশ ক'রেচে! আমার হস্ত পদ বদ্ধ ক'রে আমাকে যেমন বানর আমি তেমনি আমায় জঘন্য লজ্জায় লজ্জিত ক'রেচে! কুমার, বল্‌বো কি, বল্‌বার নেই, ক'র্‌বার নেই, হতবুদ্ধি স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে আছি! কর, কর, যা হয় একটা কর! তোমার হস্তে তরবারি আছে, আমাকে খণ্ড বিখণ্ড কর! জগৎ হ'তে হনুমানের নাম লোপ কর, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না! দুরাচার, স'রে আয়, স'রে আয়, একবার আয়—

সুগ্রীব ও বানরসৈন্যগণের প্রবেশ।

সুগ্রীব। এ কি কুমার অঙ্গদ—এ কি—

বানরসৈন্যগণ। ঐ যে—ঐ যে—সেই মায়াধারী দুরাচার মেঘনাদ—

হনুমান। রাজা, রাজা, মহারাজ, মহারাজ,—সব গেল, সব গেল, দুস্তর সাগর লঙ্ঘন, এতাবৎ কঠোর পরিশ্রম—যা প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়ে সাধন ক'রে ছিলুম, আজ সব ভস্মে আহুতি দিয়ে দিলুম। মহারাজ আপনিও যার জন্য আজ রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ত্যাগী, সেই পাবকশিখারূপিণী রামবনিতা মা সীতাদেবী ঐ! ঐ দুরাত্মা মেঘনাদ অন্য উপায়ে প্রতিহিংসা প্রতিশোধ না ক'র্‌তে পেরে মাকে আমার আমাদের সম্মুখে এনে এই নৃশংস ভাবে হত্যা ক'র্‌চে। ঐ দেখ দুরাত্মার অস্ত্রাঘাতে মায়ের সোনার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত! রুধির-ধারায় প্লাবিত হ'চ্চে। কোন প্রতিবিধানের উপায় নাই।

সুগ্রীব। সত্যই ত প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই! কিন্তু উপায় ক'র্‌তে হবে! উপায় চাই, উপায় ক'র্‌তে হবে। যে কোন প্রকারে দুরাচারের মুণ্ড চূর্ণ ক'রে দলিত ক'র্‌তে হবে। বানরগণ, কোন রূপ প্রহরণ গ্রহণ না ক'রে পাপিষ্ঠের মুণ্ড নখাগ্রে ছিন্ন ক'রে ভূপাতিত কর, অস্ত্রাঘাতের ভয় ক'রো না, এককালে সকলে আঘাত প্রাপ্ত হবে না, পুনরাঘাতের পূর্ব্বে পাপিষ্ঠের জীবন শেষ কর।

বানরসৈন্য। জয় জয় রাম, জয় জয় মা জানকীর জয়। (সকলে আক্রমণোদ্যত)

মেঘনাদ। আর না, আর অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। যাও লঙ্কাযুদ্ধের কারণরূপিণী ধ্বংসময়ী সর্ব্বনাশিনী—ধূমাবতি—এবার লঙ্কেশ্বরের ভাগ্যরথচ্যুতা হ'য়ে যমের নরকে যমকিঙ্করী হয়ে নৃত্য করগে যাও। (অস্ত্রাঘাতে, মায়াসীতার পতন) আয় আয় দুরাচারগণ—

সকলের সহিত যুদ্ধ এবং ছিন্ন বেশে মেঘনাদের

[প্রস্থান।

বানরগণ। শেষ হ'য়ে গেছে, শেষ হ'য়ে গেছে! হায়, হায়, কি হ'ল, কি হ'ল!

হনুমান। রামের সীতা—হনুমানের মা চলে গেলেন!

সুগ্রীব। স্থির হও, আত্মহারা হয়ো না। হনুমান, শীঘ্র পবিত্র-ভাবে সখাপত্নী পরমপূজ্যা সীতাদেবীর মৃতদেহ শিবিরে লয়ে যাও! দেখ, খুব সাবধান, কোন ব্যর্থ কোলাহলের সৃষ্টি করো না।

(হনুমানের মায়াসীতা স্কন্ধে গ্রহণ)

হনুমান (স্বগত) একি হল, মায়ের শ্রীঅঙ্গ এত কঠিন, এ যেন কোন পাষাণগঠিত ধাতুময়ী মূর্ত্তি! ক্রমে যেন সন্দেহ এসে উপস্থিত! যাইহোক—এ সন্দেহ আমাকে দূর ক'রতে হচ্ছে, আমি এখনি একবার অশোকবনে যাবো!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কালনেমির বিলাস কক্ষ।

কালনেমি, আদিনাথ, কালিন্দী, সূর্পণখা ও অন্যান্য সহচরীগণের প্রবেশ।

সূর্পণখা। মামা, তুমি সন্দেহ কর্‌চ কেন, বিদ্যুন্মালীর মুখে শুনে এলুম যে, তুমি যুদ্ধ হ'তে ফিরে আসবার পরেই সে কাজ শেষ হ'য়ে গেছে! তখন আমোদ ক'র্‌তে বাধা কি! ধরনা লো তোরা গান কর না! আমার জ্বালা ঠাণ্ডা হ'য়েচে, তোরা স্ফূর্ত্তি কর্‌।

গীত।

আনন্দে অঙ্গ ঢেলে, আয়লো আলি উজান জলে
চল্‌ রঙ্গে ভঙ্গে ভেসে ভেসে যাই।
তরঙ্গ ধর্‌ব সুখে, অনঙ্গ জাগ্‌বে বুকে
সঙ্গোপনে রতিসঙ্গে মিশবো লো সবাই।
বিরহের বিষমজ্বালা, আর কতদিন সৈব বালা,
চল্‌ লো কল্লোল কলকলে, হিল্লোলে হেলে হেলে,
চল চল সিন্ধুজলে সোহাগে মিশাই।

মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। কার্য্য শেষ, কার্য্য শেষ দাদামহাশয়! তোমার মস্তিষ্ক আর সখা বিদ্যুন্মালীর কঠোর পরিশ্রম আজ হ'তে সত্য জগতে

।জ্ঞানের রাজ্যে একটা শেষ আলোক ছড়িয়ে দিয়ে গেল !
।জ আনন্দে আর আমি স্থির হ'তে পার্‌চিনি ! কেবল
কুলজ্জায় মুক্তপ্রাঙ্গণে নৃত্য ক'র্‌তে ইচ্ছা হ'চ্চে !

সূর্পণখা। ওঁরে বাঁবারে আঁমার, তুই রাঁক্ষস বংশের
ঁহ্লাদ রে বাঁবা ! আঁমার সঁকল জাঁলায় জঁল্ দিঁলি রে বাঁবা।

সকলে। অহো হো কি আনন্দ ! কি আনন্দ।

আদিনাথ। মামা,মামা, একবার প্রাণভরে হেসে নি এস ! আজ
সির একটা বাজার বসাও মামা ; বড় আনন্দ, বড় আনন্দ, মামি
মি, একটা নূতন করা যাক। আমি আগে—হা হা হা—

কালনেমি। ভ্যালা রে মোর ভাগ্যে ! হাস্‌তে হবে—
কে হাস্‌তে হবে—হি, হি, হি !

মেঘনাদ। হাস্‌ব বৈকি, যেমন আমরা জল্‌চি—পুড়্‌চি, আজ
মনি শত্রু রামের বুকে জালার জ্বালামুখী চাপিয়ে দিয়েচি, কি
নন্দ, কি আনন্দ ! হো, হো, হো—

কালিন্দী। রক্ষরমণী আজ হ'তে নব হাস্যরসে রসবতী
ক্ ! ভাষা-রাজ্যে একটা যুগান্তর ঘটুক। হিঁ হিঁ হিঁ !

সূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) আমি এখনও হাঁসিনি, আমি
সব, হাঁ হাঁ হাঁ, হিঁ হিঁ হিঁ, হুঁ হুঁ হুঁ, হোঁ হোঁ হোঁ—

আদিনাথ। মামি মামি, একবার এস ত' মামি, একবার
মী-ভাগ্নের নিত্য ক'র্‌তে ক'র্‌তে মামি—আমরা আমাদের
সিকে রসবতী করি। তোমরা হাস বাবা, আমাদের মামী-
গ্নে নিত্য ক'র্‌তে ছাড়্‌ব'নি !

সূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) হঁা হঁা, নিত্যি ক'র্‌বি বৈকি খুব ক'র্‌বি, খুব ক'র্‌বি, আমিও ক'র্‌ব।

মেঘনাদ। হাঁ, সকলেই এ আনন্দে অসঙ্কোচে যোগদান কর এমন দিন অনেক দিন হয় নি, তবে অতি দুঃখের বিষয়, আমি এই সুখানন্দে অধিক সময় লিপ্ত থাক্‌তে পার্‌ব না, কেন না, শত্রুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ক'র্‌বার জন্ত আমাকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞানুষ্ঠান ক'র্‌তে হবে। আহত শত্রুকে উপেক্ষা করা যুক্তিবিরুদ্ধ, তাই তার সমূলে ধ্বংস সাধনের নিমিত্তই অগ্নিদেবের প্রসাদ একান্ত প্রয়োজন।

সূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) বাবা, এবার তাদের দুটোকে সাবাড় ক'র্‌তে পার্‌বি ত' ? তা তুই পার্‌বি, আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চি, তা পার্‌বি ! তবে বাবা, আমার একটা কথা রাখিস্ দুটোকে সাবাড় ক'রিস্ নি। রামাটাকেই সাবাড় করিস্, নথাটাকে ধ'রে শেক'লে বেঁধে আমার কাছে আনিস্, আমি তাঁকে পুষ্‌ব' ছোঁড়ার বড় দেমাক—বড় দেমাক—ঢের দেখেচি যোগীশ্বরি

মেঘনাদ। পিসি, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার সকল বাসনা পূর্ণ ক'র্‌তে পারি। এখন আসি দাদামশায় !

[প্রস্থান

আদিনাথ। বলি দিদিমণি, নথাটাকে এখনও ভুলতে পার নি ? আচ্ছা দিদিমণি, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ রাগ ক'র্‌বে না ত' ?

শূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) সে কি রে ভাই, তোমার থায় রাগ ক'র্‌ব কি ? এমন আনন্দের দিনে আবার রাগ !

আদিনাথ। হাঁ দিদিমণি ! বলি, বলি, তুমি কি নথাটাকে ধু চোখের দেখাই দেখেছিলে ?

শূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) বক্ষ চাপিয়া আর দাদা, সে ঃখের কি কথা ব'ল্‌ব, আর তুমিই বা কি শুন্‌বে! ছোঁড়া ামার জনম খেয়ে নিয়েচে !

াখীগণ। গীত।

হা হা দিদি গো, চুপ কর, চুপ কর, চুপ কর।
আর শুগুকথা ব্যক্ত কেন শক্ত হ'য়ে হাল ধর।
ছোঁড়াগুলো ক্ষিপ্ত হ'য়ে ক'র্‌চে রন্, রন্,
বুঝলে না গো বারেক দিদি, আমাদের বুকের কন্ কন্,
ঠাকুরপো বরং ভাল, বরং ভাল, বরং ভাল—
তবু কষ্টি নষ্টি করে, ঘ্রাণে দিদ অর্দ্ধ ভোজন,
এক কথায় নারী-জনম, মরম জাগায় শুধু জর জর জর।

কালিন্দী। ও কি, আদিনাথ, এ আনন্দের কাব্যে নিরানন্দের মবতারণা ক'র্‌চ কেন ? থাক্ থাক্, উঠে এস বাছা, আজ আমরা াকলে মিলে আনন্দ করি এস।

শূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) মামা, একটা কথা ব'ল্‌ব, এ সব ুমি কি ক'র্‌চ ! এসব কি শুধু মুখে ভাল লাগে মামা ! সব াঁকা ফাঁকা লাগ্‌চে।

কালনেমি। তা তুই কি ব'ল্‌বি বল্‌না রে! আজকের দিনে লজ্জা কি রে! বল্‌না?

সূর্পণখা। (অনুনাসিকস্বরে) সেই যে গো মামা, তোমাদের সেই আসব না কি বল? সেই যে গো মামা, দশে ঘোষে, মদ—মদ—মদ।

কালনেমি। হুঁ—হুঁ—ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছিস্‌ ভাগ্‌নি! তা চাই বৈকি, আদিনাথ—

আদিনাথ। ব'ল্‌তে হবে না গো আর ব'ল্‌তে হবে না, এই আমি যাচ্ছি, আন্‌চি, খাচ্ছি, খাওয়াচ্ছি—সব ক'র্‌চি! ধিন্‌তা ধিনা তাধিন ধিনা—মাল আস্‌বে টাট্‌কা কেনা!

[প্রস্থান।

কালিন্দী। একি ক'র্‌লে! এমন কুৎসিৎ নাসিকা-কুঞ্চনকর নিন্দিত কার্য্যে অনুমোদন ক'র্‌লে? সুরাপান! মার্জ্জিত সুশিক্ষিত সমাজ ব'ল্‌বে কি?

কালনেমি। বিদুষী সুন্দরি! মার্জ্জিত সমাজের কথা ব'ল্‌চ? স্বর্গের দেব-সমাজ কি মার্জ্জিত সমাজ নয়? এখানে আমরা যাকে সুরা বলি, সেখানে দেবতারা তাকে বলে সুধা? আমরা যাকে ইক্ষু নামে অভিহিত করি—তারি নাম আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্য ভাষার ভাষান্তরে গোলাপী-গাণ্ডারী! এইরূপ নামান্তরে সকল দেশে সকল সমাজে সুরার এইরূপ অগাধ প্রচলন!

মদ ও মদ্যপাত্র হস্তে আদিনাথের প্রবেশ।

আদিনাথ। নাও মামা, এখন পরিবেশন কর। (প্রদান)

কালনেমি। এখন এস কালিন্দি! এই ভ্রাতা ইন্দ্রজিতের স্বর্গজয়লব্ধ সুরার মার্জ্জিতনামধারিণী সুধা, নির্ব্বাকার মার্জ্জিত-ভাবে পান কর।

কালিন্দী। তা—তা—রুচি-বিরুদ্ধ হবে না ত? তরলতা প্রকাশ পাবে না ত'? তবে স্বামী-আজ্ঞা, রমণী আমি পান ক'র্‌তে পারি।

আদিনাথ। আঃ, মামীর কি স্বামী-ভক্তি!

শূর্পনখা। (অনুনাসিকস্বরে) মামীর আমার স্বামীভক্তি আছে আর আমার বুঝি মামাভক্তি নেই? এই দেখ, আমার কত মামা-ভক্তি—(স্বহস্তে সুরা পান) মামা—খাও। (সকলের সুরাপান)

আদিনাথ। মামি, মামি, হাসির হররা একটা গান রচনা কর। তারপর সেই গানটা গেয়ে মাসকতকের মত চল চুপটি ক'রে সকলে শুয়ে ঘুমোইগে।

কালিন্দী। উত্তম আদিনাথ! গাও।

গীত।

ওগো তোমরা কি বলিতে পার, কোন্ তারিখের কোন্ লগ্নে
হাসিটার জনম হইল।

আদিনাথ। ভূমিষ্ঠ হইল আর ফুট ফুটেটী হ'ল, বেটরার দিনে বিধাতা পুরুষ
কি কপালে লিখিল।

কালিন্দী। আমি জানি হাসিটীর জন্ম-বিবরণ,

আদিনাথ। আমি জানি বহুদশা লয়ে হাসি লভিল জনম,

কালিন্দী। দশার কল রাজা নিল এই, হাঃ হাঃ হাঃ,—

আদিনাথ। রাণী নিল এই, হা হা হা,—

কালিন্দী। নিল এইরূপ মাগ, ভাতার হঁ হঁ হঁ,—

আদিনাথ। শালা শালী জামাইবাবু কইব কটার কথা আর—হাঁ, হাঁ, হাঁ হি, হি

কালিন্দী। এই হাসি হেসে ভাগ্নী আমার বধাব চেয়েছিল,—হেঁ হেঁ হেঁ।

উভয়ে। তাই তো সূর্পণখা রাঁড়ীটী গো নাকি হারাইল।

সূর্পণখা। কি, কি, আমায় নিয়ে ঠাট্টা, আজি মরব, আজি মরব, মদ খেয়েই মরব।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[শ্রীরামের শিবির]

লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া রামের প্রবেশ।

রাম। যাও ফিরে অযোধ্যায় ভাই রে লক্ষ্মণ!
আর কি হইবে রণ—আর কেন বন্ধুগণ
অকারণ সহিবে দুঃসহ দুঃখ! ঐহিকের সুখ—
ঘুচেছে আমার বিধাতার ক্রোধ সম্পূর্ণ আমায়,
তাই হারাই সীতায়, শির্ষার লজ্জি—
সেতুবান্ধি এত করি শ্রম।

জানিও লক্ষ্মণ! এইরূপ রাম-ভাগ্য আবাল্যযৌবন!
রাজা হ'তে যাবো আসিলাম বনে,
হারালাম প্রাণ-প্রিয়তম ধনে,
এখন—লক্ষ্মণ—এখন কি আর!
ভাই রে আমার—সব শেষ হয়ে গেল!
অকর্ম্মণ্য রাম কিছু না পারিল!
সীতা—সীতা—চন্দ্রমুখী সীতা—
তাই আমারে ত্যজিল ভাই!

লক্ষ্মণ। আর্য্য! বুঝবার নাহি পাই ভাষা,
কিন্তু রণ আশা কেন অন্তরে ত্যজিব
যে মায়ের তরে বন-বনান্তরে
কত মহাবীরে ক'রেছি সংহার,
শেষে হ'য়ে সিন্ধুপার আসি লঙ্কাপুরে—
সম্মুখ সমরে প্রায় হত শেষ করেচি রাক্ষসকুল;
আজি সেই সর্ব্বস্ব রতনে ব্যথা দিয়ে প্রাণে,
বধিল যে দুষ্ট নিশাচর,
কই রাম, তার প্রতিহিংসাদান জাগে নাকি হৃদে?
স্মরণ করহ প্রভু, যবে হনুমন্ত আসি অশ্রুজলে ভাসি,
বিবরিল যে ভাবে মরিল মাতা,
সে নৃশংস কথা শুনে ফাটে বুক!
একাঘাতে মরেনি জননী, একেবারে ফেলে না অশনি,
নানা স্থানে নানা ক্ষত নানা অস্ত্রাঘাতে—

করেছিল মায়ের গাত্রেতে,
সে স্বর্ণময়ী কোমল শ্রীমূর্ত্তিখানি,
ক'রেছিল সাক্ষাৎ প্রেতিনী!

রাম। আর না, আর না রে লক্ষ্মণ!
আর নারে ভাই!
বলিস্ না বলিস্ না আর রাম-ভাগ্যে সীতা-ভাগ্যে
যাহা গেছে ঘটে অতীত ঘটনা!
এখন মরেনি রাম—
আহা আমার সে সীতা কত কেঁদেছিল!

লক্ষ্মণ। কেঁদেছিল শুধু রঘুবর!
আর্ত্তকণ্ঠে করুণার সিন্ধুর কল্লোলে—
উচ্চরোলে "কোথা রঘুনাথ বলে"—
কভু "কোথা দেবর লক্ষ্মণ—
, হের নির্য্যাতন রাক্ষসের করে"।
নারায়ণ, সে রোদন নহে সাধারণ,
সে রোদন বিদ্যুদগ্নি সজল জলদে,
ধ্বনি তার সিন্ধুগর্ভে বাড়বগর্জ্জন,
আঘাত তাহার শিলাভেদী শূল!

রাম। রে লক্ষ্মণ, হেন পাশবিক অত্যাচার ঘটিল যখন,
অনন্তনয়ন দেব নারায়ণ ছিলেন কি নিদ্রিত তখন?
কিম্বা দেখিয়াও নাহি দেখিলেন সীতার দুর্গতি!
এত অপরাধী সীতা, এত অপরাধী রাম!

রে লক্ষ্মণ, নাই কিরে তার প্রতিকার?
প্রতিকার—প্রতিকার চাই,
ন্যায়বাদী বিধাতার আগে কর্ প্রতিকার,
পরে পত্নীদ্রোহী পাতকীর প্রতিকার চাই!
আন্ ভাই, তূণ-শরাশন, আন্ আন্ ব্রহ্ম অগ্নিবাণ
যে পৃথ্বী বিধির সৃষ্টি—প্রতিঅঙ্গে যার
ঘোর অত্যাচার—ঘোর অবিচার—সে অঙ্গ তাহার,
করি খণ্ড বিচূর্ণিত পূর্ণাহুতি দিব সেই ব্রহ্মশরানলে!
সেই ভস্ম মিশাইব মৃত্যুসম নীল—
লবণাক্ত সাগর-সলিলে,
পুনঃ তাহে তুলি প্লাবিত করিব লঙ্কা!
রক্ষনাম, রক্ষবাস উচ্ছেদিব সংসার হইতে!
রে লক্ষ্মণ! কোথা বল্ সীতাহন্তা, চল্ তথা—
ব্রহ্মরন্ধ্র তার ব্রহ্মদণ্ডে ভেদিবে শ্রীরাম।
বীর্য্যবান্ তুমি কীর্ত্তিমান্ প্রত্যক্ষ হেরিবে,
কিরূপে রহিবে বেঁচে—
রাম বর্ত্তমানে রামের বনিতাঘাতী!
অহো পিপাসিতা সতি, অই অই ভাই রে লক্ষ্মণ!
চেয়ে আছে মোর মুখপানে—
যেন কাঙ্গালিনী দুঃখাতুরা অশ্রুআঁখি—
ম্লানমুখী বিষাদে বিরসা!
অলসা কল্পনা তার যেন নিভন্ত প্রদীপখানি—

হ'য়ে আশঙ্কিতা ধীরে ধীরে কাঁপে!
অই অই ভাই রে লক্ষ্মণ দেখ চেয়ে—
সুস্থির নয়নে, রামহৃদি নন্দনের বনে,
অই সেই সীতা কুসুমমঞ্জরী!
সীতা—সীতা—(মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মণ। দাদা—দাদা—আজ শত বজ্রাঘাত ফেলিলে কিঙ্কর-মাথে
হা মাতঃ কৈকেয়ি!
মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূরিল তোমার!
দাদা—দাদা—(মূর্চ্ছা)

নিকষাসহ সুবাহুর প্রবেশ।

নিকষা। ছুটে আয় ছু'টে আয়—রে সুবাহু!
স্বর্গমর্ত্ত্য জুড়ে দীপকণ রাগিণী ধ'রে,
গায়ে গায়ে প্রতিহিংসাগান,
নিঃশেষিত প্রতিদানকাল এই দেখ্ কি না তার?
ক'ররে সংহার, এই সে শায়িত,
মূর্চ্ছিত নিদ্রিত রক্ষ-অরি ভ্রাতৃ-অরি তোর।

সুবাহু। সুপ্ত অরি পিতামহি!

নিকষা। বাধা কিবা তাহে রক্ষভিব, অরাতি নাশিতে!

সুবাহু। বীরশাস্ত্রবহির্ভূত রীতি!

নিকষা। চন্দ্র সূর্য্য ছিঁড়ি পড়ুক সে শাস্ত্র-মাথে!

সুবাহু। সঙ্কোচতা চাপে ধরি কর।

নিকষা। মর্ মর্ বংশের অঙ্গার!
কার্য্যকালে হেন ব্যভিচার বিধাতা সহিতে পারে
ঘোর প্রতিহিংসাগর্ব্বী না, সহিবে, নিকষা রাক্ষসী!
এখনি জ্বলিবে বিষমুখ শর-মনস্তাপ,
প্রলয় মহাগ্নি-অভিশাপ!

সুবাহু। রক্ষ বংশ শ্রীপুণ্যরূপিণি!
পিতামহী তুমি, তব আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য আমার,
কিন্তু দেবি! পাপপুণ্য-ভাগী কেবা?

নিকষা। আমি।

সুবাহু। তবে পিতামহি! যাও, দূরে যাও,
ঘুচাও জননি, শোক-দীর্ঘশ্বাস!
এবে আকাঙ্ক্ষিত অভিলাষ মিটিবে তোমার।
এই সেই ভ্রাতৃনাশী রক্ষরিপু!

নিকষা। এই রিপু, রক্ষরক্ত চোষে!

[প্রস্থান।

সুবাহু। এই সেই রক্ষ-অপদেবতা ইতর,
এই সেই সুপ্তব্যাঘ্র রক্ষরক্তলোভী,
এই সেই কালরাহু রক্ষ-মিহিরের!
আরে আরে ভ্রাতৃহন্তা নীচ প্রবঞ্চক!
বহুকাল পরে রক্ষের অন্তক তুই!
আজ তোর পেয়েছি সাক্ষাৎ!

সুপ্ত ক্ষিপ্ত ভুজঙ্গম—ফণাধর ফণাধর!
সাক্ষী রও অনন্ত প্রকৃতি!
সর্ব্বচক্ষু অনাদি শঙ্কর!
নিষ্পাপ বীরেন্দ্র-সমাজে আমি, রাম-অরি!
যাও যাও যমপুরী লঙ্কার মন্দিরনাশী রে অশ্বথতরু।

(অস্ত্র হননোদ্যত)

দ্রুতপদে ভল্লহস্তে অঙ্গদের প্রবেশ।

অঙ্গদ। আরে মতিচ্ছন্ন, গুপ্তহত্যা! কারে গুপ্তহত্যা!
নেরে গুপ্তহত্যা-ব্যক্ত-প্রতিফল রামদাস অঙ্গদের হাতে।

(সুবাহুর বক্ষে ভল্ল আঘাত)

সুবাহু। উঃ, যাই, যাই,
সত্য প্রতিফল—দূরাগত শত্রুহস্তে—
গুপ্ত অস্ত্রে হইনু আহত!
অহো, অহো না হইল বাঞ্ছাসিদ্ধ মোর!
অহো ভ্রাতৃঘাতী পাপাত্মার রক্ত—
না পাইনু করিতে দর্শন!
মাতৃ-শেষ-আজ্ঞা মম না হ'ল পালন!
উঃ মাগো, ভীষণ আঘাত না পারো—
জীবন আর—মা—মা—নিতান্ত কুপুত্র আমি,
করিস্ না গো ঘৃণা,
নিরাশ্রয় সন্তানেরে তোর! কে দিবে আশ্রয় তুই বিনা!

তাই এই আহত দশায় যাবো আমি,
দিস্ মাগো কোল। তোর কোলে পশি—
চির ঘুম ঘুমাব মা, লভিব গো অনন্ত বিশ্রাম।

[প্রস্থান।

অঙ্গদ। এ কি—গগনের রবিশশী দুটী,
আজি কেন ধরণীর রুক্ষ ধূলায় লুটায়!
এ হেন সময় নীচাশয় রক্ষ-রাহু
গ্রাসোদ্যত হয়েছিল তাহে!
ধন্য রে অঙ্গদ ধন্য তুই,
আজি এই রামকার্য্যে হইয়ে সহায়!

সহর্ষে বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান ও অন্যান্য
বানরগণের প্রবেশ।

সকলে। জয় রাম, জয় রাম, জয় জয় সীতাপতি রামচন্দ্র।
জানকী-রঞ্জন রাম, জয় জয় জানকীপতি রামচন্দ্র।

লক্ষ্মণ। (উত্থান পূর্ব্বক) কি সংবাদ, সখা, বর্ত্তমান এত জয়োল্লাসের কারণ কি?

রাম। কে আমার প্রাণাধিকা সীতার নাম আমার নামে এখনও সংযোজিত ক'রে আনন্দ প্রকাশ ক'র্‌চে?

বিভীষণ। সখে! গাত্রোত্থান করুন! সীতানাথ, মোহ ত্যাগ করুন! সংবাদ শুভ, দুরাচারী মায়াধারী মেঘনাদ আজ রণস্থলে যে সীতা ছেদন ক'রেছিল, সে সীতা প্রকৃত সীতা নয়, মায়াসীতা।

পূজনীয়া শ্রীরামমনোমোহিনী জনকনন্দিনী সীতা দুরাচার রা
রক্ষিত অশোকবনে নির্ব্বিঘ্নে এবং কুশলেই আছেন।

রাম। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) কি ব'ল্‌চ, কি ব'ল্‌চ তুমি স
বিভীষণ! আমার মস্তিষ্কে যে তা কিছুই প্রবেশ ক'র্‌চে না! তু
আবার বল, আবার বল, সংবাদ কি, ব'ল্‌চ কি?

বিভীষণ। সখা অধীর হয়ো না, বৎস হনুমান্ এইমা
অশোককানন হ'তে সীতাদেবীর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সংবাদ আনয়
ক'রেচে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সীতা বধ হ'য়েচে, সে প্রকৃত সীতা ন
মায়াসীতা।

লক্ষ্মণ। অগ্রে পাপিষ্ঠ মেঘনাদকে হত্যা কর, পরে অ
কথা।

রাম। বল কি সখা! কৈ বৎস হনুমন্ত! ওরে বাছা, কা
আয়, বল্ বল্, সীতার কুশল বল্!

নিরাপদে আছে ত আমার আমাগত প্রাণ—
মমমূর্ত্তিধ্যানময়ী—
শোক-অশ্রুপরিপ্লুতা অভাগিনী সীতা!
ওরে সে সীতা ত মায়াসীতা নয়?—
যারে দেখে এলি অশোক-কাননে!

হনুমান্। না প্রভু, প্রত্যক্ষ দেখেছি, আর সন্দেহের কার
নাই। দুরাত্মা মেঘনাদ মায়াসীতা বধ ক'রেই পুনর্যুদ্ধের জ
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ ক'র্‌চে।

বিভীষণ। কিছুতেই এই যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌তে দেওয়া হবে না

সখা! আমি বিশেষ জানি, ব্রহ্মার বর—মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দানে অগ্নিদেবের নিকট বর গ্রহণ ক'রে যুদ্ধযাত্রা ক'র্লেই তার সে যুদ্ধে ত্রিলোকবিজয়ী জয় অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং এ যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্লে এক মহানর্থের কারণ হবে। এখন আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়েচে, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ পূর্ণের জন্যই তার এই মায়া-সীতা বধের আয়োজন। কেন না আমরা সীতাবধজনিত মহাশোকে যুদ্ধোদ্যোগে বিরত হব, সেই সময় পাপিষ্ঠ নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পাদন ক'র্বে, এই তার উদ্দেশ্য। সেই জন্য সে নিকুম্ভিলা যজ্ঞের অনুষ্ঠান ক'র্চে। আর এও জানি সখা; যে তার যজ্ঞ ভঙ্গ ক'র্বে, তার হস্তেই তার মৃত্যু। সুতরাং এই সময় তার যজ্ঞ ভঙ্গ করা কর্ত্তব্য, নতুবা রক্ষার উপায় নাই। তুমি মহাবীর লক্ষ্মণ আর কিছু বানরসৈন্য আমাকে প্রদান কর, আমি অনতিবিলম্বেই পাপাত্মা মেঘনাদকে হত্যা ক'রে প্রত্যাগত হব।

রাম। সখে বিভীষণ! যা বল্লে সব সত্য, কিন্তু প্রাণের প্রাণ, প্রাণ হ'তে প্রিয়তর কনিষ্ঠ ভাই লক্ষ্মণকে কিরূপে নানাযন্ত্রনির্ম্মিত যন্ত্রাদি রক্ষিত আকাশ-স্পর্শীপ্রাচীরবেষ্টিত লঙ্কার সেই সঙ্কট-আতঙ্কপূর্ণ স্থানে প্রেরণ ক'র্ব মিত্র! তাতে মায়াধর মেঘনাদ—মহাবীর ও নানা কৌশলী; লক্ষ্মণ আমার বালক, আবার মনোদুঃখে উপবাসকৃশ, শীর্ণ কলেবর! সে কিরূপে তার সহিত যুদ্ধক্ষম হবে ভাই! না সখে, আমি ভ্রাতৃরক্ত-কলঙ্কিত জানকী লাভে কিছুতেই তৃপ্তিলাভ ক'র্তে পার্ব না, বন্ধুবিনাশলব্ধ মহার্ঘ রত্নেও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! কেন তুমি সন্দিগ্ধ হ'চ্ছ? রাম-জানকী কার্য্যে কি আমার কোন দিন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছিলে? তোমার ভ্রান্ত ধারণার কারণ কি, স্নেহাধিক না সত্যই আমার কর্ম্মক্রটী।

রাম। তোমার কর্ত্তব্য-ক্রটী? আমি চিনি না কি তোমায়, বলরূপী অনন্তদেব! আমি যে ভাই, তোমায় একদিনও বিশ্রামের অবসর দান করি নি। আমার ইচ্ছা যে তুমি আজ বিশ্রাম কর, আমিই মেঘনাদ নিধনার্থে যজ্ঞাগারে গমন করি।

লক্ষ্মণ। পায়ে ধরি দাদা, আমায় এ বীরকীর্ত্তি লাভে বঞ্চিত ক'রো না। রাবণবধ মহাকীর্ত্তি ত তোমার জন্যই অপেক্ষা ক'র্‌চে, তখন প্রফুল্লচিত্তে এই বর্ত্তমান সুযোগ আমাকেই দান কর, আমি ধন্য হই, আর হাসিমুখে যাত্রা করি।

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, তোমার এ প্রার্থনায় আমি পরাঙ্মুখ হ'তে পার্‌ব না। বীরকে বীরকীর্ত্তি লাভে বঞ্চিত করা বীরধর্ম্ম বিরুদ্ধ। যাও ভাই, আমার নয়নের মণি, সুমিত্রা মায়ের স্নেহনিধি, যদিও তোমায় বিদায় দিতে হৃদয়ের মর্ম্মবন্ধন শ্লথ হ'য়ে আস্‌চে, তথাপি বীরকীর্ত্তিলাভে তোমার বিনয় প্রার্থনা আমি প্রত্যাখ্যান ক'র্‌তে পার্‌লাম না। যাও, অঙ্গদেহে অক্ষয় বিজয়-ভূষণে, ভূষিত হ'য়ে আমার বুকের ধন, আবার তুমি আমার বুকে ফিরে এস। মিত্র বিভীষণ! আমি তোমার কথায় পূর্ব্বাপর বিবেচনা না ক'রে আমার সজীব হৃৎপিণ্ডটী তোমারই হস্তে সমর্পণ ক'র্‌লাম। দেখ সখা, যেন তায় কোন প্রকার আঘাত না লাগে। এস ভাই, আমি তোমায় আজ স্বহস্তে অস্ত্রসজ্জিত ক'রে দি। এই লও

যুগল ধনু, যুগল তূণ, যুগল অসি, যুগল ভল্ল, আর অসীম অনন্ত আশীর্ব্বাদের অক্ষয় কবচ! (অস্ত্রদান ও সর্ব্বাঙ্গে হস্ত প্রদান)

লক্ষ্মণ। দাদা, এই দেবদত্ত অস্ত্র কি ভগ্ন হবার আশঙ্কায় যুগল সংখ্যায় দান ক'র্চ?

রাম। না ভাই, তা নয়, যদি যুদ্ধরত মেঘনাদ নিরস্ত্র থাকে, তাহারই জন্য এক একটী অধিক অস্ত্র দান ক'র্‌লাম। আমার এই অস্ত্রদান তোমার ভবিষ্য বীরকীর্ত্তির শুভ্রতা রক্ষার জন্য।

বিভীষণ। ধন্য বীর রামচন্দ্র! বানররাজ, তা হ'লে আপনি আমাদের সাহায্যের জন্য হনূমান প্রভৃতি অষ্টমহাবীরকে আমার সহ যাত্রার আজ্ঞা দান করুন! আমরা এই মঙ্গলময় শ্রীরামচন্দ্রের পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে শুভযাত্রা করি। (তথাকরণ)

সকলে। জয় জয় রাম, জয় জয় রাম।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[রাজসভা]

রাবণ ও শারণের প্রবেশ।

রাবণ। শারণ! এও কি সম্ভব, পিতৃবৎসল বংশগৌরব পুত্র আমার পিতৃদ্রোহী হবে? যে সীতা-প্রতিমার সম্মুখে আমি মহামায়ার এই বিপুল বংশ বলিদান দিতে ব'সেছি, যে সীতার কল্যা-

লাভের জন্ত আমার এই দশশির তার কোকনদ-পদানত, এমন কি যে সীতার সম্মুখে আমি বিশ্ববিজয়ী বিশ্বশ্রুত মহাবীর রাবণ সামান্ত একটুকু রূঢ়ভাষা প্রয়োগ ক'রতে সাহস পাইনি, সেই আমার পূজিতা-প্রতিমা সীতাকে আমার বিনা আদেশে বিনা সম্মতিতে, অজ্ঞানগোচরে স্বহস্তে প্রকাশ্ত যুদ্ধস্থলে সর্ব্বজনসমক্ষে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রলে!

শারণ। মহারাজ, এ যে দূতের প্রত্যক্ষ দর্শন! কিরূপে অবিশ্বাস করি! প্রতিহিংসা জীবকে অন্ধ করে। বীরবাহু ভ্রাতৃশোকে এবং মাতা চিত্রাঙ্গদার শোচনীয় আত্মহত্যা দৃশ্ত দর্শন ক'রে কুমারের আত্মহারা হওয়া বিচিত্র নয়।

রাবণ। কিন্তু আমার যে সম্পূর্ণ বিচিত্র ব'লে বোধ হ'চ্চে দেবজয়ী বীরেন্দ্র পুত্র মেঘনাদ আমার পিতৃদ্রোহী, এ কথা কল্পনায়ও কল্পনা ক'রতে পারিনি! দূতমুখে এ শোচনীয় সংবা শুনেই আমি সন্দেহ ভঞ্জনার্থে অশোকবনে যাত্রা ক'রতাম, কি কোন্ প্রাণে তার নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রিকাধৌত অম্লান পিতৃভক্তিতে সন্দেহের কৃষ্ণছায়া সম্পাত করি! নিষ্পাপ পুত্র আমার এ সন্দেহের কথা শুনলেই বা কি মনে ক'রবে! এই আশঙ্কায় আমি অশোকবন-যাত্রায় বিরত র'য়েচি।

শারণ। তা হ'লে অধীর হবেন না, কুমারের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করুন।

রাবণ। প্রতীক্ষার অপেক্ষা? সে অপেক্ষা যে ক'রতে পারি না শারণ! চঞ্চলতা যে ক্রমশই বর্দ্ধিত হচ্চে! সন্দেহের তী

দংশন আর যে সহ্য ক'র্‌তে পার্‌চি না। একবার যাই, অশোকবনে যাবো, না, আহা পারণ! সীতা যে আমার হৃদয়ের কতটুকু অংশ অধিকার ক'রে র'য়েচে, তা তোমরা কেউ অনুভব ক'র্‌তে পার্‌নি! সীতা পুরীপ্রান্তের অশোকবনে বাস ক'র্‌চে, আমি স্থির আছি, মনে ভাব্‌চি, আমার নির্দ্দিষ্ট অশোকমণ্ডপে পূজার বেদিকায় আমার আরাধিতা মহাদেবী বিরাজিত আছে! দিনে দিনে আমার বংশের এক একটী বীররত্ন যতই ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্চে, ততই দিনে দিনে সীতার প্রতি আমার অগাধ অনুরাগ বৃদ্ধি হচ্চে! মনে ক'র্‌চি, দেবী আমার অসাধারণ বলিদান দর্শনে দিনে দিনে অধিকতর প্রসন্নতালাভ ক'র্‌চে। আমার সেই সাধের সীতাকে মেঘনাদ হত্যা ক'রেচে? না, না, একবার দেখে আসি, এই সন্দেহের সূত্র ধ'রে একবার দেখে আসি। তাতে মেঘনাদ আমার কি মনে ক'র্‌বে? সে ত পুত্র! পুত্র হ'য়ে পিতার ত্রুটী কখন গ্রহণ করবে না, যাই পারণ—(গমনোদ্যত)

পিতৃমাতৃহীন জনৈক রক্ষবালকের প্রবেশ।

রক্ষবালক। রাজা, ও রাজা, তুমি কোথা যাচ্চ? আমি যে তোমার কাছে এলুম!

রাবণ। কে তুমি বালক?

রক্ষবালক। আমি যে গো রাজা, আমি শঙ্খ, আমার বাবার নাম, তরণ। বাবার কাছেই থাক্‌তুম, বাবা তোমার কথায় মাকে খাবার তৈরি ক'র্‌তে ব'লে গেছ্‌ল! যুদ্ধে গেছ্‌ল, এলো না

দেখে আমি খাবার নিয়ে সেখানে গেছ্‌লুম, গিয়ে শুন্‌লুম, বাবা যুদ্ধে মরে গেছে। কি ক'র্‌ব, কাঁদ্‌তে লাগ্‌লুম, খিদে পেয়েছিল, খেতে পার্‌লাম না!

রাবণ। তা কি ক'র্‌বে বাছা, কেঁদোনা, যুদ্ধে মরে তোমার বাবা স্বর্গে গেছেন। এখন যাও বাছা, বাড়ী যাও।

রক্ষবালক। কোথা যাব, বাড়ী? বাড়ীতে কার কাছে যাবো! আমার কি মা আছে? থাক্‌লে তোমার কাছে আস্‌ব কেন? আমায় ত আর একজন কাছে রাখ্‌তে চেয়েছিল, আমি তা থাক্‌ব কেন! সে আমায় কত ভালবেসে ছিল, আমায় কোলে রাখ্‌তে চেয়েছিল, তা আমি কি তার কাছে থাক্‌তে পারি?

রাবণ। অনাথবালকের প্রতি যার এত ভালবাসা, কে সে স্নেহময় করুণময় হৃদয়বান মহাপুরুষ! বালক, তার নাম কি?

রক্ষবালক। সেই গো—তোমরা যার সঙ্গে যুদ্ধ করচ। সেই রামচন্দ্র।

রাবণ। রামচন্দ্র! তা তুমি তার কাছে থাক্‌লে না কেন বালক!

রক্ষবালক। তার কাছে কি থাক্‌তে আছে! সে যে তোমার শত্রু, সে যে রাজার শত্রু, সে যে জেতের শত্রু, তার কাছে থাক্‌লে যে মহাপাপ হবে।

রাবণ। (স্বগত) এত ক্ষুদ্রাধারে এত মহাতেজ বিদ্যমান! না হবে কেন, বিধাতার রাজ্যে সবি সম্ভবে! বালুকাকণার মত ক্ষুদ্র বীজে যখন মহাবটের সৃষ্টি হয়, তখন এই ক্ষুদ্র দেহ বালকের

হৃদয়ে মহাবীরের সত্তা অসম্ভবই হবে কেন! (প্রকাশ্যে) পিতৃ-মাতৃহীন অনাথবালক! তুমি আমার কাছে এস, আমি রাজ্যের পিতা—তোমারও পিতা! এস, আমার কোলে এস! (গ্রহণ) বালক, আমি তোমায় কখন ত্যাগ ক'রব না। পুত্রনির্ব্বিশেষে আমি তোমায় প্রতিপালন ক'রব, ভবিষ্যতে তুমি আমার যোগ্য পুত্র হবে। এখন চল, অশোকবনে যাই।

রক্ষবালক। রাজা, তুমি আমায় নামিয়ে দাও, আমি হেঁটে যাব, তোমার কোলে উঠে আমি ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব ভুলে গেছি।

রাবণ। উত্তম, এস বালক! (বালকের হস্তধারণ গমনোদ্যত)।

ভল্লবিদ্ধ বক্ষে সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু।　　　গীত।

হলো না হলো না, কর্ত্তব্য সাধনা, জীবন ফুরায়ে গেল মা।
কোথা বিবাদিনী, ব্যথিতা জননী, মেল রুদ্ধ আঁখি মেল মা।
(মাগো প্রতিহিংসা লওয়া হল না।)

মরণে গিয়েছ মরমের বেদী বিদ্ধ বক্ষখানি দেখায়ে,
বলেছ অরির "তপ্তরুধিরে দিসরে বেদনা ঘুচায়ে",
সে আদেশ মাতা রয়ে রহিল বিধিল মরম শেল মা।
(মাগো প্রতিহিংসা লওয়া হল না।)

লক্ষ ধ্রুব তারা গোধূলিললাটে দিয়ে উঁকি গেল দিশে
পথ ভুলে গিয়ে পড়েছি অকূলে হয়েছি মা হারা দিশে,
কোলে তুলে নে মা, ব্যাকুল সন্তানে, শোক-অশ্রুবারি ফেল মা।
(মাগো প্রতিহিংসা লওয়া হলো না।)

বাবা বড় ঘুম পাচ্চে, আমায় মা'র পাশে শুইয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

রাবণ। এস রাবণের কর্ম্মফল! তোমায় আজ সাদর আলিঙ্গন ক'রে আমার ভালবাসার অক্ষয় আনন্দ দান করি। (গ্রহণ) সংসারের পুত্রহীন পিতা, তোমারা ত সংসারে অনেক আছ, কিন্তু রাবণের মত কি এরূপ হাস্‌তে হাস্‌তে সংসারে কেউ পুত্রহীন হ'তে পেরেচ! এস ধন প্রাণাধিক চির অভাগিনী চিত্রাঙ্গদার বুকের মাণিক আমার, বুকে এস! চল বাবা, তৈলদ্রোণরক্ষিত চিত্রাঙ্গদার শবদেহের পার্শ্বে তোমারও একখানি শান্তির শেষ শয্যা রচনা ক'রে তোমায় শিশুকোমল স্বর্গ মূর্ত্তিখানির শেষ ঘুমের ঘুম পাড়াইগে। (গ্রহণ)

সুবাহু। গীত।

(চিত্রাঙ্গদার পুষ্পময়ী ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব।)

ঐ—ঐযে মা, মা আনন্দময়ী আহ্বানে অঙ্গুলিসঙ্কেতে।
যাই গো জননি, বাবার কোল হ'তে তোমার স্নেহেরি অঙ্কেতে।
তুমি আমায় লয়ে, কোলে বসাইয়ে, আর চাঁদ ব'লে খেল মা,
আর তাপের ধরায় আসিব না, কেমন মা?।

[সকলের প্রস্থান

ঐকতান বাদন।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[অন্তঃপুর।]

প্রমীলা ও সখীগণের প্রবেশ।

প্রমীলা। সখি! এত জয়বাদ্য বিজয় উল্লাসে,
বাজে চারিদিকে অখণ্ড হরষে অম্বর বিদারি.
বিষাদিনী লঙ্কাপুরী হাসে সোৎসাহে আনন্দের হাসি,
নীলজলরাশিপূর্ণ সিন্ধু মৃদুল তরঙ্গে নেচে—
গাহিতেছে আনন্দ-সঙ্গীত, প্রকৃতি আনন্দময়ী!
"স্বামীজয়" বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষিছে!
হেন আনন্দ নির্ম্মল দিনে—
কেন প্রমীলার প্রাণে বহে কো বিষম ঝড়!

ম সখী। অধিক আনন্দে সখি! করে প্রাণ আন চান্!

প্রমীলা। কেন হেরি সখি! পূর্ণিমার চন্দ্র কৃষ্ণমেঘে ঢাকা?

১ম সখী। সখি! বিধাতার এই সৃষ্টির কৌশল!

প্রমীলা। সৃষ্টির কৌশলে দুর্ব্বল কেন গো জীব?

১ম সখী। ইহাও কৌশল তাঁর!

প্রমীলা। এই পন্থা বিনে কিবা আছে বোঝাবার।
কিন্তু ইথে আশ্বস্ত না হ'তে পারি সখি!
সদা দেখি নিরাশায় শূন্যগর্ভ উদাস হৃদয়!
যাও সখি, ক্ষণেক বিশ্রাম করি,
দেখি কতদূর পারি করিবারে চিত্তের সংযম।

(সখীগণের দূরে অবস্থান)

প্রমীলা।। গীত

মাগো তুমি ভুবনকল্যাণে কল্যাণী।
শুষ্ক ধরায় বৃষ্টিধারায় পুষ্ট কর মা সৃষ্টিখানি।
তব অমৃত করুণাবলে, এ মহীমণ্ডল চলে,
শূন্যে ব্যোমে জলে স্থলে, তুমি কারণভূতা শর্ব্বাণী।
অজানা বেদনারাশি, কেন হৃদে পশে আসি,
হতাশার ক্ষুব্ধ বাঁশী, কেন মাগো বাজে কাণে;—
কে যেন করুণস্বরে, কাঁদে ব'সে অতিদূরে,
শান্তি দে মা ব্যথাতুরে, ওগো ও মা শিবরাণি।

১ম সখী। সখি, এত কষ্ট কল্পনা ক'রে দুঃখিত হচ্চিলে? ও সব হতাশার বাঁশী—অজানার বেদনা কি শুনতে চাও, আমি ব'ল্‌চি। আর একটা, অনেকক্ষণ দেখাশুনা হয় নি কিনা?

প্রমীলা। দূর, তা কেন হবে, আমি কি কখন আর এরূপ

ীর্ঘ বিরহ সহ্য করি নি বোন্! তা ত নয়, কিছুই যে ভাল লাগে া। যেন একটা শুষ্ক হতাশ, তার সঙ্গে ভবিষ্যের রুক্ষ বেদনা িশিয়ে কি যেন একটা আতঙ্কের পিণ্ড আমার চারিদিকে গড়াগড়ি দিচ্চে।

১ম সখী। ওগো, ও আমার জানা আছে, একটু সবুর কর া, সব পিণ্ডি চট্‌কে যাবে এখন!

খীগণ। গীত।

গুণমণি এলে।

ও তোর গুল্‌'না প্রাণ খেতিয়ে যাবে প্রাণের বঁধু পেলে।
এ যে পঞ্চশরের খেলা, কভু জানা কভু অজানা দেখ্‌চি দু'বেলা,
ঘরে ঘরে তার বিরাট মেলা, সে বেড়ায় এমনি চাল চেলে।
বিরহ এক রকমের নয়, ব্যক্তি ভেদে গুপ্ত সুপ্ত ব্যক্ত অভিনয়,
সে কাঁদায় হাসায় নাচায় জাগায়, নিভয়ে আগুন দেয় জ্বেলে।

প্রমীলা। না সখি! এ আমার বিরহ-বিকার বা প্রেমোন্মাদ য়। আমার হৃদয়ে যন্ত্রণা যে কি, তা তোমরা অনুভব ক'রতে র্চ না! তিনি যখনই যুদ্ধযাত্রায় দূরে গমন করেন, তখনি আমি ার শুভাশুভ পরীক্ষার জন্য তাঁকে ধ্যান করি, ধ্যানে তাঁর বীর-মামণ্ডিত উজ্জ্বল স্থির মূর্ত্তিখানি দেখ্‌তে পাই! কিন্তু আজ তিনি ক জয়মালা বিভূষিত হ'য়ে আস্‌চেন, তবু ও সে উজ্জ্বল মূর্ত্তি ত খতে পাচ্ছি না! যেন কোন ম্লান যবনিকার অন্তরালে দাঁড়িয়ে চেন, আর একখানি রুক্ষ মেঘখণ্ডের কালছায়া তাঁর উজ্জ-

লতাকে শ্রীহীন ক'র্‌চে! চোখে সে জ্যোতির্ম্ময় দৃষ্টি নাই, অধরে সে মধুর হাসি নাই, দেহের সে গৌর-কমনীয় সৌষ্ঠব নাই, তাঁর চতুর্দ্দিকে যেন শত শত মাংসলোভী শকুনী গৃধিনী উড়ে বেড়াচ্চে! অদূরে একটা কৃষ্ণাবর্ণা রক্তাম্বরা লম্বিতস্তনা আলুলায়িত রুক্ষ-কেশা দীর্ঘদন্তা সূর্পহস্তা ভীষণা রমণী তার করাল মুখ ব্যাদন ক'রে অট্টহাস্য ক'র্‌চে এবং তার দীর্ঘ নখঅঙ্গুলি সঙ্কেতে তাঁকে আহ্বান ক'র্‌চে! তিনি যাচ্চেন! অহো হো—কি হবে—যেও না যেও না, কোথা নাথ, কোথা যাও, কোথা যাও— (মূর্চ্ছা)

সখীগণ। ওমা—ওমা—কি হলো, কি হলো—

১ম সখী। দিদিমণি, একি ক'র্‌চ, ওমা, কি হ'ল!

দ্রুতপদে মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। কি হ'লো, কি হয়েচে? একি হৃদয়ের প্রমীলা ধূলায় কেন? সজীব জ্যোৎস্নাছায়া মলিনা-মূর্চ্ছিতা কেন? প্রমীলা, প্রমীলা,—

প্রমীলা। অ্যাঁ, তুমি এসেচ, তুমি কেমন আছ?

মেঘনাদ। কেমন আছি কি প্রমীলা! তুমি কি শুন নাই যে আমি আজ সম্পূর্ণরূপে শত্রুপরাজয় ক'রে এসেচি! তবে তুমি ম্রিয়মাণ কেন? ও বুঝেচি, তুমি আমার অমঙ্গল কল্পনা ক'রে কাতরা হয়েছিলে! ধন্য সতীর পতিগত প্রাণ!

প্রমীলা। এ কি, তোমার আজ পূজার বেশ কেন? তুমি কি আজ নিকুম্ভিলা যজ্ঞপূর্ণ ক'রে পুনর্যুদ্ধ ক'র্‌বে?

মেঘনাদ। হাঁ প্রমীলা, আমি আজ যজ্ঞপূর্ণ ক'রে অগ্নিদেবের বরপ্রসাদে সম্পূর্ণরূপে শত্রুকুল নির্ম্মূল ক'র্ব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

প্রমীলা। আমি তোমার সঙ্গে যাবো।

মেঘনাদ। কোথা?

প্রমীলা। তুমি যেখানে যাবে।

মেঘনাদ। তুমি ত জান প্রমীলা, অগ্নিদেবের আজ্ঞা, যজ্ঞস্থলে আমি ব্যতীত দ্বিতীয় প্রাণী উপস্থিত থাক্‌লে যজ্ঞপূর্ণ হবে না।

প্রমীলা। তবে রণক্ষেত্রে নেবে বল? যজ্ঞে বিঘ্ন দোব কেন?

মেঘনাদ। তুমি চারিদণ্ডের পরে যেও, একত্রে যুদ্ধযাত্রা ক'র্ব।

রাবণ ও রক্ষবালককক্ষে মন্দোদরীর প্রবেশ।

রাবণ। বীরপুত্র বংশগৌরব আমার, আজ তোমার দেবচরিত্রের একটী ত্রুটী কল্পনা ক'রে আমি অতিশয় লজ্জিত হ'য়েছি।

মেঘনাদ। আমি তা বুঝেছি পিতা! আপনি মায়াসীতাকে প্রকৃতসীতা মনে ক'রে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন!

রাবণ। না, না বৎস, আর সে কথা উল্লেখ করো না! আমি অতিশয় অনুতপ্ত হয়েছি! তোমার সাধুচরিত্রে অন্যায় সন্দেহের কল্পনা করাও আমার পিতৃত্বের কলঙ্ক! তুমি আমার কুলোজ্জ্বলকারী প্রদীপ!

প্রমীলা। মা, মা, এ সুন্দর বালকটী কে?

মন্দোদরী। বালকটী পূর্ব্বে মাতৃহীন ছিল, সম্প্রতি গতযুদ্ধে পিতৃহীন হয়েছে। নিরাশ্রয়!

প্রমীলা। বালকটী তোমার কোলে কেন মা!

মন্দোদরী। বালকটীকে মহারাজ আশ্রয় দান ক'রেছেন, আমি তাঁর নিকট ভিক্ষা ক'রে পৌত্ররূপে গ্রহণ ক'রেছি! ধর মা বালকটীকে তোমার স্নেহের ক্রোড়ে গ্রহণ কর। বালকটী আজ হ'তে তোমার পুত্র! মা, নারীজীবনের তিনটী বন্ধন, তার মধ্যে তুমি পিতামাতার স্নেহবন্ধন ও দাম্পত্য বন্ধন এই দুটী বন্ধনে আবদ্ধ, আজ হ'তে এই বালক তৃতীয় বাৎসল্য বন্ধনে তোমায় বদ্ধ ক'র্‌বে। যাও বালক, মায়ের কোলে যাও।

রক্ষবালক। মা, মা—মা—

গীত।

আমি হারান মা ফিরে পেয়েছি।
এমন ক'রে ভুলে কি মা, আমি যে পথে পথে
মা মা ব'লে কত ডেকেছি।
বাবা রাঙা খেল্‌না দিত হাতে, নিয়ে কোলে ভুলাত মা দিন
সন্ধ্যারাতে, মন ক'র্‌ত হু হু আমার তোমার কাছে যেতে,
(ওগো মা, তুমিই আমার মা)
কেঁদে কেঁদে ঘুমাতাম মা, জেগে আবার কত কেঁদেছি।

মেঘনাদ। দাও পিতঃ, দাও গো জননি!
ধায় দিনমণি মধ্যাহ্ন গগনে,
আনন্দিত মনে দাও গো বিদায়!
যজ্ঞকাল উপস্থিত, যাবো যজ্ঞপূর্ণহেতু যজ্ঞাগারে।

াবণ। কি আর বলিব বৎস!
কর্ত্তব্যের মহাযজ্ঞে আমিও রে ব্রতী!
সে কর্ত্তব্য উচ্চনাদে কহে—
এস পুত্র বংশের দুলাল—রক্ষগৌরব-কেতন!
দেবহুতাশন পূর্ণবাঞ্ছা করুন তোমার। করি আশীর্ব্বাদ—
নিরাপদে দাও গিয়া যজ্ঞে পূর্ণাহুতি,
পরে অবমানিতধূলিলুণ্ঠিত পিতারে তোমার—
রণে বাজায়ে বিজয়-ভেরী,
গৌরব ভূষণে করিও ভূষিত তারে পিতৃ-অরি নাশি।

ন্দোদরী। বাছারে আমার!
জননীর স্নেহক্ষুদ্র প্রাণ অতি
সদা গতি তার সঙ্কীর্ণ পন্থায়—
দিবসে দেখায় তিমিররজনী—
তাই যাদুমণি, বহুক্ষত আকুল পরাণে—
কহি কর্ত্তব্যের অনুরোধে, এস বৎস, দীর্ঘজীবি হও,
ধর মাঙ্গলিক ফোঁটা—মাতৃদত্ত আশীর্ব্বাদ-হার।
যাও হেরে পুরীদ্বারে রহে মঙ্গল-কলস।

(মাঙ্গলিকহার প্রদান)

াণ। এস রাণি! বাছার মঙ্গলে করি—
শান্তি-স্বস্ত্যয়ন-দান-মহোৎসব,
মিলে দুয়ে দেবতার পাশে শুয়ে।

[মন্দোদরী সহ প্রস্থান।

মেঘনাদ। আসি চারুশীলে!

প্রমীলা। চারিদণ্ড পরে যাইতেছি—নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে,
আজি রণে সঙ্গিনী করিতে হ'বে!
ধর নাথ, উপহার—মমকরগ্রথিত ফুলের হার!

(ফুলহার প্রদান ও প্রণাম)

মেঘনাদ। পেয়েছিনু ব'লে হেন দুর্লভ-রতন,
তাই বেদনার বিদীর্ণ ধরায় আছি সবে উপেক্ষিয়া!

প্রমীলা। আবার—আবার কণ্টকের মাথে ফুটাও কুসুম!

মেঘনাদ। (সহাস্যে) আসি বিধুমুখি!

[প্রস্থান।

প্রমীলা। এস. অরবিন্দ-প্রাণ! চল সখি, আমায় আজ মা চণ্ডীর সজ্জায় সাজিয়ে দিবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(নিকুম্ভিলা যজ্ঞ-স্থল)

চক্ষুবদ্ধ যজ্ঞীয় দ্রব্য-ভারবাহী সহ রক্তমুখ, বজ্রদন্ত, লম্বকর্ণ ও আদিনাথ প্রভৃতি রক্ষগণের প্রবেশ।

রক্তমুখ। রাখ্ দ্রব্য যজ্ঞ ঠাঁই।

ভারবাহীগণ। চোখ বাঁধা, পথ ধাঁধা দেখিতে না পাই। ভারি মুস্কিল!

বজ্রদন্ত। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) এই, এই খানে, জনচিহ্ন
গাবে !

লম্বকর্ণ। এইখানে রাখ্, আস্তে আস্তে ন'রে যা।

রক্তমুখ। পুরীর বাইরে দিয়ে আস্তে হয়। তা নৈলে বাবে
কমন ক'রে ?

আদিনাথ। তাত ঠিক—তা নৈলে গুপ্তস্থান গুপ্ত থাকবে
কমন ক'রে ? হাঁ বাবা, এ নিকুম্ভিলাস্থান, কাকপক্ষীতে টের
াবে না ! চল্ চল্, তোদের বার ক'রে দিয়ে আসি। দেখিস্
টারা, গায়ে ত' চোখ বেঁধে আনিস্ না।

ভারবাহীগণ। ভারি-মুস্কিল, ভারি-মুস্কিল, মশায় আমার কি
ন্দ্র দেবতা যে গায়ে হাজার চোখ থাকবে।

আদিনাথ। আরে বেটারা, যা—যা—ঐ পথে যা, ইন্দির
টা আবার দেবতা !

[ভারবাহীগণের প্রস্থান।

রক্তমুখ। ঠিক ব'লেছেন মশায়, ও সব—ঐ বরুণ-যম-
র-ইন্দ্র-চন্দ্র ওরা সব দেবতার বেজি !

বজ্রদন্ত। হাঁ, দেবতা বটে কৈলাশের ঠাকুর—আমাদের
'র ঠাকুর—হরভোলা মহেশ্বর ভূতপতি শঙ্কর !

লম্বকর্ণ। আর একটা দেবতা—জলজ্যান্তদেবতা আছিলেন !
াদের রাজকুমার যাঁর উপাসনা করেন। তা নৈলে কি যাকে
ই দেবতা ব'ললেই হ'ল ! যারা আমাদের রাজার দোরে

মেসেড়া, মালী, পাখাওয়ালা, জলের ভারওয়ালা, সেই সব ভিখে ফকিরের দল বেটারা কিনা দেবতা হ'তে চায় !

আদিনাথ। ও সব অপদেবতা তারা, অপদেবতা ! যত বেটারা অপকর্ম্ম ক'র্‌বে, আর দেবতা ব'লে নাগে খেলা জানাবে। যাক্, এখন যজ্ঞদ্রব্য যথাস্থানে সজ্জিত করি আসুন ! রাজকুমারকে এখানে এসে যেন কিছু খুঁজে নিতে না হয়।

(যজ্ঞীয় দ্রব্য যথাস্থানে রক্ষা)

রক্তমুখ। (হাঁচি হওন) হাঁচো—হাঁচো হাঁচো—

আদিনাথ। এটা হচ্চে কেন ? পাঁজির লক্ষণে ও কারটা ত' ভাল হ'ল না মশায় !

রক্তমুখ। ওরে, ও যজ্ঞের বাধা নয়, যজ্ঞের বাধা নয়, দেবতাদের নিন্দে কর্‌ছিলাম কিনা। তাই বাধা পড়্‌ছে ! হাজার হোক ওরা অনেক দিন দেবতা থেকে পূজা খেয়েছে ত' ! আজ সব রাবণ রাজার গুঁতোর প'ড়ে দেবতাগিরি ছেড়ে সিং ভাঙা ভেড়ার মত লঙ্কার দ্বারে দ্বারে ঘুর্‌চে ! ভাব'লে ওরা দেবতা ত' ! যাক্ এখন ও সব নিন্দেবিন্দে ছেড়ে দিয়ে যজ্ঞের দ্বারে গিয়ে দাঁড়াই চল ! কি বল লম্বকর্ণ মশায়, এই কথাই ত' ?

আদিনাথ। কথাই এই বটে, আপনারা কুমারের আদেশ মত কাজ করুন গে। আমাকে আজ অন্তঃপুর রক্ষা ক'র্‌তে হবে ! খোকার জন্ত ঔষধ, মাসীর আড়ি ব্যাপার, বাবার হুকুম—এই সব ব্যাকুল !! স্ত্রীগণের ওজর—

(নেপথ্যে দুন্দুভিনিনাদ)

রক্তমুখ। চল, চল, ঘন ঘন তূর্য্যধ্বনি হ'চ্চে, কুমার যজ্ঞস্থলে আস্‌চেন!

[সকলের প্রস্থান।

রক্ষবালাবেশে ভগবতী ও মেঘনাদের প্রবেশ।

মেঘনাদ। বালিকা, তোমায় আমি বারম্বার নিষেধ ক'র্‌চি, তবু তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ ক'র্‌চ না কেন?

রক্ষবালিকা। তোমায় ভালবাসি ব'লে।

মেঘনাদ। তুমি আমায় ভালবাস কেন?

রক্ষবালিকা। তুমি সতীর পতি ব'লে।

মেঘনাদ। বেশ, তাহ'লে তুমিও আমার ভালবাসার পাত্রী। কিন্তু বালিকা, যজ্ঞস্থলে আমি ব্যতীত যে অন্যের উপস্থিতি বিধি-বিরুদ্ধ।

রক্ষবালিকা। আমি ত তোমার যজ্ঞস্থলে থাক্‌তে আসিনি, কেবল তোমায় একটা কথা ব'ল্‌তে এসেচি।

মেঘনাদ। কি ব'ল্‌বে বল?

রক্ষবালিকা। তুমি আর যজ্ঞ করো না।

মেঘনাদ। যজ্ঞ ক'র্‌ব না কেন? আজ এই যজ্ঞের উপর স্বর্ণ লঙ্কার ও রক্ষজাতির মান, সম্ভ্রম, গৌরব, অস্তিত্ব সর্ব্বস্বই নির্ভর ক'র্‌চে।

রক্ষবালিকা। বিপরীত বু'ঝেচ, আজ তোমার যজ্ঞের ফল অতি নিদারুণ অভিশাপময়, অতিভয়ঙ্কর! আর কিছুতেই তোমার যজ্ঞ পূর্ণ হবে না।

মেঘনাদ। যজ্ঞ পূর্ণ হবে না? যাও নির্ভীকা বালিকা, তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান থেকে আমার অকল্যাণ কামনা করো না, আমি যজ্ঞ-বিঘ্নকারীকে ক্ষমা ক'র্‌ব না, এখন ব'লচি যাও।

রক্ষবালিকা। তা যাই, কিন্তু যজ্ঞবিঘ্নকারী কে? আমি না তুমি?

মেঘনাদ। তুমি নয় আমি?

রক্ষবালিকা। নিশ্চয়ই তুমি! তুমি কেন, তা কি তুমি বুঝ্‌তে পার্‌চ না? তুমি যে তোমার অভীষ্টদেবতা অগ্নিদেবকে বেতনভোগী ভৃত্যের মত ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়ে নেবে, তাই বুঝি ভেবেচ? তাইত তিনি গত যজ্ঞের সময় তোমায় বলেছিলেন, এই আমার শেষ সাক্ষাৎ! আর ত তিনি তোমার যজ্ঞে আসবেন না, কাজেই তোমার যজ্ঞপূর্ণ হবে না। এখন দেখ, তুমিই তোমার যজ্ঞের বিঘ্নকারী কি না?

[প্রস্থান।

মেঘনাদ। কে মায়া-বালিকা, অভীষ্টদেব দের বিভাবসু যে আমার পুনর্যজ্ঞে আগমন ক'র্‌বেন না,এ নিভৃত রাজ্যের অশরীরী-বাণী বালিকা কিরূপে অবগত হ'ল। সত্য সত্যই কি ভগবান অগ্নিদেব আজ আমার যজ্ঞে আবির্ভূত হবেন না? সত্য সত্যই কি আজ তাঁর প্রসাদ-নির্ম্মাল্য আমার ভাগ্যে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হবে? না আমার আশঙ্কা ও বালিকার বাক্য সম্পূর্ণ অমূলক! তিনি আমার অভীষ্ট ভগবান আর আমি তাঁর প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ভক্ত। তিনি অন্তর্যামী, আমার মনের কোন উদ্দেশ্য ত তাঁর

াতরাজ্যে বিহার করে না! আমি ত কোন দিন স্বার্থের দাস
য় তাঁকে সাধনা করি নাই! চিরদিন পিতৃছন্দানুবর্ত্তী হ'য়ে
তারই বিজয়-সম্মান লাভের জন্য তাঁকে আরাধনা ক'রে থাকি!
ব কেন তিনি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হবেন?

নেপথ্যে রক্ষবালিকাবেশে ভগবতী—

গীত।

করো না করো না, আত্ম-প্রতারণা, মনের দেবতা সকলি জানে।
নীল মেঘজলে, বিদ্যুৎ লুকালে, অজ্ঞাত কি থাকে মেঘ-নয়ানে।

মেঘনাদ। কার কণ্ঠসঙ্গীত, সেই বালিকার! এ সর্ব্বদর্শিনী
তভামরী বালিকা কে? বালিকা, এ আমার আত্ম-প্রতারণা
পিতা স্বর্গ—পিতা ধর্ম্ম—সেই পিতার আজ্ঞা!

নেপথ্যে রক্ষবালিকাবেশে ভগবতী—

গীত

স্বর্গ ধর্ম্ম যদি জনক তোমার, তবে কেন যজ্ঞ অভীষ্ট পূজার,
পিতৃবরে সাধ অভীষ্ট তোমার, আত্মপ্রতারণা অপকর্ম্ম জানে।

মেঘনাদ। বালিকা, কেন তুমি আমার মস্তিষ্ক বিকৃত কর?
যাও, দূর হও, অগ্নিদেবই আমার অভীষ্টপুরুষ—হে অন্তর্য্যামি
বান অনলদেব! তুমি আমার হৃদয় দেখ্‌চ, পিতা আমার
্রাণের দেবতা, আর তুমি আমার ইহকাল-পরকাল উভয়
লের হিরণ্যগর্ভ পরমপুরুষ। তুমি প্রসন্ন হও, হে পরমদেবতা,
র আমার ইহকালের সম্পদ-সর্ব্বস্ব জনকের অধীন হ'য়েছে,

রক্ষা কর, ইষ্টদেব! রক্ষা কর। আজ যদি তুমি প্রসন্নচিত্তে আমার পূজাগ্রহণ না কর, তাহ'লে আমি তোমারই সম্মুখে তোমারই জলন্তশিখায় আমার জাগ্রতশক্তিকে আহুতি প্রদান ক'র্‌ব। পরাজয়ের কালিমাকলঙ্কিত জীবন ল'য়ে ভবিষ্যের সুখপ্রতীক্ষায় কখনই আর এ সংসারক্ষেত্রে বিচরণ ক'র্‌ব না। হে স্মরণীয় হে বরণীয়, হে গুরুদেব, আমার দত্ত পূজাগ্রহণ কর।

(হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করণ)

নমঃ বৈশ্বানর দেবায়,হে অগ্নে কৃপয়া প্রসীদ ইদং হবিঃ—
দেব দেব জগদ্বন্দ্য! বিশ্বতেজ স্বরূপিণে।
নমস্তুভ্যং মহাবীর্য্য! কৃশানো সম্প্রসীদমে॥

রক্ষবালিকাবেশে ভগবতীর প্রবেশ।

রক্ষবালিকাবেশে ভগবতী। (হস্ত হইতে শেষাহুতি গ্রহণপূর্ব্বক) আহুতি দিতে পাবে না। কার নিষেধ শুন্‌বে? তোমার ইষ্টদেববনিতা স্বাহাদেবীর? আমি তাঁর প্রেরিতা সঙ্গিনী, আমার নাম শক্তি! আমি সকলেরই শক্তি! তোমার ইষ্টদেব অনলেরও শক্তি, আর তোমার গুরুপত্নী স্বাহাদেবীরও শক্তি! সে শক্তি আমি,আমি বাধা দিলে কার সাধ্য তোমার আহুতি গ্রহণ করে? পরীক্ষা ক'র্‌ব? কৈ, আহুতি দাও দেখি! হা! হা!

প্রস্থান।

বিভীষণ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান, নল, নীল, গয় ও গবাক্ষসহ লক্ষ্মণের প্রবেশ।

বিভীষণ। লক্ষ্মণ, এই সেই হুতবহ-দুর্দ্দমনীয়-সোপানধারিণী

রাশিময়ী নিকুম্ভিলা যজ্ঞভূমি! ঐ সেই রুদ্রভূধরাগ্নি মায়াবী রাবণসুত মহাবীর মেঘনাদ! সকলে সতর্ক হও, সাবধান হও! ধৈর্যের শৈথিল্যে যেন এ: মহাসুযোগের অপহানি না হয়। ও হনুমান, যাও রুদ্রাবতার! যথেচ্ছাবিহারী মহাবীর তুমি, মাবীর প্রধান মায়াক্ষেত্র শূন্যপথ রুদ্ধ করগে যাও, নল, নীল, ঙ্গদাদি মহাবীরগণ, তোমরা জাগ্রত দুর্ভেদ্য পাষাণ স্তম্ভের মত রি দ্বার রক্ষা করগে। আমি এই যজ্ঞদ্বার রোধ ক'রে অচল শাদ্রিবৎ স্থির দণ্ডায়মান রৈলাম। লক্ষ্মণ! এই মহাশত্রু মার সম্মুখে! দ্বন্দ্বযুদ্ধে মায়াবীকে আহ্বান কর, কোন কার মায়া-প্রকাশের অবসর প্রদান করো না।

(হনুমানাদির যথাস্থানে গমন)

মেঘনাদ। কে, আমার পিতৃদ্রোহী পিতৃব্য! তুমি? আর মি কে রামানুজ বালক লক্ষ্মণ? কি উদ্দেশ্যে এই তস্করোচিত হু অভিযান। প্রকাশ্য সম্মুখ সংগ্রামে জয়ের আশা অসম্ভব নে কি আমার পিতৃব্যের স্বভাবসুলভ চির কটিকর এই ষ্ঠ পন্থা অবলম্বন করেচ?

লক্ষ্মণ। হে বীরশ্রেষ্ঠ! আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য—তুমি ভ্রধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে নিকৃষ্ট ভাবে গ্রহণ কর্‌চ কেন? মি ক্ষত্রিয় সন্তান, জগৎবিশ্রুত বীর রঘুকুলে আমার জন্ম বং আমি ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভ সত্যাবতার প্রভু রামচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা! মি আমার মর্য্যাদার গৌরবমুকুট সুমেরুর স্তূপে বিসর্জ্জন 'রে এভাবে এস্থানে আগমন করি নাই। আমার প্রধান

গুরু রামচন্দ্রের ইচ্ছা যে, তুমি আমাদের সমযোগী অকলঙ্ক মহাবীর ব'লে জগতে পরিচিত হও, মায়াযুদ্ধ তোমার বীরত্বের প্রধান কলঙ্ক। সেই কলঙ্কের কালিমা অর্জ্জনের পূর্ব্বেই তোমার মায়াযজ্ঞে বাধা দিবার জন্য আমরা এই যজ্ঞস্থলে এসে উপস্থিত হয়েচি। এস বীরবর, আর যজ্ঞপূর্ণের আবশ্যক নাই, আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রক্ষা কর, বীরত্বের কলঙ্কস্বরূপ আর মায়াযুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করো না।

মেঘনাদ। বালক, মায়াবল কি বীরত্বের গৌরব নয়? এ বল কি সহজ সাধ্য? যে কোন ব্যক্তি কি ইচ্ছামাত্রেই এই শক্তিতে শক্তিমান হ'তে পারে?

লক্ষ্মণ। বীর! বীর কখন এ শক্তির আরাধনা করে না। মায়া-ছলনা দুর্ব্বলেরই অবলম্বন! জগজ্জয়ী লঙ্কেশ্বরের ইন্দ্রজয়ী পুত্র ইন্দ্রজিতের এই মায়াযুদ্ধ বীর-সমাজের আদর-কণ্ঠহার নয়। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ রাজপুত্র, পুরাণ দেখ, ইতিহাস, কিম্বদন্তী দেখ, উপন্যাস দেখ, কোন্ কালে কোন্ বীর কোন্ যুদ্ধে মাত্র মায়াবলে চির জয়ের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে পেরেচে!

মেঘনাদ। স্বীকার করি, মায়াযুদ্ধ বীরসমাজে নিন্দনীয়, কিন্তু নিরস্ত্র অপ্রস্তুত যোদ্ধাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করা কোন্ বীরের কোন্ যুদ্ধনীতির কোন্ যুক্তির অনুমোদিত?

লক্ষ্মণ। নিরস্ত্র কেন অস্ত্র গ্রহণ কর, অপ্রস্তুত কেন, প্রস্তুত হও, সম্পূর্ণ অবসর দান কর্‌চি। আমি ভীরু দস্যু নই, আজ আমি তোমার সমযোগী যোদ্ধা ব'লে গৌরব লাভ ক'র্‌তে এসেছি।

]বেশী ঘাতুকের ন্যায়, ন্যায়বিরোধী গুপ্তহত্যা ক'রে অতুলনীয় রত্ন-রত্ন হারাতে আসি নাই। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা কখন ১ দূর নীচ ঘৃণ্য হ'তে পারে না।

মেঘনাদ। (বিভীষণের নিকট গমন পূর্ব্বক) পিতৃব্য! পথ ১, আমি অস্ত্রাগারে যাবো, আমাকে অস্ত্রসজ্জায় প্রস্তুত ার জন্য কিঞ্চিৎ অবসর দান কর্।

বিভীষণ। সে জন্য তোমার অস্ত্রাগারে যেতে হবে কেন? দেখ কুমার; তোমারই জন্য লক্ষ্মণের বীরদেহে প্রত্যেক অস্ত্র ন সংখ্যায় সংরক্ষিত। দাও লক্ষ্মণ! কুমার ইন্দ্রজিৎকে তার র্বাচিত অস্ত্রে সহস্তে সজ্জিত করে দাও।

লক্ষ্মণ। এস বীরেন্দ্র! তোমার ইচ্ছানুমোদিত অস্ত্রসজ্জায় ত ক'রে আমি আনন্দ লাভ করি। তুমি নির্দ্দেশ কর, মার কোন্ কোন্ অস্ত্রগুলি মনোমত?

মেঘনাদ। রে বঞ্চক লক্ষ্মণ, একি তোদের কূটপ্রতারণাময়ী া নয়? আমি আমার নিজ অস্ত্রে বঞ্চিত হ'য়ে পরপ্রসাদলব্ধ ় যুদ্ধ ক'র্‌ব!

লক্ষ্মণ। কেন, কিসে?

বিভীষণ। ক্ষতি কি, তাতে আর বীরমর্য্যাদা নষ্ট হয় না, র. তুমি তোমার মনোমত অস্ত্র গ্রহণ ক'র্‌তে পার।

মেঘনাদ। উঃ এতক্ষণে বুঝ্‌লাম পিতৃব্য, এ কৌশল তোমার! দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী পিক! তুই কোন্ সুখের আশায় বিভীষিকার লুব্ধ হ'য়ে স্বজনের নিধনে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'র্‌চিস্?

বিভীষণ। বৎস! তুমি আমায় বৃথা অনুযোগে অনুযুক্ত ক'রচ! আমি ইচ্ছায় এই স্বর্ণলঙ্কার একটী ক্ষুদ্র তৃণকেও অযত্নের চক্ষে ত্যাগ ক'রে আসি নি, এর এক একটী ক্ষুদ্র কীটও আমার পুত্রাদপি প্রিয়তর! আমি পদাঘাতে মর্দ্দিত, আহত তাড়িত, দূরীকৃত ও লাঞ্ছিত হ'য়ে আশ্রয়ের জন্যই শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত হ'য়েচি। তাকি তুমি জান না! আমি যে লঙ্কাত্যাগ ক'র্‌ব না ব'লেই তোমার পিতার পদ-ধারণ ক'রেছিলাম, একটী মাত্র সাধুসম্মত অনুরোধ রক্ষার জন্য অশ্রুজলে তাঁর ধর্ম্ম-দলনকারী পদধৌত ক'রেছিলাম। তিনি অন্ততঃ অনুজসহোদরের স্নেহে বাধ্য হ'য়ে একটী মিষ্ট কথা ব'লেও যে আমাকে নিরস্ত ক'র্‌তে চাইলেন না। বরং আমার হিতকর বাক্যে ক্রোধান্ধ হ'য়ে আমাকে এই বিশাল লঙ্কাপুরীর সূচ্যগ্রস্থানেও আশ্রয় দিলেন না! এমন কি ক্ষণমাত্র লঙ্কায় অবস্থান ক'র্‌লে আমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হবে ব'লে স্নেহ-বিরুদ্ধ কঠোর আজ্ঞাদান ক'রেছিলেন। সুতরাং আমি প্রাণ ভয়ে ভীত ও মরুপতিত ছায়াহীন পথিকের মত নিরুপায় হ'য়ে আশ্রয়ান্তর গ্রহণ ক'রেছিলাম।

মেঘনাদ। তার প্রতিহিংসায় রক্ষবংশ ধ্বংস ক'র্‌বার পন্থা নির্দ্দেশ! এই কি তোমার বিবেক-বিচার না ধর্ম্মবৃত্তি? তোমার অগ্রজ ক্রোধান্ধ হ'য়ে শত পদাঘাত ক'র্‌লেও তাঁকে সৎপথাবলম্বী করা কি তোমার কর্ত্তব্য ছিল না? এক পদাঘাতের প্রতিহিংসায় প্রাপ্তি এবং নিঃ—লঙ্ক সাধ বংশধরের উষ্ণ রুধির! এই কি তোমার ন্যায় ধর্ম্মে উপদেশ! ধিক্ তোমার ধর্ম্মে, আর শত ধিক্ তোমার বিবেকে

বিভীষণ। বৎস! ভ্রান্ত ধারণায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে অকারণ গুরুজনে
তি অযথা রূঢ়বাক্য প্রয়োগ ক'রে সত্যপথে স্খলিতপদ হ'ওনা
র্ত্তমান রক্ষবংশমেধযজ্ঞের হোতা স্বয়ং তোমার পিতা, আমি নই
ৎস! আমার লঙ্কাত্যাগের বহু পূর্ব্বেই তোমার পিতা যে দিন
প প্রবৃত্তির বশীভূত হ'য়ে শক্তিরূপা মহাসতীর পবিত্র শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ
'রেছিলেন, সেই দিন—সেই দিন তিনি স্বহস্তে এই পাপ যজ্ঞের
ষ্ঠান ক'রেছিলেন! আজ তাঁর সেই যজ্ঞপূর্ণ হ'তে ব'সেচে!

মেঘনাদ। যজ্ঞপূর্ণ হয় হোক; তাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই,
তু বল দেখি ধার্ম্মিক, এই সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ কে?
মি বল্‌চি তুমি! আমার পিতার পাপপুণ্যের বিচারে আমি
ক্ষম, আর এও নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, তোমার ন্যায় ধর্
র্ম্মিকেরও সে বিচারে অধিকার নাই। যদি তোমার ন্যায় গৃহ-
ক্রর বিশেষ সাহায্য না পেতো, তাহালে শত রামলক্ষ্মণের এমন
ধ্য ছিল না যে, লঙ্কার একটী পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর কেশাগ্র স্পর্শ
রতে পারে।

লক্ষ্মণ। মেঘনাদ! গার্হস্থ্য তর্কের বিরোধ ত্যাগ কর। আমি
হ্বান ক'র্‌চি, প্রস্তুত হ'য়ে তোমার বীরত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ। তুমি
ব করো না যে, আমি আজ সংকল্পচ্যুত হ'য়ে বিনা যুদ্ধে শিবিরে
ত্যাবৃত্ত হবো।

মেঘনাদ। বালক, আত্মমর্য্যাদা প্রকাশের স্থল; উপযুক্ত
। নির্দ্ধারণ ক'রে এসেচ! রে চপল! এই [illegible]

তোর ন্যায় শিশুহত্যার কোন অস্ত্রের আবশ্যক করে না। এই বার দুরভিসন্ধির প্রতিফল ভোগ কর্।

(কোষা প্রহার ও লক্ষ্মণ কর্তৃক ধারণ)

লক্ষ্মণ। রে মৃত্যুকামী রাক্ষস! চাপল্য দূর কর্, আমি অস্ত্র দান ক'র্‌চি, মিথ্যা ছলচেষ্টায় আত্মরক্ষার সুযোগ ত্যাগ ক'রিস্ না। (অস্ত্রদান)

মেঘনাদ। (অস্ত্রগ্রহণ ও সহসা পশ্চাৎ হইতে লক্ষ্মণকে আক্রমণ)।

বিভীষণ। অন্যায় অন্যায় রণ,

হে বীর লক্ষ্মণ, হও আত্ম সাবধান!

লক্ষ্মণ। (অস্ত্রে বাধা দিয়া) ক্ষুধিত মার্জ্জার!

নাহি আর মার্জ্জনা রে তোর!

গোপনে পশ্চাৎ হ'তে করি আক্রমণ,

অরাতি নিধন নহে বীরধর্ম্ম কভু! (অস্ত্রাঘাত)

মেঘনাদ। রাখ তোর বীরধর্ম্ম প্রতারক চোর!

এই বার দীপ্ত প্রতিহিংসা তৃষা তার

মিটাবে রাবণী। রক্তে রক্তে রক্ত-তরঙ্গিণী—

বহাব সমরে—করিব শ্মশান নৃত্য,

সে রক্ত সাগরে দিব সন্তরণ তাহে পিশাচ-পিশাচী সহ।

আয় আয় নর-বিষধর—

(উভয়ের যুদ্ধ ও মেঘনাদের বেগে প্রস্থান,

লক্ষ্মণ পশ্চাৎ গমনোদ্যত)

ভীষণ। ক্ষান্ত হও, যেও না লক্ষ্মণ!
রুদ্ধ হিংসান্তরে ক্ষুদ্রপাপী লুকাল, অন্তরে!
ধৈর্য্য ধর, ক্ষণেক প্রতীক্ষা কর!
শূন্যপথ রহে আগুলিয়া হনুমান পবন-কুমার;
পালাবার না আছে উপায়,
থানা দেয় যজ্ঞগুপ্তদ্বারে যক্ষবীর যত।
এ নিশ্চিত, ক্ষণপরে হবে দুরাচারে—
করিবারে আত্ম-সমর্পণ!
দৃপ্ত সিংহ হবে বদ্ধ আপন আনায়।
হয় নয় হের বীর, ঘুচাও সংশয়,
অই আসে হনুমন্ত ধনুক্ষিপ্ত শরবেগে—
জ্বলন্ত উল্কা যেন!

যুদ্ধ করিতে করিতে হনুমান ও মেঘনাদের প্রবেশ।

ান। রে মায়াবি! কোথায় পালাবি—
প'ড়েছিস্ গরুড়-নয়নে ক্রূর-ভুজঙ্গম!
রে অধম! দুরাকাঙ্ক্ষা দেয়ে পরিহার—
ইচ্ছা বিধাতার নিয়তি-বন্ধন বড়ই ভীষণ
বড় গর্ব্ব ছিল রে বর্ব্বর, চিরদিন রহিবি অমর!

তার এবে কার দ্বারে উপস্থিত ?
মৃত্যুছায় সংসারের শেষ-যবনিকা নয় কিনা দেখ্ !
দেখ্ তাহে দ্বারী কিনা আজ আপনি শমন !

মেঘনাদ। আরে পশু, পশুবুদ্ধি বুঝিবে কি আর !
চিরদিন এ গর্ব্বিত হৃদয় আমার,
"মৃত্যু" বলে বাণী'—নাহি জানে।
অগ্রসর হ' রে দুরাচার, এই তরবার
আমূল প'শিবে বক্ষে তোর—
নিজমৃত্যু এবে চিন্তা কর মনে !

হনুমান। অজ্ঞাত তুইরে অন্ধ গর্ব্বিত রাক্ষস !
মম ভাগ্যলিপি কিবা মরণ সংবাদে।
মাতা আশীর্ব্বাদ করি মোরে দিল বর,
রবি অনন্ত:অমর!অনাদি অনন্ত যুগ
অমনি কৃতান্ত সতীবাক্য অমর রাখিতে,
হাসি হাসিতে তথাস্তু কহিল !
গেল সেই হ'তে মৃত্যুরেখা মম ভাগ্য হ'তে,
নিজলিপি মুছে নিল বিধি !
মৃত্যুমুক্ত আমি তাই মৃত্যুর দাস,
না আছে আমার মৃত্যু—
দাসি আমি মৃত্যুবিধি দুরাচারী জীবে।

মেঘনাদ। জানিরে পামর, তোর যত পরাক্রম,
নিশাকালে নাচাবে, গিরে রসাতল পুরে—

মহীরাবণের ঘরে চামুণ্ডামন্দিরে
প্রবেশি গোপনে গুপ্তহত্যা করিলি সাধন !

হনুমান। স্থির হরে রক্ষাধম ! বাচালতা প্রভৃতির কণ্টক !
চোর যোদ্ধা তুই যথা,
ভেমতিরে তোর ভ্রাতা চুরি করে শ্রীরাম-লক্ষ্মণে—
গুপ্তস্থানে হত্যার কারণে. তার প্রতিদণ্ড দানে
বধেছিনু সে পশুরে,
পশুভাবে দেবী মাতা চামুণ্ডার কাছে !
আরে পশু, তুই কি বুঝিবি সে সংগ্রাম !
বরং শ্রেয় বলি মান, সেই পশু-বলিদানে
পশুজন্ম তার হয়েছে উদ্ধার, গেছে পশু স্বর্গধামে।

লক্ষ্মণ। হনুমান, ভত্ত্বকথা কেন রাক্ষসের সহ ?
যাও যাও নিজকর্ম্মস্থানে।

[হনুমানের প্রস্থান

বীর, কি ভাবিছ মনে মনে, উচ্ছৃঙ্খল রণে
কেন উপহাস করিছ অর্জ্জন,
ধর প্রহরণ, কর রণ যথা ইচ্ছা তব।

মেঘনাদ। রে বালক, কালের প্রশ্রয়ে পাইয়ে প্রশ্রয়—
প্রবীণ সাজিয়া বেশ, বেশ দিস্ উপদেশ !
এখন মজাবে মরি তোরে !
অগ্রজ মরে মরে যবে, তখনি মজাবে ভেক-পরিহাস !

চিরনীতি ইহা! বেশ, ধর্ প্রহরণ!
কত রণ শিক্ষা আছে দেখি রে সৌমিত্রী তোর।
(অস্ত্র হননোদ্যত ও অন্তর্ধান)

লক্ষ্মণ। আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য, সখা বিভীষণ!
পলায়ন করিল বা ক্রুদ্ধ সিংহ আপন-গুহায়।

বিভীষণ। গেছে যজ্ঞাগারে!
হায়রে মায়াবি, আমি বর্ত্তমানে রাক্ষসের মায়া,
কায়ারূপে নাহি বিচরিবে কভু!

নেপথ্যে বানরগণ। জয় রাম, জয় রাম, জয় শ্রীরাম।

বিভীষণ। অই শোন, মায়াবীর রণে জয়লাভ করি,
বৃক্ষ-অরি রক্ষগণে করিছ উল্লাসধ্বনি!
ওই আসে তারা!

বানরগণসহ যুদ্ধ করিতে করিতে মেঘনাদের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ক্ষান্ত হও বীরগণ! বীর-নীতির গণ্ডী অতিক্রম ক'রো না। একজনকে সমবেত আক্রমণ বীরনীতি-বিরুদ্ধ। কেন বীর, কেন তুমি শিশুর ন্যায় অযথা শক্তি ক্ষয় ক'রচ। যাও বীর-গণ, স্বস্থান রক্ষা কর গে।

বানরগণের প্রস্থান।

মেঘনাদ। যদি তুমি এত বীরনীতি জান, তা হ'লে তুমি গুপ্ত ভাবে চোরের ন্যায় অলক্ষিতে যজ্ঞাগারে প্রবেশ ক'রেচ কেন?

লক্ষ্মণ। রাজকুমার, আমার সমুদায় বক্তব্য তোমার নিকট প্রকাশ ক'রেছি, এখন তুমি কি চাও ?

মেঘনাদ। ভিক্ষা, শত্রুর নিকট ভিক্ষা ?

লক্ষ্মণ। বেশ, তুমি নিজে ভিক্ষা গ্রহণ না কর, আমাদের ভিক্ষা দান কর ! আমরা তোমার পিতার নিকট বা তোমার ন্যায় বীরের নিকট ভিক্ষা ক'র্‌তে কুণ্ঠিত নই, ভিক্ষা দিবে কি ?

মেঘনাদ। বেশ, বল, কি ভিক্ষা চাও ?

লক্ষ্মণ। আমার ভিক্ষার প্রার্থিত বিষয় কি শোন, পূর্ব্বেও আমার অগ্রজ প্রভু শ্রীরামচন্দ্র একদিন তোমার পিতার নিকট জ্ঞাপন ক'রেছিলেন, তিনি অবজ্ঞা ক'রে প্রত্যাখ্যান করেন। আজ সেই প্রত্যাখ্যাত বিষয় তুমি পিতার যোগ্যপুত্র ব'লে তোমার নিকট পুনরাবৃত্তি ক'র্‌চি। আচ্ছা, বল দেখি রাজকুমার, বর্ত্তমান যুদ্ধের মৌলিক ভিত্তি কি ? রাজ্যবৃদ্ধি ? দিক্‌বিজয় ? আততায়ী দমন না আত্মরক্ষা ? এর মধ্যে কোন্‌টা ! তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার ক'র্‌তে বাধ্য যে, এর মধ্যে কোনটীও নয় ! তবে কিনা একটী অবলা সতী রমণীর বিশ্ববন্দনীয় সতীত্বগৌরব খর্ব্ব করা। তারি নিমিত্ত বিরাট আয়োজন এই বিপুল কুলধ্বংস ! এখন জয়পরাজয়ের পরিণাম চিন্তা কর। যদি আমরা জয়ী হই, তা হ'লে এই নিষ্ফল কুলধ্বংসই সার হ'য়ে সতীর গৌরব বর্দ্ধিত হবে, আর যদি তোমরাই বিজয়লাভ কর, তা হ'লে তার পরিণামে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সতীর সতীত্বে হস্তার্পণ ক'র্‌তে গেলেই সতীগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে সতী জীবন দান ক'র্‌বে, তখন তোমাদের বংশবিনিময়লব্ধ

বিজয়ের স্মৃতি সেই সতীর চিতাভস্মের মুষ্টি মাত্র। তাই বলি রাজপুত্র, আমাদের সেই সতীকে আমাদিগে ভিক্ষা দাও।

মেঘনাদ। ক্ষুদ্র নর, তোদের আত্মসম্মানবোধ এইরূপই বটে? সতীকে প্রত্যর্পণ কর্‌তে হবে? কিরূপে হবে? দন্তে তৃণ ক'রে? গললগ্নীকৃতবাসে! কৃতাঞ্জলিপুটে? সীতা-শিবিকা স্কন্ধে ক'রে? হো হো হো, বেশ, আয় পাপিষ্ঠ তোকে তোর প্রাণ ভিক্ষা দান করি। (লক্ষ্মণকে আক্রমণ ও ঘোর যুদ্ধ।)

লক্ষ্মণ। আসন্নমৃত্যু রোগীর সকল ঔষধই নিষ্ফল!

মেঘনাদ। (অস্ত্রত্যাগ, চিন্তা ও বিভীষণের নিকট গমন পূজনীয় পিতৃব্য! অপরাধ মার্জ্জনা কর! রাবণের পুত্র ব'লে নয়, তোমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র ব'লে স্নেহবশে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর! এ জগতে কখন কারো নিকটে নতমস্তকে যে প্রার্থনা করেনি, আজ তোমার নিকট সেই প্রার্থনা ক'র্‌চি। পদধারণ ক'রে শেষ প্রার্থনা ক'র্‌চি! যদিও তুমি রক্ষকুলের বিপক্ষ, তা হ'লে এখনও তোমার শরীরে রক্ষরক্ত সম্পূর্ণভাবে প্রবাহিত হচ্চে, তোমার জীবনে সেই রক্ষকুলের একটীমাত্র শেষ উপকার কর। আমায় একবার অস্ত্রাগারে যেতে দাও। দাও! দাও, দাও পুল্লতাতঃ দাও, একবার যেতে দাও! না হ'লে চক্ষের সম্মুখে রক্ষকুলের একমাত্র বংশধর তোমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রের শোচনীয় মৃত্যু দর্শন ক'র্‌তে হবে।

বিভীষণ। তাতে কি হবে বৎস! আমি শোকাতুর হবো মনে করেছ? হাঁরে অন্ধবুদ্ধি, শোক ব'লে কোন অবসাদকর বিষয় কি

বিভীষণের হৃদয়ে কখন দেখেচ! না প্রিয়বিরহ-জনিত মর্ম্মদাহিনী যন্ত্রণার বিকৃতভঙ্গী বিভীষণের অঙ্গে কখন দর্শন কচ্চো? তা হ'লে কি প্রাণের প্রাণ স্নেহের পুত্তলি একমাত্র পুত্র ভক্তিপ্রাণ তরণীর মৃত্যুর উপায় বিপক্ষ শত্রুকে উপদেশ দিয়ে নিশ্চল পাষাণের মত তারি সম্মুখে উপস্থিত থেকে তার ছিন্নমুণ্ড এই দুই শুষ্কচক্ষে দর্শন ক'রতে পারি? বৎস! কি দুঃখের বিষয়, তুমি আমার বংশধর ভ্রাতুষ্পুত্র হ'য়ে তোমার পিতৃব্যকে চিনতে পার নি? আমি নির্ব্বি কারে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু হয়েচি, কিন্তু মিত্রের গুপ্তমিত্র হ'য়ে এ জগতে বিশ্বাসঘাতক ব'লে পরিচিত হ'তে পারবো না। আমি অনুমতি ক'রচি, তুমি সম্মুখযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত ক'রে স্বচ্ছন্দে বধ কর, তা হ'লে সহজেই তোমার পথ মুক্ত হবে।

মেঘনাদ। এততেও না, এত রোদনেও পাষাণ তুমি! তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হ'ল না? মরুভূমি! তুমি এত শুষ্ক? তবে তোমার বাসনাই পূর্ণ হোক্! তুমিই লঙ্কারাজ্যের লঙ্কেশ্বর হও! এস বালক, এমন সুযোগ আর পাবে না! জগতে মহাবীর ব'লে পরিচিত হবার এমন সুযোগ আর পাবে না! এস।

(উভয়ের ঘোর যুদ্ধ ও মেঘনাদের পতন।)

বিভীষণ। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম!

হনুমানসহ বানরবীরগণের প্রবেশ।

বানরবীরগণ। জয় রাম, জয় রাম, জয় শ্রীরাম!

বিভীষণ। বীরবর! বড়ই শ্রান্ত হ'য়েচ! কিন্তু আজ সীতা-

উদ্ধার-পথ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক হ'ল। সখে! তুমি আমাদের স্কন্ধে দেহভার রক্ষা ক'রে শিবিরে ধীরে ধীরে চল। বিলম্বে বিপদের সম্ভাবনা।

সকলে। জয় রাম, জয় রাম, জয় শ্রীরাম।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। প্রমীলা, সহচরীগণ ও রক্ষবালিকাবেশে ভগবতী।

গীত।

সহচরীগণ। কেন শূন্য আকাশে বিষাদে বিবশে গাহিছে কে করুণগান।

রক্ষবালিকাবেশে ভগবতী। ওগো, এ একটি তাপীর শেষ অনুতাপ

বিষাদ-রাগের উদাস-তান।

প্রমীলা। ওগো, এ গানের স্বর, আমারি পাখীর, আমাকেই ডেকে গায়,

কই পাখি! কই পাখি! অই পাখী ডাকিছে আমায়,

রক্ষবালিকাবেশে ভগবতী। আমি সতি, অতি গো আঁধার রাত,

ধর ধর মাগো, ধরগো আমার হাত,

প্রমীলা। ভয় কি মা; শুনে গান, পাখী পিঞ্জর ছাড়িয়া, গিয়াছে উড়িয়া,

অনন্তে জুড়াতে প্রাণ,

সকলে। হায় হায় সখি, এত ছিল কপালে কি, কি পাপের এই প্রতিদান।

প্রমীলা। সখিরে! অই দেখ, ঐ চেয়ে দেখ, আমি যে ভা[illegible] অমঙ্গলের ছায়া দেখেছিলাম, সে ছায়া ছায়া নয়, সত্য; কঠো[illegible] সত্য, সেই সত্য প্রত্যক্ষ দর্শন কর। সরে দাঁড়া, আমিও এক[illegible] বার নয়নভরে দর্শন করি। বীরবর প্রিয়তম স্বামিন্! আ[illegible]

এসেছি! চারিদণ্ড অতীত হ'তেই আমি এসেছি, তুমি আজ সত্য সত্যই যুদ্ধে জয়লাভ ক'রেচ! জয়ের পুরস্কার স্বরূপ তুমি সত্য সত্যই একটী রাজ্যলাভ ক'রেচ! চল, সেই রাজ্যে গিয়ে উভয়ে অজাত-শত্রু রাজরাণী হইগে! সেখানে লালসার বহ্নিশিখা নাই, ঈর্ষার বিষময়ী ক্রীড়া নাই, বিদ্বেষের গুপ্ত অস্ত্রফলা নাই, আশঙ্কার চকিত সঙ্কোচ নাই, সে অনন্ত সৌন্দর্যভরা সুশীতল অক্ষয় শান্তিময় রাজ্য! যাও সখি! আমার পরমারাধ্য শ্বশ্রূ-শ্বশুরের চরণে অসংখ্য প্রণাম জানিয়ে আমাদের শেষ বিজয় বার্ত্তা জ্ঞাপন করগে।

(পার্শ্বে উপবেশন।)

গীত।

মরি মরি এ সাজে সেজেচ' বেশ।
এ সুন্দর সাজ, পরি বীররাজ, যেতে হয় জানি অমর দেশ॥
(বেশ, বেশ, বেশ)
একা কেন যাবে, তথা কে সেবিবে, সেবার সঙ্গিনী বিনা,
স্রোতের কুসুম, স্রোতে না মিশায়ে কোথা রয় হ'য়ে দীনা,
তাই বলি নাথ, পুরাও বাসনা, প্রদানি করুণালেশ।
(আমার) জীবনের গান, চরণে তোমার, যতনে করিব শেষ॥

(শয়ন ও মৃত্যু)

১ম সখী। স'খ, ক'রলে কি! ক'রলে কি! কি হ'ল, কি হ'ল! যা, যা মন্দিরাক্ষি! শীঘ্র রাজা রাণীকে সংবাদ দেগে!

[২য় সখীর প্রস্থান।

১ম সখী। সখি, সত্যই আমাদিগে ত্যাগ ক'র্‌লে?

(দেহ পরীক্ষা)

তাইত এ যে শ্বাস-প্রশ্বাস নাই! স্পন্দন নাই। সর্ব্বগাত্র শীতল!

রক্ষবালিকাবেশে ভগবতী। হেমনলিনি! ইচ্ছামৃত্যু সতি! তোমার সতীত্ব সরস্বতীর অন্তর্ব্বাহিনী স্রোতধারা! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি আমার চিরসঙ্গিনী হ'য়ে চিরদিন সতীলোকে বিরাজ কর।

[প্রস্থান।

প্রেমমঙ্গলের প্রবেশ।

প্রেমমঙ্গল। এইবার পেয়েচি, এইবার পেয়েচি! ভগবন্! এইবার তোমার শ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তু পেয়েচি। এই আত্মত্যাগিনী পতির অনুমৃতা সতীর সীমন্তের সিন্দূর ত্রিলোকদুর্লভ বস্তু! এই বস্তুই গ্রহণ করি। মা সতী দেবি, তোমার পূত দেহ স্পর্শ ক'র্‌চি, পুত্রের অপরাধ মার্জ্জনা কর। (সিন্দূর গ্রহণ) কে আসে ঐ, পুত্রশোক-সন্তপ্ত লঙ্কেশ্বর রাবণ! দেখি, ত্রিলোকবিজয়ী রাবণের বর্ত্তমান অবস্থা। (দূরে অবস্থান)

মন্দোদরী ও রাবণের প্রবেশ।

রাবণ। মন্দোদরি, সতি, স্বামী-আজ্ঞা পালন কর। রোদন ক'রনা; কোন রোদনের এমন শক্তি নাই যে, এই সপ্ততালভেদী মহাশোকের গুরুত্ব অপনোদন ক'র্‌তে পারে! তাই বলি, আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ কর! অহো! বিশ্বজয়ী

রাবণের হৃদয় - বিন্ধ্যাগিরির মত দুর্ভেদ্য অটল পাষাণ হৃদয়—চঞ্চল হয়ো না! রুদ্ধঅশ্রু! পতিত হয়ো না, শুষ্ক হও। অন্তর্নিরুদ্ধ ধূমরাশি বহির্গত হও না, ভাষার গৈরিকস্রাব উদ্গীরণ ক'রো না। হে জগদ্বাসি ভাবগ্রাহী জীবগণ! বল, তোমরাই বল, আমি কর্ত্তব্য পালন ক'রতে পেরেচি কি না? আমার আত্মসম্মান-বেদিকাবিরাজিত কর্ত্তব্য-বিগ্রহের সম্মুখে এই বলিদান যথাযোগ্য হয়েচে কি না? হে কঠোর কর্ত্তব্যরূপী-বিগ্রহ! যদি তুমি চক্ষুষ্মান্ হও, তাহ'লে এই দুটী পারিজাতপদ্মিনীনিন্দি যুগলমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত কর! যদি তুমি হৃদয়বান হও, তাহ'লে এই দুটী কৈলাসের দেবদেবীর মহত্ত্বগৌরব বিচার কর, আর বিচার ক'রে বল যে, দুর্দ্দান্ত রাবণের মত তোমার মহাভক্ত আর কে আছে? আমি তোমারই তৃপ্তির জন্য আমার মান-অভিমান-গর্ব্ব-অহঙ্কার—সম্পদ-ঐশ্বর্য্য - পুত্র-পৌত্র—জ্ঞাতি-বান্ধব সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করেচি। বল দেবতা, এতে তুমি তৃপ্তিলাভ ক'রেচ কি না? যদি না ক'রে থাক, বল, আমি প্রস্তুত আছি। আমি তোমার তৃপ্তির সাধনের জন্য আত্মদান কর্‌তে প্রস্তুত আছি।

মন্দোদরী। স্বামিন্! রাজা, বুঝি পার্‌লাম না, তোমার আজ্ঞা পালন কর্‌তে বুঝি পার্‌লাম না! বুক ফেটে গেল, বুক ফেটে গেল! রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির তরল ধাতুস্রাব আর রুদ্ধ কর্‌তে পারচি না। হা পুত্র! আমার তপ্ত হৃদয়ের সুশীতল সুধাধারা, আমার হতাশ সন্ধ্যাগগনের ধ্রুবতারা, আমার শোকান্ধ নয়নের উজ্জ্বল তারা, কোথায় তুমি? আজ কোথায় তুমি মাতৃবৎসল পুত্র আমার

আজ মাতৃপ্রাণে এই বিরহ মহাচিতার আকাশস্পর্শিনী বহ্নিশিখা বিস্তার ক'রে কোথায় গেলে তুমি ? আজ তুমি কোন্ সান্ত্বনা দিয়ে তোমার শোকোন্মাদিনী মায়ের প্রাণ শান্ত ক'র্‌লে বাবা! মা স্নেহের প্রতিমা কুললক্ষ্মী আমার! পতির অনুগমন ক'রে সতীধর্ম্ম রক্ষা ক'রেচ, কিন্তু মায়ের প্রাণে যে কি ভীষণ বজ্রাঘাত দান ক'র্‌লে,তাকি একবারও ভাব্‌লে না ? মা কুলদেবীচামুণ্ডে! এত-দিন বুকের রক্তে যে নিত্য পূজা ক'র্‌লাম, আজ কি মা, তার এই প্রতিদান। পাষাণি! সর্ব্বনাশিনি! বংশরক্ত খেয়ে তবু কি তোর রক্ত-পিপাসা মিটিনি! এই দুটী কুসুমহৃদয়ের রক্তমধু পান ক'র্‌-বার জন্যই প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছিলি ? সর্ব্বনাশিনি! আজ তৃপ্ত হ'য়ে দিস্ ত! না—না—না—তুই এখন তৃপ্ত হোস্ নি! এখনও তোর লোলরসনা মন্দোদরীর হৃদ্‌পিণ্ডের রুধির পানের জন্য লক্ লক্ ক'র্‌চে। দাঁড়া সর্ব্বনাশি! মন্দোদরী দানবকন্যা! আজ সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা, শোকোন্মাদিনী। আজ আমি তোর প্রতিমা মস্তকে ধারণ ক'রে অতল সিন্ধুতলে আত্ম বিসর্জ্জন ক'র্‌ব! দাঁড়াও—এই আমি যাচ্ছি।

[বেগে প্রস্থান।

রাবণ। কে আছ, উন্মাদিনীকে রক্ষা কর! এস,কর্ত্তব্যদেব! এই উৎসর্গ ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে আমার অবশিষ্ট মহানৈবেদ্য গ্রহণ কর। কে আছ ?

রক্তমুখের প্রবেশ।

রক্তমুখ! একখানি মণিমাণিক্য-খচিত সুবর্ণময় শবাধার আর সুরভিপূর্ণ পুষ্পভার ল'য়ে এস।

[রক্তমুখের প্রস্থান।

এই নবনীত কোমলবরবপুযুগল আজ আমি মনোমত রূপে কুসুমসজ্জায় সুসজ্জিত ক'রে মনোসাধ পূর্ণ ক'র্‌ব। হৃদয়, বিহ্বল হয়ো না, প্রকৃতিস্থ হও, আর—আর একটু সহ্য কর, তুমি যে রাবণের হৃদয়।

শবাধার এবং পুষ্পভার লইয়া অনুচরগণ, রক্তমুখ, বজ্রদন্ত ও লম্বকর্ণের প্রবেশ।

রাবণ। ধীরে—অতিধীরে এই শবাধারে মূর্ত্তিযুগলকে ধীরে ধীরে ধীরে স্থাপন কর। সাবধান, যেন কঠিন হস্তে স্পর্শ করো না।

(অনুচরগণ কর্ত্তৃক শবদ্বয়কে শবাধারে স্থাপন)

রাবণ। এস, সকলে এস, আজ মনের সাধে এই কুসুমমূর্ত্তি-যুগলকে কুসুমসজ্জায় সজ্জিত করি।

(সকলের তথা করণ)

রাবণ। যাও, তোমরা দূরে যাও, পুনরাহ্বানের জন্য অপেক্ষা করগে। আমরি মরি—কি শোভারে! দেখে যাও সীতে, তুমি কি রূপের গর্ব্ব কর? আর দেখে যাও, আমার কুললক্ষ্মী প্রমীলাকে! তুমি কি রূপবান্ রাম, দেখে যাও, আমার—বংশ-

গৌরব ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে? আমরি মরি—এই মূর্ত্তি আমার পুরী আলো ক'রেছিল, এই মূর্ত্তি আমার নয়নের পথ দিয়ে হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন ক'র্‌ত? কেনরে নয়ন! সজল হলি! আর কি অপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লি না? পার্‌বি কেন, পার্‌বি কেন, এ যে আমার আজন্মার্জ্জিত দুষ্কার্য্যের সঞ্চিত কর্ম্মফল! ভগবন! এই যদি আমার দুষ্কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী প্রায়শ্চিত্ত, তবে হে অন্তর্য্যামিন্ কেন তুমি আমায় সাবধান্ কর নাই? অহোহো, যদি সীতাহরণ না ক'র্‌তাম, তাও যদি করেছিলাম, কিন্তু যদি বিভীষণের কথা অগ্রাহ্য না ক'র্‌তাম, আর তাও যদি করেছিলাম, কিন্তু যখন বুঝ্‌লাম যে, রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান, তখনও যদি অহঙ্কারবশে তাঁকে না ভুল্‌তাম, তা হ'লে আজ এই শোকসিন্ধুর শেষ সীমা পরিদর্শন ক'র্‌তে হ'তনা। হে দীনবন্ধু! হে দীনবন্ধু! হে পতিতভারণ! শ্রীপদে এমন কি অপরাধ করেছিলাম যে, সেই স্মৃতি পূর্ব্বে আমায় দান ক'র্‌লে না? যদি দান ক'র্‌লে না, তবে কেন আমায় মায়া দান ক'র্‌লে? মার্জ্জনা কর, মার্জ্জনা কর, কৃতপাপের মার্জ্জনা কর। (রোদন)

প্রেমমঙ্গল। (একটী পুষ্পে রাবণের অশ্রুধারণ পূর্ব্বক) দাও, অনুতপ্ত ভক্ত, ঐ পবিত্র অনুতাপ—অশ্রুর দুই এক বিন্দু আমায় দাও। এই দুর্লভ ধনের বলে আমি আজ ভগবদ্দর্শন ক'র্‌ব।

গীত।

এখন চিন্তা হল অতি চিন্তামণি।

দুটীর গুরুত্ব দুটীতে বিহারি, কোন্‌টী অপ্রিয় না পাই বিচারি,
দুটীই দুটীর মত দুটীই বলিহারি, হেরি দুটীই দুটী ভবার্ণবের তরণী।

[প্রস্থান।

রাবণ। (মেঘনাদের শব দেহ দেখিয়া) মার্জ্জনা—ক্ষমা, ভগবন্! এখন তোমার ক্ষমায় আমার আর অধিক কি লাভ হবে? এই লোকদুর্লভ দেবমূর্ত্তির দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি! হে নিষ্ঠুর পাষাণ ভগবান! এ দেখে কি আর স্থির থাক্‌তে পারি? তোমারই মায়া তোমারই ক্ষমাকে উপেক্ষা ক'রে আমাকে উদ্‌বুদ্ধ ক'র্‌চে। না না, আর ক্ষমা চাইনা, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, এ সর্ব্বনাশ আমারকে করেচে! এ গুপ্ত হত্যার ঘাতুক কে! তাকি আমি বুঝ্‌তে পারি নাই? ঘাতুক সে নীচবৃত্ত রাম-লক্ষ্মণ, পথদর্শক সেই আমার গৃহশত্রু সহোদর ভ্রাতা বিভীষণ! প্রতিহংসার উষ্ণ সলিল না হ'লে এ মহাজ্বালার শান্তি হবে না। আজ দশদেবীর মস্তক স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি যে, আমার পুত্রহন্তার হৃদয়ে আমি মহাশেল বিদ্ধ ক'র্‌ব। ক'র্‌ব, ক'র্‌ব, নিশ্চয়ই ক'র্‌ব! কে আছ, এস—এই সুসজ্জিত যুগল শবদেহ অতি সন্তর্পণে বহন ক'রে আমার অস্ত্রাগারে চল! এই মূর্ত্তি দর্শন ক'রে আমি যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌ব।

[শব দেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(শিবির)

শ্রীরাম ও সুগ্রীবের প্রবেশ।

শ্রীরাম। কহ সখা, অসঙ্গত ভাবনা ত নয়,
কেন মনে লয় কি কারণ —
সখা বিভীষণ, প্রাণের লক্ষ্মণ,
এখন' না ফিরে ? ছিঁড়েনা ত
আশার বীণার তার সুরে সংযোজিতে ?
হয়না ত কোন বিপদ সম্ভব ?

সুগ্রীব। বিপদের কথা জান তুমি হে বিপদবারি,
বলিবারে নারি, বিধাতৃবিধান,
তবে অনুমান অতি ক্ষুদ্র আমি,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞভূমি অতি দূর লঙ্কাপুর হ'তে,
যাতায়াতে সময় বিলম্ব ঘটে,
সঙ্কটের কথা না মনে যুয়ায়।

শ্রীরাম। স্নেহান্ধ পরাণ প্রত্যক্ষেও না করে বিশ্বাস !

নেপথ্যে বানরগণ। জয় রাম—জয় রাম—জয় শ্রীরাম !

সুগ্রীব। প্রত্যাগত বুঝি সৌমিত্রী কিশোরী—
যজ্ঞে বধি অরি, তাই এত সৈন্যের-উল্লাস—
করিছে প্রকাশ ঘন ঘন জয়রাম নাদে।

েঘর সাথে। ঐ আসে লঙ্কারাজ সহ প্রাণের লক্ষ্মণ তব।

শ্রীরাম। কই কই ভাই, রামের দোসর!

বানরসেনাগণ, বিভীষণ ও নলের স্কন্ধে
দেহভার রক্ষা করিয়া লক্ষ্মণের প্রবেশ।

সকলে। জয় রাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় রাম।

রাম। একি একি একিরে লক্ষ্মণ! আজন্মসুহৃদ ভাইরে আমার!
চন্দ্রের চন্দ্রিকাধৌত—
কন্দর্পবিনিন্দি অনুপম বরবপুখানি তোর,
কে করিল নির্ম্মম কঠোর,
দলিত কুসুম—বাতাহত শিরিষ বিটপসম বিবর্ণ শ্রীহীন!
ওরে, ফুলে কিরে এত বাজ সহে?
ওরে, আঘাতরে অকাতরে কত ভাই!
আর তুই সহিবি দুঃসহ ক্লেশ!
অহো—রাম! কেন এলি রামনামে?

লক্ষ্মণ। দাদা, দাদা, আজি রণে মায়াগর্ব্বী মেঘনাদ হত।

বিভীষণ। এ লঙ্কার শেষবীর নিহত লক্ষ্মণ-করে সখা!
কর্ম্ম-তরী সমুত্তীর্ণ সীতার উদ্ধারে বিশাল দুস্তার সিন্ধু!

শ্রীরাম। সখে, সে তরীর কর্ণধার তুমি!
ন্যায়পন্থি! তোমারই কৃপায়,
এই কণ্টকিত রক্ষের সংগ্রামে—
লভিতেছি দিনে দিনে অকণ্টক অবক্র বিজয় পথ।
পূর্ণ মনোরথ হয় যদি রাম,

সখা সুগ্রীব ও তুমি একমাত্র তাহার নিদান,
মহাঋণে দুইজনে করিতেছ রামে চিরঋণী।

হনুমান সহ প্রেমমঙ্গলের প্রবেশ।

হনুমান। ঐ দেখ ভাগাধর ভক্ত! ঐ সেই ভক্তবিনোদ ভক্তের ভগবান ভাবগ্রাহী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীরামচন্দ্র!

প্রেমমঙ্গল। আহা হা, কি সুন্দর! কি দেখ্‌লাম! এখন ধর হরি, তোমার দর্শন লাভের জন্য অনেক কষ্টে দুটী প্রিয়বস্তু সংগ্রহ ক'রে এনেচি। এর মধ্যে যেটী ভগবান তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তু ব'লে ধারণা কর, সেইটি গ্রহণ ক'রে আমায় কৃতার্থ কর। (প্রণাম)

শ্রীরাম। কে তুমি?

প্রেমমঙ্গল। কে আমি, অন্তর্যামী হ'য়ে আমায় চিন্‌চ না? তা হ'লে আমি কে? হয় তোমার অজ্ঞাত রাজ্যের একটা অপূর্ব্ব জীব, নয় তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি একটী অনন্ত সাধারণ প্রাণী। তা নাহ'লে তুমি বিশ্বরাজ্যের অন্তর্যামী হ'য়ে আমায় না চেন্‌বার কারণ কি?

শ্রীরাম। বুঝ্‌লাম, তুমি কি এনেচ বল? তা না হ'লে আমি কিরূপে কোন্‌টী ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তু, নির্ণয় ক'রব।

প্রেমমঙ্গল। তা হ'লে শোন, একটী পতিঅনুমৃতা সতীর সীমন্তের সুন্দর সিন্দুর, আর একটী মহাপাপীর শেষ অনুতাপের শেষ অশ্রুবিন্দু।

শ্রীরাম। উভয়ই ভগবানের শ্রেষ্ঠ বস্তু। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতর শেষটী। যেটী মহাপাপীর শেষ অনুতাপের শেষ অশ্রু! যে অশ্রু পাপীর নিজসম্পাদিত দুষ্কর্ম্মের কালিমাধৌত ক'রে ভগবানের নিকট তার অক্ষুব্ধ আত্মসমর্পণের আর কোন বাধা দানে সমর্থ হয় না সেই,—স্ফটিকশুভ্র নির্ম্মল ভোগবতী গঙ্গামিশ্রিত মন্দাকিনীর পবিত্র জলেই ভগবান অতি তৃপ্তি লাভ ক'রে থাকেন। হে ভগবান ভক্ত ভাগ্যবান মহাপুরুষ, তুমি এটী নিশ্চয় জান্‌বে, সর্ব্বজীবের প্রতি করুণসহানুভূতি সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম হ'লেও দীন দুর্ব্বল দুস্থ কাতর জীবের প্রতি করুণাই বিশিষ্ট মহাধর্ম্ম। তাই ভগবানও কাতরের অশ্রু দেবদত্ত অমৃতের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রিয় বস্তু ব'লে অগ্রে গ্রহণ করেন। তুমি প্রকৃতই ভগদ্ভক্ত, তাই আজ এই ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রিয়বস্তু সংগ্রহে সমর্থ হ'তে পেরেচ, তোমার সাধনা সার্থক!

প্রেমমঙ্গল। তা হ'লে শুন্‌তে চাই হরি, তা হ'লে এতদিন ছলনা ক'র্‌ছিলে কেন? দেখা দিয়েও "কে আমি" ব'লে এখনও কেন অনুগত দাসকে অতি দূরে রাখ্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছিলে।

শ্রীরাম। ভক্ত, আমি মানব, আমি লৌকিক প্রথার বশবর্ত্তী, আগত ব্যক্তির প্রতি "কে" সম্ভাষণ লৌকিক প্রকৃতিতে আবদ্ধ, তাই আমি অপরিচিত ভাবের "কে" সম্বোধনে তোমায় ব্যথিত করেচি, কিন্তু তুমি ভগবানের চিরপরিচিত পরম সুহৃদ, তোমার আগমনের পূর্ব্বেই তিনি তোমায় অবগত, এবং তোমার বাসনা পূর্ণ ক'র্‌বার নিমিত্ত প্রস্তুত। এস ভক্ত, আজ তোমায় প্রেমালিঙ্গন ক'রে আমি ধন্য হই। (আলিঙ্গন)

প্রেমমঙ্গল। ধন্ত ধন্ত আমি ধন্ত! নারায়ণ, তা হ'লে আমার বাসনা পূর্ণ কর। অনন্তরূপী বলদেবকে পার্শ্বে রেখে একবার যুগল একটী হ'য়ে তোমার পূর্ণপরব্রহ্মরূপ ভক্তকে দেখাও!

শ্রীরাম। তথাস্তু। (রাম লক্ষ্মণের যুগলভাবে দণ্ডায়মান)

হনুমান। ঠাকুর, আমার দক্ষিণা!

প্রেমমঙ্গল। ঐ প্রেমময় রামরূপ। এস গুরুভ্রাতা, প্রাণভরে আজ দুইজনে প্রাণের পিপাসা মিটাই।

সকলে। জয় রাম, জয় রাম, জয় জয় শ্রীরাম।

দেবগণের প্রবেশ।

সকলে। গীত।

জয় জয় রাম ধনুকধারী, জয় জয় বীর লছমন।
জয় জয় জানকী-রঞ্জন রাম, জয় জয় লছমন রামরঞ্জন।
জয় ভক্তরঞ্জন রাম ভবভয়হারী,
জয় ভবার্ণবভেলা রাম অকূলকাণ্ডারী,
জয় সত্যাবতার রাম রক্ষধ্বংসকারী,
জয় জয় রাম-লছমন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।